উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৩০৭.৩৭ (+৩৯৭.৭৪)

নিফটি : ২৫,২৮৯.৯০ (+১৩২.৪০)

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ১৩°	২৮° / ১২°	২৮° / ১২°	২৬° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

‘অনড়’ বাংলাদেশ কঠিন শাস্তির মুখে ১৪

তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ দায়িত্বে বনশালি ৭

শিলিগুড়ি ৯ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 January 2026 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 245

উত্তরের খোঁজে

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়গঞ্জে যাওয়ার পথে সেদিন কুলিক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছে সামসী স্টেশনে। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার একটা ভিস্টাডোম কামরা এখন লাগানো হয় কুলিক এক্সপ্রেসের শেষে। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার যাত্রী হয় না বলে এই ব্যবস্থা। তবে কুলিকেও শনি-রবিবার বাদে অন্য দিন এই কামরা ফাঁকাই থাকে।

ওই ট্রেনে ভিস্টাডোমে সামসী যেতে চাইলে বড় বিপদ। শেষ কামরাই থাকে প্ল্যাটফর্মের অনেক বাইরে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

হঠাৎ উধাও অপশন, বিঁধছে বিরোধীরা

সব বন্দে ভারতেই কি ‘বাদ’ পড়বে আমিষ?

দীপ সাহা ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ‘বলি হচ্ছেটা কী মশাই?’

ফোনটা ধরতেই রেগেমেগে কথাটা বলে উঠলেন শুভময় জোয়ারদার। বুঝতে পারলাম না প্রসঙ্গটা কী? ধীরগলায় বললাম, ‘কেন? কী হল?’

আরে, আজ আপনাদের কাগজেই পড়লাম, বন্দে ভারত স্লিপারে নাকি নন ভেজ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। এখন এনজেপি-পাটনা বন্দে ভারতের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখছি, সেখানেও আর নন ভেজ অপশন নেই। যা-তা করছে রেল। ওদের অনুশাসনে কি আমাদের নিরামিষাশী হতে হবে নাকি! কী আজব কাণ্ড।’

ভদ্রলোকের ফোনটা কেটে আইআরসিটিসি অ্যাপ খুলে এনজেপি-হাওড়া, এনজেপি-গুয়াহাটি, এনজেপি-পাটনা, দিল্লি-বেনারস বন্দে ভারতের টিকিট কাটার চেষ্টা করে দেখলাম, তিনি ভুল বলেননি। সবক’টি বন্দে ভারতেই ‘নো ফুড’ অপশন থাকলেও আমিষ খাবার উধাও। গভীর রাতে অবশ্য আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যায়, সেখানে

বাণিজ্যিক যাত্রার শুরুতে গোলাপে অভ্যর্থনা।

নন-ভেজ খাবারের অপশন যোগ করা যাচ্ছে। ফলে স্বল্প সময়ের জন্য খাবারের অপশন সরিয়ে দেওয়া নিছকই যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি ‘ভবিষ্যতের ভাবনা’ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

তাদের দাবি, খাদ্যাভ্যাস মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। সেখানে রাষ্ট্র বা রেল হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বিশেষত, বন্দে ভারতের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনে, যেখানে যাত্রীরা চড়া দামে টিকিট কাটেন, সেখানে তাঁদের পছন্দমতো খাবার

এরপর ছয়ের পাতায়

রিকভারি এজেন্ট পরিচয়ে তোলাবাজি

ফের ত্রাস কেজিএফ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : রাতে তোলাবাজি, সকালে ‘রিকভারি এজেন্ট’। রামকৃষ্ণ মিশন কাণ্ডে জেলহাজতে যাওয়ার পর এমনই পরিকল্পনা নিয়েছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। জেলহাজত থেকে একে একে জামিন পাওয়ার পর সেই পরিকল্পনামতোই কাজ করছে তারা। খাতায়-কলমে বর্তমানে তারা এনজেপি এলাকার একটি রিকভারি এজেন্সির কর্মী। সেই ‘ট্যাগ’কে সামনে রেখে দিনেদুপুরে ইস্টার্ন বাইপাস ও সংলগ্ন সেবক রোড, এনজেপি এলাকায় নিজেদের দাপট দেখিয়ে চলেছে ওই দুষ্কৃতীরা। রাস্তায় ইচ্ছামতো টু হুইলার দাঁড় করিয়ে খুলে নেওয়া হচ্ছে চাবি। গলা উঁচু করে দাবি করা হচ্ছে, বাইকের ‘ইএমআই’ বাকি রয়েছে। তাদের ফাঁদে পড়ে গেলেই টাকাপয়সা দিয়ে ‘জান-মান’ বাঁচাচ্ছেন অনেকে।

ছবি : এআই

হঠাৎ করে পুলিশের নজরে পড়ে গেলে এগিয়ে আসছে ওই ‘রিকভারি এজেন্সি’। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ওই রিকভারি এজেন্টরা ভুল বাইক ধরেছে। বাস্তবে অনেকে ইএমআই বাকি রেখেই টু হুইলার অন্য লোককে বিক্রি করে দিচ্ছে। দিনের আলোয় চলা এধরনের ঘটনা নজরে এসেছে বলে স্বীকার করছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তাঁর বক্তব্য, ‘বিষয়টা আমাদেরও নজরে এসেছে। আমরা ওই রিকভারি এজেন্সিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, কোনও মানুষ যদি এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করছে না কেন? একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ওই ধরনের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে কখনোই অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশ প্রশাসনের স্পষ্ট করে কোনও বক্তব্য নেই।

এরপর ছয়ের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

Alipurduar: Chowpathi, 6292137151 | Birpara: Old Bus Stand, 9007750315 | Dhupguri: Millpara, 6292137152 | Dinhata: Main Chowpathi, 9831933597 | Dinhata: Rangpur Road, 9147713490 | Falakata: Madari Road, 7596022495 Haldibari: Dewanganje Road, 7596059694 | Islampur: Opp. Public Bus Terminus, 7596059692 | Kamakhyaguri: Haribari, 9147148836 | Malbazar: New Bus Stand, 6292137150 | Gazole: Bus Stand, 9147713494 Mathabhanga: Opp. Shani Mandir, 7596059693 | Maynaguri: Bus Stand, 9007750214 | Siliguri: Sevoke Road, Near Cosmos Mall, 9147389608 | Samsi: Hospital Road, 7596022494 | Kaliaganj: N.S. Road, Vivekananda More, 8981448371 Kaliachak: Hotel Grand, Chowrangi More, 9147389612 | Sujapur: Near Sujapur Market, 9147360714 | Buniadpur: Chaudhuri Market (Near SBI) 9147389610 | Gangarampur: Royalton Mall, 9073678145 | Naxalbari: babu Para, 8981118076 Tufanganj: Old Bus Stand, 9147409847

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জিও পাগলা, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৩০ বাঘাযতীন, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১২.৫৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৫৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, মারব নয় মরবো, রাত ১০.৩০ মন মানে না

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ স্বার্থপর, সন্ধে ৭.০০ আশা ও ভালোবাসা, রাত ১২.৩০ টনিক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুভাষচন্দ্র

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নীল আকাশের চাঁদনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধুয়াঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪৩ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া দ্য সোলজার, রাত ১০.২০ দবং

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৪.৪০ কেয়া কহেনা, সন্ধে ৬.৫০ গুলাম ই মোস্তাফা, রাত ১০.০০ ঢোল

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.০৪ তেজস্বিনী, দুপুর ১২.২৪ ময়দান ই জঙ্গ, বিকেল ৩.২৬ মেরি বিবি কা জবাব নেহি, সন্ধে ৬.০৩ আগ, রাত ৮.৫০ ক্ষত্রিয়

সুভাষচন্দ্র দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

দ্য ওয়ে অফ চিতা সন্ধে ৬.০০
ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২২ রাবণাসূরা, বিকেল ৫.৪৫ কুলি নাম্বার ওয়ান, রাত ৮.০০ জয় হো, ১১.৩৩ ব্রুস লি দ্য ফাইটার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ শিবা দ্য সুপার হিরো থ্রি, দুপুর ১.৫০ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২০ ম্যায় হুঁ খুদ্দার

সুপার থার্টি সন্ধে ৭.৫৭ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৩_২০২৬/কে/১৩৯৩; তারিখ: ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ০৩_২০২৬। কাজের নাম : ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "এডিইএন/ডিএইচআর -এর আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (ডিএইচআর-সেকশন) পর্যন্ত কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে সুকনা -দার্জিলিং (মোট- ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬, কাজের নাম: সিনি. এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার-এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মধ্যে কিমি ৫০/৯-৫১/৬-এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশন-এ পাইল ফাউন্ডেশনের ১×১২.২ এম পিএসসি স্ল্যাব-এর সাথে ব্রিজ নং. ৫৮ -এ পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সিনি. ডিইএন/I-এর অধীনে ব্রিজ নং. ৫৮-এ স্থায়ী পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৩৫,৪৫৮.৬৬ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৬,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/১০, তারিখঃ ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/ এসই ডিআর /এফএলএস/ ২০২৫/০২। কাজের নামঃ নিম্নলিখিত-এর জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে (এফএলএস) পরিচালনা করার জন্য (i) নতুন বিজি রেলওয়ে লাইন প্রকল্প (আনুমানিক দৈর্ঘ্য-৯০০.০০ কিমি)। (ii) ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের গেজ রূপান্তর/দ্বৈতকরণ/তৃতীয় লাইন/তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন (আনুমানিক দৈর্ঘ্য=৬০০.০০ কিমি) (iii) সিকিম রাজ্যে গ্যাংটক থেকে নাথুলা পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভে (আনুমানিক দৈর্ঘ্য =২৪০.০০ কিমি)-এর সাথে জিও-টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত বিষয়ে এফআইআরআর/ইআইআরআর, ইপিসি নথি প্রস্তুতকরণ এবং ডিপিআর জমা দেওয়া ইত্যাদি। আনুমানিক মূল্যঃ ৩৫,৮৪,৬৮,৭৭৮.৭১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনী নং. ১ এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সার্ভে, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মেকানিকাল / ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/০৫_২০২৬/কে/১৪৩৩, তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ০৫_২০২৬; কাজের নামঃ (ক) "ডিজেল লোকো শেড, মালদা টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ইলেক্ট্রিক্যাল লোকোমোটিভ-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব"-এর মেকানিক্যাল বিভাগ কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের ভালুকা রোড স্টেশনে ৬ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৬৪,০০,৬৭৫.৫৭ টাকা; বায়নার ধন: ১,২৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্দান্ত সেল

নিউজ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : রিলায়েন্স ডিজিটাল নিয়ে এসেছে জনপ্রিয় ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল। এতে ইলেক্ট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের ওপর থাকছে আকর্ষণীয় অফার। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। অফারে থাকছে ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিসকাউন্ট, কনজিউমার ড্যুরাবেল লোনের ওপরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক ও ইউপিআই পেমেন্টের ওপর ৫% ক্যাশব্যাক। দেশের সব রিলায়েন্স ডিজিটাল, মাই জিও আউটলেট ও অনলাইনে উপলব্ধ।

ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখঃ ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি। কাজের নামঃ এইচইউএনও সেকশনের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙ্গাইগাঁও (এনবিকিউ) - গোয়ালপাড়া (জিএলপিটি) - কামাখ্যা (কেওয়াইকিউ) (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ (জিকেজে) থেকে অভয়াপুরী (এওয়াইইউ) (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে কমিউনিকেশন ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ২৬,৩৫,৬৬,৫৬৭.৪২ টাকা। বায়নার ধনঃ ১৪,৬৭,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Monirul Islam, S/o Lt Latifur Rahaman, গ্রাম পালসাহার, পোঃ ডিকুল, থানা কুশমন্ডি, জেলা দ: দিনাজপুর। পুরাতন রেশন কার্ডে আমার নাম Monirul Islam @ Niutan Raheman, ২০০২ ভোটার লিস্টে (Part no 145, SL no 806) আমার নাম Niutan Raheman ও বাবার নাম Latifur Raheman ছাপার কারণে ২১/০১/২৬ এ J.M (1st class) গঙ্গারামপুর কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভট বলে আমি Monirul Islam @ Niutan Raheman ও আমার বাবা Latifur Rahaman @ Latifur Raheman উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120092)

•

ছেলে Ranajoy Barman এর জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম অপূর্ব বর্মন থাকায় 7.01.2026 দিনহাটা JM(1st.Cl.) কোর্টে 464 নং অ্যাফিডেভিট বলে Apu Barman হলাম। অপু বর্মন, সাং - মনসব শেওড়াগুড়ি। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩০৬৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩০৬৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

জেলা - মালদা, থানা + ব্লক হবিবপুর, মৌজা হোগলা, জে এল 22, দাগ নং 2/283 খং নং 430,431,432,433,434, জমি মোট পরিমাণ 40 একর জমি বিক্রয় হইবে, যোগাযোগ করুন M - 8436031485.

(C/120089)

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Ayesah Begam, W/o Bappa Hossain, R/o Natunpara, PO: Jaldapara, PS & Dist: Alipurduar. My name is recorded as Asha Khatun in place of Ayesah Begam in my Aadhar card (No: 524332727072). By affidavit on 07/01/2026 at Alipurduar LD. 1st class J.M court my name has been rectified from Asha Khatun to Ayesah Begam. Asha Khatun & Ayesah Begam is one and same identical person. (C/1201105)

•

আমি Paramita Bhadra স্বামী রতন ভদ্র সাতকুড়া, দিনহাটা গত 03/01/2026 (ইং) তারিখে Judicial Magistrate দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 149) দ্বারা Parmita Bhadra এবং Paramita Bhadra একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/120082)

অ্যাফিডেভিট

আমি Neelam Kumari পিতা Ram Sharan Das, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে, গত ২২/৫/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Neelam Kumari, sister Neelam Robert ও sister Neeam Robert এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120086)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
"BORDER 2"
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan Shetty
Time : 12:30, 4:00 7:30 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
BORDER 2
Show time : 12:00, 3:30, 7:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
জামাইপ্রিয় হোটেল	SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (U/A)
BORDER2	SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
হোক কলরব	SHOW TIME 4.30 PM BENGALI (A)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সঠিক বিনিয়োগ করতে পারলে আজ লাভবান হবেন। সাহসিক কোনও সিদ্ধান্তে সমাজে প্রশংসিত হবেন। বৃষ : জেদ ও পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। রাস্তাঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাস্ত হবে। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ দিন ভালো যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : নিজের রাগ সংবরণ করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। পৈতৃক ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। কন্যা : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সাংসারিক চাপ বাড়বে। বাত এবং নার্ভের রোগে ভোগান্তি। তুলা : বহুদিন ধরে আটকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আজ সেরে ফেলুন। ছোটখাটো সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বৃশ্চিক : বেহিসেবী খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ পেতে পারেন। ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। মকর : ঈশ্বরচিন্তায় মানসিক চাপ কমবে। স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ভালো সময় কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার যোগ। মীন : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ৯ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৩। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ১২।২৯। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ২।২। পরিঘযোগ দিবা ৩।৫১। ববকরণ দিবা ১।৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৯ গতে কৌলবকরণ। জিন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৭ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দিবা ২।২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১২।২৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৮ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩১ গতে ১০।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম্ম-বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।২ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয় দিবা ২।২ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ১০।১০ গতে ১।২৩ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত, শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী পূজা, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী (কলম), পুস্তক (বই) ও বাদ্যযন্ত্রাদির পূজা। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদের পূজা। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

— FLAT —
50%
— OFF* —
MORE STYLES ADDED
*On selected merchandise.
*T & C Apply.

STYLE BAAZAR

BIG FASHION SALE

5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account;
Validity: 03 Jan - 31 Jan 2026. T&C Apply.

Brands Available
— FOR MEN — square up · WALSEY · KIRTLE
— FOR LADIES — Awaya · Miss 19 · MISS DESI
— FOR KIDS — Miss12 · dozo
— FOR HOME — HOME FOCUS

মেন্সওয়্যার । লেডিসওয়্যার । কিডসওয়্যার । হোমনিডস । বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244 | f ◎ ▶

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার । ইসলামপুর । কালিয়াচক । কোচবিহার । গাজোল । চাঁচল । জলপাইগুড়ি । তুফানগঞ্জ । দিনহাটা । ধূপগুড়ী । পাকুয়াহাট । বালুরঘাট । মালবাজার । মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে) । রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়) । রতুয়া । শিলিগুড়ী
কলকাতা : অ্যাক্রিস মল (3rd ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বেহালা (জেমস্ লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে)
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা । আরামবাগ । ইলামবাজার । উলুবেড়িয়া । এগরা । করিমপুর । কৃষ্ণনগর । কাটোয়া । কাঁথি । কাঁচরাপাড়া । কাকদ্বীপ । খড়গপুর । গুসকরা । চাকদহ । চুঁচুড়া । ডানকুনি । ডোমকল । দুর্গাপুর । ধুলিয়ান । নলহাটী । নৈহাটী । পান্ডুয়া । বোলপুর । বহরমপুর । বাঁকুড়া । ব্যারাকপুর । বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) । বসিরহাট । বনগাঁও । বাগনান । বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়) । বেলুড় (রজোলি মল) । বাখরাহাট । বরানগর । মেমারী । মালঞ্চ । রঘুনাথগঞ্জ । রামপুরহাট । রানাঘাট । রামরাজাতলা । শ্রীরামপুর । সোদপুর । সালকিয়া । সিঙ্গুর । সাঁতরাগাছি । সিউড়ী
হাবড়া । হাওড়া ময়দান

সিপিএমের বিক্ষোভে উত্তেজনা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র শুনানি ঘিরে ভোটারদের হয়রানির প্রতিবাদে সিপিএমের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগে সিপিএম নেতৃত্ব। বিক্ষোভের মাঝে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে হিলকার্ট রোড আটকে সিপিএম নেতা-কর্মীরা বসে পড়েন। মহকুমা শাসকের দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গেও নেতা-কর্মীরা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তবে সিপিএমের বিক্ষোভ কর্মসূচি সত্ত্বেও এদিন হাতেগোনা পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের দেখা গিয়েছে।

এদিনে বেলা সাড়ে ১২টা থেকে সিপিএম নেতা-কর্মীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ২০০২ সালের এসআইআর তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কেন ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তা নিয়ে সিপিএমের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়। সিপিএমের

- এসআইআর-এর শুনানিতে হয়রান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ
- এ বিষয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে সিপিএম নেতা-কর্মীরা মহকুমা শাসকের দপ্তরের যান
- সে সময়েই দপ্তরে ঢোকা নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে উত্তেজনা তৈরি হয়

দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'ছোট ছোট যে সমস্যা আছে, তা অনায়াসে নির্বাচন কমিশন সমাধান করতে পারে। সেই ক্ষেত্রেও ভোটারদের ডেকে এনে হয়রানির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে, বিক্ষোভের মাঝে সিপিএমের প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য মহকুমা শাসকের অফিসে প্রবেশ করতে গেলে প্রথমে তাদের আটকে দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে সিপিএম নেতারা হিলাকার্ট রোডের ওপর রাস্তা আটকে বসে পড়েন। যার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবরোধ চলে। সেসময় এক পুলিশকর্মী এসে সিপিএম প্রতিনিধিদলকে ভেতরে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে মহকুমা শাসকের দপ্তরের ভেতর দ্বিতীয় দফায় প্রবেশের সময় এক ব্যক্তি জোর করে অফিসের কোলাপসিবল গেট আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাতেই সিপিএম নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে যান। সেসময়ে ব্যাপক বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। যার জেরে পরিস্থিতি খানিকক্ষণের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে কয়েকজন পুলিশকর্মী এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে সিপিএম কর্মীরা স্মারকলিপি দিয়ে বেরিয়ে আসেন। সিপিএম নেতা তাপস সরকার বলেন, 'বিজেপির কথামতো নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কথাতেই বারে বারে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠিয়ে ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে। এর ফল নির্বাচনে মানুষ বিজেপিকে বুঝিয়ে দেবে।' এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ সিং, শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

বাগদেবীর আরাধনায় থিম

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি ও শহরতলি এলাকায় থিমের পুজোয় পিছিয়ে নেই সরস্বতী। কোথাও থাকছে প্যান্ডেলের চমক, আবার কোথাও প্রতিমায়। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকার উত্তর ফয়রানিজোতে এবারে থাকছে থিমের চমক। ওই এলাকায় 'আমরা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি' এবারই প্রথম পুজো করছে। আর প্রথম বর্ষেই তাদের পুজোর বাজেট আড়াই লাখ টাকা। কৈলাস পর্বতের আদলে থাকছে মণ্ডপ, সঙ্গে ১২ ফুট উচ্চতার প্রতিমা। তিনদিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন, এবছর তাঁদের পুজো প্রথম হলেও আয়োজনে কোনও খামতি থাকছে না। শুধু শিবমন্দির এলাকাই নয়, শিলিগুড়ি, রানিডাঙ্গা, রাঙ্গাপানি, বাগডোগরা থেকে অনেকেই তাঁদের পুজো দেখতে আসবেন বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির উপদেষ্টা পুলক চৌধুরী বলেন, 'কৈলাস পর্বতের আদলে থাকছে প্যান্ডেল। প্রতিমা ১২ ফুট উচ্চতার।'

সিসিটিভিতে প্রমাণ, তদন্তে পুলিশ

মধ্যরাতে গোরু 'কিডন্যাপ'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : মধ্যরাতে শহর থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে গোরু। দামি গাড়ির বসার সিট খুলে ফেলে সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা করে গোরু তুলে উধাও হয়ে যাচ্ছে অভিযুক্তরা। গ্রামাঞ্চল, সীমান্ত এলাকা ছাপিয়ে এবার গোরু চুরির চক্র শিলিগুড়ি শহরেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন খোদ শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরাই। তাঁদের দাবি, শহরের রাস্তায় প্রতিদিন প্রচুর গোরু চরে বেড়ায়। রাত গভীর হতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেলে দামি গাড়ি এনে দ্রুততার সঙ্গে তাতে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুলিশ তদন্তে নেমে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে এমন দৃশ্য ধরা পড়েছে বলে খবর। এই চক্রের উদ্দেশ্য হিসেবে দুটো সম্ভাবনা উঠে আসছে। এক, গোরু তুলে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। দুই, বিক্রি হচ্ছে অবৈধভাবে কসাইখানায়।

এদিকে, পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'ভয়ংকর ব্যাপার। কারা এসব করছে, এর সঙ্গে স্থানীয় লোকজন জড়িত নাকি বাইরের লোকজন এসব করছে, পুরোটাই তদন্ত করে দেখা দরকার। পুলিশের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলব।' শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেছেন, 'আমরা এই ঘটনার তদন্ত করে দেখছি।'

শিলিগুড়ি শহরের প্রধান সড়কগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তায় প্রচুর গোরু চরে বেড়ায়। পুরনিগমের একটি সূত্রের দাবি, শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে এমন প্রায় পাঁচ হাজার গোরু রয়েছে, যেগুলি দিনরাত রাস্তাতেই থাকে, রাস্তাতেই খায় এবং রাস্তায় ঘুমোয়। এর বাইরে প্রচুর ষাঁড় রয়েছে।

কয়েকদিন ধরে আচমকাই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে দামি গাড়িতে করে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা শহরবাসীর নজরে আসছে। ক'দিন আগে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বলাকা মাঠের সামনে থেকে মধ্যরাতে একটি চারচাকার সাদা দামি গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দুটি ছোট আকারের গোরু তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। ওই ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠে বেশ কিছু গোরু দিনরাত থাকে। বলাকা মাঠের ঘটনার দু'দিন পরেই ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ থেকে একাধিক গোরু তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল জানিয়েছেন। ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক অমরচন্দ্র পালের বক্তব্য, 'একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ওয়ার্ডের মানুষ উদ্বিগ্ন। কে বা কারা মধ্যরাতে দামি প্রাইভেট গাড়ি এনে গোরুগুলিকে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, এটা তদন্ত করে দেখা উচিত।'

একই ঘটনা ঘটেছে ১২ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানার নজরুল সরণিতে। ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শ্রাবণী দত্ত বলেছেন, 'অগ্রগামী ক্লাবের ক্রিকেট কোচিং সেন্টার সংলগ্ন মোড়ে বুধবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বেশ কয়েকটি গোরু একসঙ্গে ছিল। একটি দামি যাত্রীবাহী গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সেই গাড়ি থেকে তিনজন নেমে পিছনের দরজা খুলে দুটি গোরুকে দ্রুত তুলে নিয়ে চলে যায়। পুরো ঘটনাটি ওয়ার্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়েছে। পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি হয়ে গোরু পাচারচক্রের কারবার চলে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে গাড়িভর্তি গোরু শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকা দিয়ে অসম, মণিপুর এমনকি বিদেশেও চলে যাচ্ছে। সেই চক্রের সঙ্গে শিলিগুড়ি শহরে নতুন করে গজিয়ে ওঠা এই পাচারচক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

- রাতে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেলে দামি গাড়ি এনে তাতে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- বিভিন্ন ওয়ার্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে এমন দৃশ্য ধরা পড়েছে
- অভিযোগ, হয় গোরুগুলি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে, অথবা বিক্রি হচ্ছে অবৈধভাবে কসাইখানায়

ভয়ংকর ব্যাপার। কারা এসব করছে, এর সঙ্গে স্থানীয় লোকজন জড়িত নাকি বাইরের লোকজন করছে, পুরোটাই তদন্ত করে দেখা দরকার।

-রঞ্জন সরকার, ডেপুটি মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম

ছিনতাইয়ে পাকড়াও দুই

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : এক মহিলার কাছ থেকে ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুই নাবালককে পাকড়াও করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। তাদের সেফ কাস্টডিতে নিয়ে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গত ২০ তারিখ কাজ সেরে চয়নপাড়া পাওয়ার হাউসের পেছনে একটি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন রিতা পণ্ডিত। সেসময় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুই নাবালক রিতার পথ আটকায়। এরপর তাঁর ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যাগে কিছু নগদ টাকা ছিল। বাধা দিতে গেলে দুজনের মধ্যে একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই মহিলার হাতে আঘাত করে এবং ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। এরপরই ওই মহিলা আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার সকালে দুই নাবালককে ধরে আশিঘর আউটপোস্টের অ্যান্টি ক্রাইম উইং। ধৃতদের বাড়ি শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের হেপাজত থেকে ছিনতাই হওয়া ব্যাগ ও টাকা উদ্ধার করেছে।

জেল হেপাজত

বাগডোগরা, ২২ জানুয়ারি : টাকা দিয়েও ওষুধ মেলেনি। উলটে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে বুধবার রাতে বিক্রম সিং ও বীণা দেবী নামে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণা এবং মারধর করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিবমন্দিরের উত্তমকুমার সিং একটি আয়ুর্বেদ সংস্থার বাগডোগরা বিহার মোড়ের অফিসে ওষুধ কেনার জন্য আড়াই লাখ টাকা দেন। উত্তমের অভিযোগ, 'আমাকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। টাকাও ফেরত দেওয়া হচ্ছিল না। বুধবার আমি এবং আমার স্ত্রী বাগডোগরা বিহার মোড়ে সংস্থার অফিসে গেলে আমাদের মারধর করা হয়। মারধর করায় আমি অসুস্থ হয়ে যাই। আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

খুঁটি ভেঙে জখম

চোপড়া, ২২ জানুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের কোটগছ এলাকায় বৃহস্পতিবার খুঁটি ভেঙে এক বিদ্যুৎকর্মী জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে এলাকায় কেবল লাগানোর সময় একটি খুঁটি ভেঙে পড়ে। ঘটনায় এক কর্মী জখম হন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চোপড়া দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার অরুণকুমার সিংহ বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। তেমন মারাত্মক কিছু নয়। একটি পুরোনো খুঁটি সোজা করার সময় ভেঙে যাওয়ায় একজন অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : টোটো ও বাইকের সংঘর্ষে এক তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ির জটিয়াকালীর দোকানঘর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত ইসমাইল হক (২৮) রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। বাইকে করে তিনি ফুলবাড়িতে কাজে যাচ্ছিলেন। সেসময় তাঁর বাইকের সঙ্গে একটি টোটোর সংঘর্ষ হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ইসমাইলকে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে চিকিৎসকরা ইসমাইলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়।

স্কুটার চুরি

চোপড়া, ২২ জানুয়ারি : বুধবার রাতে চার চাকার গাড়িতে করে একটি স্কুটার চুরির অভিযোগ উঠল চোপড়ার সুভাষনগর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায় জানিয়েছেন, অরুণ রায় নামে তাঁর এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর বাড়ির সামনেই স্কুটারটি রেখেছিলেন। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে দেখেন, সেটি আর নেই।

বিশ্বজিৎ রায় বলছেন, 'পরে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, রাতে একটি গাড়িতে করে কয়েকজন স্কুটারটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার চোপড়া থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৬_২০২৬/কে/১৪৩৪ তারিখ: ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৬_২০২৬। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশি: ৩,৭৮,৩৫,৫৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইচজি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IN THE COURT OF LD. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION 1ST COURT, MALDA

PROBATE CASE NO. 08/2025

Petitioners: -
1) Babul Jha @ Babul Chandra Jha
2) Sukumar Jha,
Both S/o-Late Manipada Jha
Residing at-Subhashpally
Under English Bazar Municipality
P.S-English Bazar,
Dist-Malda (W.B.)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, মৃত মানুবালা ঝা গত ইংরেজি ৩১/১২/২০০৯ তারিখে মারা গিয়েছেন। তার নিজস্ব সন্তান না থাকায় তিনি মারা যাওয়ার সময় কেবলমাত্র তার দুই ভ্রাতৃপুত্র 'বাবুল ঝা ওরফে বাবুল চন্দ্র ঝা' এবং 'সুকুমার ঝা'কে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান। মৃত মানুবালা ঝা তার জীবদ্দশায় উক্ত দুই ভ্রাতৃপুত্রদের 'জেলা মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত সুলতানপুর মৌজার জে.এল. নং-১৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং-৭৯ এবং ১৫১, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং-১৩১০ এর এল.আর. ৪৩৮ নং দাগের ৬৬ শতক ও এল.আর. ৪৫৮ নং দাগের ৪১ শতক ভূসম্পত্তি' তার মৃত্যুর পর ভোগদখলের অধিকারী হয়ে যেন তাহারা স্বত্ব লাভ করে এই মর্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেছিলেন। মানুবালা ঝা'র মৃত্যুর পর দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইল প্রবেটের প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উইল প্রবেট মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কারও যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা কেন মঞ্জুর হইবে না তার উত্তর দিবেন অন্যথায় মোকদ্দমার ধার্য্য দিবসে মাননীয় আদালত উক্ত মোকদ্দমার শুনানী করে নেবেন। আগামী ১৩-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যে সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আকারে আপত্তি জানাইতে পারেন।

অনুমত্যনুসারে,
Tirtha Chakraborty
Sheristader
Civil Judge Sr. Div.

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল সিনহা। বৃহস্পতিবার।

মহাকাল মন্দির নিয়ে মমতাকে তোপ রাহুলের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। শিবলিঙ্গ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা সায়নী ঘোষকে যুব নেত্রী বানায় যে দল, সেই দলের মুখ্যমন্ত্রী মহাকাল মন্দির তৈরি করে এখন স্রেফ ভোট বৈতরণি পার করতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাহুল সিনহা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপি-র কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই রাজ্যের শাসকদলকে এসআইআর থেকে শুরু করে মহাকাল মন্দির সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করেন।

এদিন রাহুল বলেন, 'তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করতে চাইছে। তাই বাংলাদেশ থেকে এরাজ্যে লোক এনে ভরাচ্ছে। এসআইআর হওয়ায় ভয় পেয়ে গিয়েছে। মুসলিমরা বুঝে গিয়েছেন, তৃণমূল তাঁদের ব্যবহার করছে। তাই এখন মুসলিমরা পিছিয়ে গিয়েছেন। বুঝতে পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই হিন্দুদের মন পেতে মহাকাল মন্দির তৈরি করছেন।'

পালটা রাহুলকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'রাহুল সিনহার এধরনের মন্তব্যের জন্য ওকে মানুষ ভোটে জেতায় না। এখনও পর্যন্ত তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জিততে পারেননি রাহুল।'

আগামী ৩১ তারিখ শিলিগুড়িতে যুব সম্মেলন করার কথা রয়েছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। তার আগে একে একে রাজ্যের নেতারা শিলিগুড়িতে আসছেন এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। সেইমতো রাহুল সিনহাও শিলিগুড়িতে আসেন। নির্বাচনি প্রচারের পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের নিয়ে আলোচনাও হয়েছে তাঁর।

২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ওই সময়কালে কোনও রাজনৈতিক সভায় মাইক বাজানো যাবে না। দলীয় সূত্রে খবর, পরীক্ষার ওই সময়ে কোনও সভাও করবে না বিজেপি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সভা করার জন্য হাতে খুব অল্প

পালটা কটাক্ষ গৌতমের

সময়ই থাকবে। তাই ৩১ জানুয়ারিই তড়িঘড়ি অমিত শা-কে দিয়ে শিলিগুড়িতে একটি সভা করিয়ে নিতে চাইছেন রাজ্যে নেতারা। এরপর পরীক্ষার শেষে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সভা শিলিগুড়িতে হবে বলে জানা গিয়েছে। সেইমতো বিজেপি-র শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিকে তোড়জোড় করতে বলা হয়েছে। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার জন্য মাঠ দেখা শুরু করবে বিজেপি। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের কথায়, 'এখনও মাঠ দেখার কাজ শুরু হয়নি। রাজ্য নেতৃত্বের তরফে সবুজ সংকেত এলে কাজ শুরু হবে।'

লাভক্ষতির অঙ্ক জলপাইগুড়ির

এনজেপির নাম বদল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে জলপাইগুড়িতে নানা মুনির নানা মত। কেউ এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শিলিগুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে করার প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। কেউ আবার এনজেপির নাম পরিবর্তন হলে প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে, সমাজমাধ্যমে অধিকাংশই মনে করছেন, এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্টেশন করা হলে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্টেশন করতে হবে জলপাইগুড়ি রোডকে। সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্ব বাড়িয়ে একাধিক ট্রেনের স্টপ হলে আখেরে ক্ষতি নেই জলপাইগুড়ির। যে সমস্ত ট্রেনের এখনও এনজেপিতে স্টপ রয়েছে অথচ জলপাইগুড়ি রোডে নেই, রাজধানী সহ এমন প্রতিটি ট্রেনের স্টপ জলপাইগুড়ি রোডে দিতে হবে। অন্যথায় নাম পরিবর্তন মানা হবে না। তবে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি শহরের একাংশ বাসিন্দা এর বিরোধিতা করে বলেছেন, স্টেশনের নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে জেলার অঙ্গচ্ছেদের চেষ্টা করা হলে সেটা মানা হবে না।

সার্কিট বেঞ্চ তৈরি নিয়ে দীর্ঘদিন টানাপোড়েন চলেছিল জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির মধ্যে। আন্দোলনের জেরে শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরেই। এবার এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে অবশ্য সরাসরি সংঘাত চাইছে না জলপাইগুড়ি।

শিলিগুড়ির বাসিন্দারা থেকে রাজনৈতিক নেতারা নাম পরিবর্তনের যুক্তি হিসেবে বলছেন, জলপাইগুড়ি শহর থেকে নিউ জলপাইগুড়ির স্টেশনের দূরত্ব ৪০-৪৫ কিলোমিটার। স্টেশনটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হলেও শিলিগুড়ির লাগোয়া। এজন্য বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের কাছে নাম নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

শিলিগুড়ির যুক্তিতে আপত্তি তুলছে না জলপাইগুড়ি। বরং তারা দেখতে চায়, এতে জলপাইগুড়ির লাভক্ষতি কী হল। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, 'প্রথমে দেখতে হবে নাম পরিবর্তন হলে আমাদের জলপাইগুড়ি রোডে নতুন ট্রেনের স্টপ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাড়তি সুবিধে হল কি না। যদি এমনটা হয় যে এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি হওয়ার মানে সেটিকে রেলমন্ত্রক থেকে দার্জিলিং জেলা স্টেশন হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসেবে রোড স্টেশনকে ধরা হচ্ছে, তাহলে আশা করব এখানে ট্রেনের স্টপও বাড়বে। সেক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনে কোনও সমস্যা নেই। আমাদের দাবি থাকবে নাম পরিবর্তন হোক, কিন্তু জলপাইগুড়ি স্টেশনে রাজধানী সহ সমস্ত ট্রেনের স্টপ দিতে হবে।'

এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবির বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জলপাইগুড়ি সংগ্রামী মঞ্চ। জলপাইগুড়ি জেলার অংশের কোনও সরকারি সম্পত্তির নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হলে আবার সার্কিট বেঞ্চের ধাঁচে আন্দোলন শুরু হবে বলে মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক আইনজীবী গৌতম পাল জানিয়েছেন।

এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে শিলিগুড়ি করার দাবি উঠতেই ফের জেলার অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন অনেকেই। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা কল্লোল বিশ্বাস বলেন, 'দেখতে হবে নাম পরিবর্তনের আড়ালে জেলার অঙ্গচ্ছেদ না হয়। এরপর যেন দাবি করা না হয় এনজেপি স্টেশনকে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।'

- নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে জেলার অঙ্গচ্ছেদের চেষ্টা হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
- নাম পরিবর্তন হলে জলপাইগুড়ি স্টেশনে রাজধানী সহ সমস্ত ট্রেনের স্টপ দেওয়ার দাবি
- তবে এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে সংঘাত চাইছে না জলপাইগুড়ি

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৭/২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৪০/২৫/০৬৩৪/ওটি/২০৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিটিএফই টাইপ নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ রেভ–১ অনুযায়ী, এ অ্যান্ড সি স্লিপ নং–১ সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৪৪, শট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ—৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য (ii) পরিমাণ—৪ সেট, কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহারের জন্য পি.এল. নং—৪৬১২০১৭৮।

ক্রম.নং.: ২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১৮৪৫ই/ওটি/২১০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএমইউ হুইলের জন্য বেয়ারিং ব্যতীত সাসপেনশন টিউব ও ফিটিংস—মোট ১০টি আইটেম, সিজিএল ডিআরজি নং সিজিএম/১০৬০০১ রেভ–২ অথবা সর্বশেষ / বিএইচইএল ড্রইং নং ০৪৪৬১৫৯৯০১৫, রেভ–০০ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী।(১) সাসপেনশন টিউব: সিজিএম/১০৬৮০১ রেভ–৮ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ০৪৪৬১৫৯৯০১১ অনুযায়ী — ০১টি, (২) বেয়ারিং হাউজিং: সিজিএম/২০৬৮০৩ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩২ অনুযায়ী — ০১টি, (৩) অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াশার: সিজিএম/২০৬৮০৫ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩৩ অনুযায়ী — ০১টি, (৪) এন্ড কভার (আরডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০৬ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩০ অনুযায়ী — ০১টি, (৫) এন্ড কভার (জিডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০২ রেভ–২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩১ অনুযায়ী — ০১টি, (৬) অ্যাবাটমেন্ট পিস: সিজিএম/২০৬৮০৪ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৮ অনুযায়ী — ০১টি, (৭) এনক্লোজার: সিজিএম/২০৬৮০১ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৯ অনুযায়ী — ০১টি, (৮) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১০ × ৩০: সিজিএম/৪২২০১ রেভ–০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০১ অনুযায়ী — ০৬টি, (৯) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১২ × ৭০: সিজিএম/৪২২০২ (আইটেম নং–২) রেভ–২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০৩ (আইটেম–০০১) অনুযায়ী — ১৬টি, (১০) গ্রিজ নিপল: সিজিএম/৪২২০৩ রেভ–১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৩৪৩৯৪০২৮০০৩ অনুযায়ী — ০২টি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৮০ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং—৩১৯৩৩৯১৯।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৬এ/ওটি/২১১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ কেজি ইউআইসি /৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো-সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী; আইআরএস-টি-৩১-২০২১ (আইআরএস-টি-৩১-২০২১) স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ সংশোধনীসহ; অল্টারনেটিভ নং–২ অনুযায়ী, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ পরিবর্তনসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ৩০,০০,০০০টি, ডিওয়াই সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২০,০০,০০০টি, ডেপুটি সিএমএম/পান্ডু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০২৮।

ক্রম. নং.: ৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫৩০০/ওটি/২১২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ গুয়াহাটি ওয়াগন ডিপোর জন্য অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)—এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় জনবলসহ, টার্নকি ভিত্তিতে। স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিধি: সংযুক্ত অ্যানেক্সার–এ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬০১২২। (২) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬। (৩) বঙাইগাঁও, ডাংতাল ও মালিগাঁও থেকে চলাচলকারী ট্রেনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সি অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপো, নিউ বঙাইগাঁও–এ অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় কর্মী সহ, টার্নকি ভিত্তিতে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০০০৫৮। (৪) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০।

ক্রম. নং.: ৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০৪/ওটি/২১৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন –এর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং, ডিএসএল সহ; শিডিউল–IV অনুযায়ী স্পেয়ারস, শিডিউল–I অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস; শিডিউল–V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং সহগামী আনুষঙ্গিক হিসেবে পণ্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্সেসরি সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৩০৭২১। (২) সেকশন–V এর ধারা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি–এর ব্যয়। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৬, (৩) ওয়ারেন্টি সময়কালের ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: পরিষেবা (অত্যাবশ্যক পরিষেবা)] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৭। (৪) শিডিউল–IV অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইটেমের ব্রেক-আপ এবং শিডিউল–I-এ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ (যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যক স্পেয়ার)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৮।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
BAJAJ FINSERV | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank

ONIDA
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

Godrej
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33490*

VOLTAS
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*

Haier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

LLOYD
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

Carrier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

HITACHI
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

LG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 40990*

IFB
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Whirlpool
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

BLUE STAR
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

MITSUBISHI ELECTRIC
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Panasonic
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

SAMSUNG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

75 QLED ₹ 55,990*

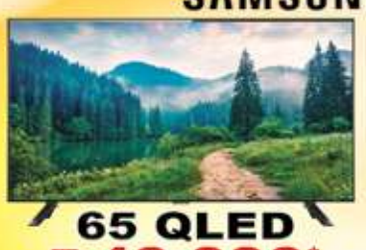
65 QLED ₹ 40,990*

55 4K Google TV ₹ 25,990*

43 SMART ₹ 14,990*

32 SMART ₹ 7,990*

24 ₹ 5,990*

IFB 187 L ₹ 14990*
Godrej 184 L ₹ 15490*
Haier 185 L ₹ 15490*
Godrej 238 L ₹ 21490*
LG 242 L ₹ 22990*
Haier 240 L ₹ 23990*
Godrej 330 L ₹ 33990*
LG 308 L ₹ 28990*
Haier 300 L ₹ 30490*
Godrej 600 L ₹ 70990*
LG 650 L ₹ 75190*
FREE PHILIPS MIXER GRINDER / FREE MICROWAVE — COST PRICE

Haier 7 KG ₹ 15290*
Godrej 7 KG ₹ 15990*
BOSCH 7 KG ₹ 17990*
LG 8 KG ₹ 18690*
IFB 6.5 KG ₹ 18490*
LG 7 KG ₹ 26990*
Godrej 7 KG ₹ 26990*
LG 9 KG ₹ 32990*
IFB 7 KG ₹ 31490*
BOSCH 7 KG ₹ 33490*
FREE IRON — COST PRICE

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback On EMI
SAMSUNG S 25(12/256) Cost Price 70990*
vivo X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback
oppo Reno15 (8/256) Cost Price 41999* Including Cashback
FREE NECK BAND Worth Rs. 1149/- With Every Mobile
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:
SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

ইগো ডোবাল রবিকে

উন্নয়নে উদয়নের হাত ধরতে চান দিলীপ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ জানুয়ারি : হাতের কাছেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রয়েছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহার শহরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারতেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু শুধুমাত্র 'ইগোর' কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে কোচবিহার পুরসভা কোনও প্রকল্পের প্রস্তাব জানায়নি বলে অভিযোগ। কাউন্সিলারদের অনুরোধে শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ হলেও পুরসভার তরফে কোনও আবেদন জমা পড়েছে কি না তা মনে করতে পারছেন না মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও ওই অভিযোগ মানতে নারাজ প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক রেখে তাঁর পূর্বসূরি যে ভুল করেছিলেন তা বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছেন নয়া চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। সেই কারণে উদয়নের সঙ্গে পুরসভার সুসম্পর্ক তৈরি করে শহরের বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। দিলীপের কথায়, 'শহরের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠানো হবে। আমাদের জেলাতে যখন একজন মন্ত্রী রয়েছেন, তাই সেখান থেকে যতটা বেশি সম্ভব উন্নয়ন করে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

কাউন্সিলারদের সঙ্গে নতুন চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। -ফাইল চিত্র

কোচবিহারের রাজনীতিতে উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ এর আগে প্রকাশ্যেই উদয়নের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সেই দ্বন্দ্বের কারণেই পুরসভার তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কোনও কাজের প্রস্তাব জমা পড়েনি। যদিও উদয়নের দাবি, 'পুরসভার কাছ থেকে সেভাবে কাজের কোনও আবেদন না পেলেও কোচবিহার শহরের উন্নয়নে অনেক কাজ করা হয়েছে। কোচবিহার শহরের বড় কাজগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নাগরিক পরিষেবার জন্যই ১৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পুরসভা নতুন করে আবেদন জানালে সেই কাজও করা হবে।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মন্ত্রীর দাবি মানতে চাননি। প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, 'এর আগে শহরের মিনি বাসস্ট্যান্ড সংস্কার, আর্ট গ্যালারি তৈরি, ভবানীগঞ্জ বাজার সংস্কার করা সহ প্রচুর কাজের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজগুলি হয়নি।' স্বাভাবিকভাবেই রবি-উদয়নের এই তর্জা নিয়ে ফের রাজনৈতিক মহল সরগরম।

গত নির্বাচনে কোচবিহার শহরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে ছিল। নির্বাচনের পরই তৃণমূল এবার শহরে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে তৃণমূল রণকৌশল তৈরি করে ফেলেছে। দিলীপ জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ৫০০ পথবাতি সহ নানা প্রকল্পের আবেদন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানানো হবে।

সরস্বতীপুজোর আগে মনমরা পড়ুয়ারা

গঙ্গায় বিলীন আনন্দ

আজাদ

মানিকচক, ২২ জানুয়ারি : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর তিন সহধর্মিণী ছিলেন। সরস্বতী গঙ্গাকে ঈর্ষা করতেন। একসময় তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যে নদী হয়ে যাওয়ার শাপ দেন। গঙ্গা বোধহয় সেই অভিশাপেরই বদলা নিয়েছেন মানিকচকে। সেখানে নদীর গ্রাসে একের পর এক স্কুল। কোনও কোনও স্কুলের অস্তিত্বই নেই, সেখানকার পড়ুয়ারা অঞ্জলি দেয় অন্য স্কুলে। আবার কোনও কোনও স্কুলে এবছরই শেষ পুজো, কারণ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নদী।

আসলে ভাঙনের ঠেলায় শুধুমাত্র ভিটেমাটি হারিয়ে সাধারণ মানুষের যাযাবর দশা হয়নি, যাযাবর দশা মা সরস্বতীরও। গত বন্যায় গোটা গ্রাম সহ কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের ঠাঁই হয়েছে পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে। প্রশাসনিক উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগে ভবনহীন কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ক্লাস হয়। তবে পড়ুয়া কচিকাঁচাদের ঠাঁই মিললেও আলাদা করে মা সরস্বতীর ঠাঁই মেলেনি আশ্রয়দাতা নতুন ভবনে। আগে তো নিজেদের স্কুল নিজেদের মতো করে তারা পুজো করত। এবার 'আশ্রয়দাতা' স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পুজো করছে। তাই মনমরা ভবনহীন কালুটোনটোলার ছাত্রছাত্রীরা।

গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যেতে পারে এই স্কুলটিও। আশঙ্কা তেমনই।

তবে শুধু কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, এই একই দশার স্বাদের অপেক্ষায় পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ভবনের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয় ভবন ঘেঁষে বইছে গঙ্গা। হয়তো আগামী মরশুমে আর এই বিদ্যালয় ভবনের দেখা মিলবে না। তাই শেষবারের পুজো বলে বেশ ধুমধাম করে সরস্বতীপুজো উদযাপনে ব্যস্ত ভাট্টা কার্তিকটোলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

গত বছরের অগাস্ট মাসে গঙ্গাভাঙনে গোটা গ্রাম সহ তলিয়ে যায় কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই বিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাদের পঠনপাঠনের সময়সূচি বেঁধে দেওয়া হয়। স্কুল ভবন হারিয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২ জনে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ৬। প্রচণ্ড শীতে সাতসকালে পঠনপাঠনে প্রচণ্ড অসুবিধা হলেও সবকিছুই একরকম চলছিল। তবে সরস্বতীপুজো নিয়ে কেমন যেন সবার মন খারাপ সকলের। স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুটি স্কুলের পড়ুয়ারা মিলিতভাবে এবার একটি পুজো করবে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্কুলের পুজো নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে দেখা গেল সোনা মাহাতো, ওম মাহাতোদের। গতবার পুজোয় কেমন আনন্দ হয়েছিল, তাদের দেওয়া আলপনা কীভাবে ছোট ভাই নষ্ট করে দিয়েছিল, কে নিজের কাঁধে নিয়ে মা সরস্বতী বিসর্জন করতে গিয়েছিল- এসবই ছিল বৃহস্পতিবার তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনও নেই, নিজস্ব পুজোও আর নেই। পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও পুজো এখনও আছে। সামনের বছর কি আর থাকবে? সেটাই আলোচনার বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা তো একপ্রকার ধরেই নিয়েছেন যে, এবারই স্কুল ভবনে শেষ পুজো। তাই শেষবারের মতো জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। পুজোর দিনই ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সেই স্কুলের সহ শিক্ষক অনিমেষ মণ্ডল বললেন, 'ইতিমধ্যেই স্কুলের কিছু অংশ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। হয়তো আগামী ভাঙন মরশুমে আর এই ভবন থাকবে না। তাই হয়তো এই ভবনে এবারই আমাদের শেষ পুজো। আর শেষ পুজো বলেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সকলের উদ্যোগে এই পুজোটাকে একটু আলাদা রকমভাবে পালনের চেষ্টা করছি। যাতে এই স্কুল ভবনে শেষ পুজো সকলের মনে থাকে।'

অবশেষে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল বিশালাকার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পূর্ণ অবয়ব। তথ্য : অভিজিৎ ঘোষ।

'বাদ' পড়বে আমিষ?

প্রথম পাতার পর

বেছে নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা আসলে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয়। এদিকে, এতসব কাণ্ড হয়ে গেলেও রেল কিন্তু কোনও ঘোষণা করেনি বা বিবৃতিও দেয়নি। এমনকি বন্দে ভারত স্লিপারে 'সাত্ত্বিক অনুশাসন' রাজনৈতিক তর্জা শুরু হলেও রেলকর্তারা 'স্পিকটি নট'। তাহলে কি চুপিসারেই দেশের সব বন্দে ভারতকে 'শাকাহারি' করে তোলার চেষ্টা চলছে, প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলির মতে, কৌশলে হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা বা ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই রেল মেনু থেকে মাছ-মাংস-ডিম বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথা, 'মাছেভাতে বাঙালির ওপর রোলার চালাতে চাইছে বিজেপি। এটাই এখন বিজেপির অ্যাজেন্ডা।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের মতে, 'ভারতবর্ষ বহুত্ববাদের দেশ। এই দেশে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিজেপির এই কৌশলের পেছনে রয়েছে হিন্দুবাদকে চাপিয়ে দেওয়া।' প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ঘটনা জানার পর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য পরে ফোন করবেন বললেও আর সাড়া দেননি। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও খুব সতর্ক। সব শোনার পর তাঁর বক্তব্য, 'সরকারিভাবে নির্দেশিকা আসেনি। তাই মন্তব্য করব না।' এদিকে, ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবারই বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। যাত্রীদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও মাঝপথে বিঁধল 'খাবার-কাঁটা'। চলন্ত ট্রেনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রিমিয়াম ট্রেনটির যাত্রীদের একাংশ। বিজ্ঞাপনি ঢক্কানিনাদের মোড়কে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা কামাখ্যা থেকে সওয়ার হয়েছিলেন, এক কাপ চা না মেলায় হতাশ তাঁরা। শুধু তাই নয়, রাতে মিলেছে ঠান্ডা খাবার। এমনকি ঘোষিত মেনু ও বাস্তবের প্রাপ্তিতেও আকাশ-পাতাল ফারাক। যথারীতি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছেন অনেকেই। তাঁদের প্রশ্ন, কড়ায়গন্ডায় যখন বাড়তি টাকা গুনে নেওয়া হচ্ছে, তখন কেন এমন পরিষেবার মান?

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তা সৌভিক সরকার বললেন, 'কলকাতা থেকে অসমে এসেছিলাম শুধুমাত্র ট্রেনটির প্রথম যাত্রার সাক্ষী হতে। কিন্তু বলতে আপত্তি নেই, মোহভঙ্গ হয়েছে। খিচুড়ির সঙ্গে আমরা যে ধরনের লাবড়া খাই, তরকারি হিসেবে তা দেওয়া হয়েছে। আমি তো তাও এক টুকরো ফুলকপি পেয়েছি, অনেকের তাও ভাগ্যে জোটেনি। প্রতিটি খাবারই ছিল ঠান্ডা।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা।' প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় যাত্রীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ কর্তারা, যা দেখে আপ্লুত হন সিংহভাগ যাত্রী। কিন্তু তাঁদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। ট্রেনটির যাত্রা শুরু হতে হাতে জলের বোতল পেয়ে অনেকেই গলা ভিজিয়ে নিয়েছিলেন চা পানের আশায়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও সঙ্গে বিস্কুট তো দূরের কথা, চা-কফিও মেলেনি। যা নিয়ে ফিশফাশ চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই, তা ক্ষোভে পরিণত হয় রাতের খাবারের প্যাকেট হাতে ওঠার পর। রেলের তরফে জানানো হয়েছিল, কামাখ্যা থেকে হাওড়াগামী ট্রেনটিতে দেওয়া হবে অসমের সুগন্ধি জোহা ভাত, মাটি মাহুর ডালি, মশুর ডালি, মরশুমি সবজি ভাজা ও নারকেলের বরফি।

কিন্তু যাত্রীদের অভিজ্ঞতা, অল্প পরিমাণ ঠান্ডা ভাতের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে লাবড়া জাতীয় একটি তরকারি, ভাজা সবজি এবং সাধারণ মানের ডাল। খাবারের মান নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বহরমপুরের শঙ্খশুভ্র দত্ত। তিনি বললেন, 'এক কাপ চা কিনে যে খাব, আইআরসিটিসির সেই ব্যবস্থাও নেই ট্রেনটিতে।' সবে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু তা বোঝালেন রেলপ্রেমী সুভদ্র দত্ত। তাঁর কথায়, 'এটা ঠিকই, কোনও বন্দে ভারতেই নন ভেজ ফুড অপশন দেখাচ্ছে না। রাজধানী বা অন্য ট্রেনগুলিতে কিন্তু দিব্যি আছে। ফলে এটা যে যান্ত্রিক কোনও সমস্যা নয়, তা স্পষ্ট। রেল সিদ্ধান্ত না বদলালে প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে।' একই কথা বলছেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর খোঁচা, 'কোনও সরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন বা তার চেষ্টাও করতে পারে না। তা সংবিধান বিরোধী।'

দুই ফুলের টানাটানি

মন্ত্রিত্বের আশ্বাসে পদ্মেও রাজি স্বপ্না

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : মন্ত্রিত্বের আশ্বাস না পেলে প্রার্থী হবেন না স্বপ্না। কোন দল তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, তা নিয়ে এখন দরদাম করছেন এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট। স্বপ্নার বক্তব্য, 'আমি অনেক খেলেছি। এখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। মানুষের জন্য ভালো কাজ করার জন্য মন্ত্রী হওয়া খুব দরকার।'

তৃণমূলের পর স্বপ্নাকে প্রার্থী করার জন্য বাজিয়ে দেখছে বিজেপি। গত রবিবার স্বপ্নার কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দুই দূত সহ কয়েকজন। সে খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই গেরুয়া শিবিরের জেলা ও ব্লক স্তরের কয়েকজন নেতা স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তৃণমূলের পর বিজেপি থেকেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সেকথা স্বপ্না নিজেও স্বীকার করেছেন। তবে দরকষাকষিতে আপাতত স্বপ্না তৃণমূলের দিকেই কিছুটা ঝুঁকে। বিজেপি অবশ্য তাঁর রেলের চাকরিকে তাস হিসাবে খেলতে চাইছে।

বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমজনতার পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য রাজবংশী মুখকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে বারবার। এই কৌশল বিগত দিনে অনেক আসনেই তাদের ভোট বৈতরণি পার করে দিয়েছে। স্বপ্নাকে প্রার্থী করার পিছনেও সেই অঙ্কই কাজ করছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের ঘুঁটি এত সহজে পাকা হতে দিতে রাজি নয়। তাই সোমবারই স্বপ্নার বাড়িতে যান বিজেপির চার নেতা। তবে, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে স্বপ্নার দাবি তাঁরা দলের ওপরমহলে জানাবেন বলে ফিরে এসেছেন।

বিজেপির শিলিগুড়ি জোনের ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'স্বপ্না বর্মন আমাদের ঘরের মেয়ে। আমি স্বপ্নাকে অনুরোধ করব, তৃণমূলের মতো চোরেদের দলে যেন না যান।' তবে এবার উত্তরবঙ্গে রাজবংশী অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির প্রার্থীতালিকায় চমকের পর চমক অপেক্ষা করছে বলে বাপি জানিয়েছেন।

এদিকে, স্বপ্নার কাছে তৃণমূল প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, এই

নিজের বাড়িতে স্বপ্না বর্মন।

খবর জানাজানির পরই ক্রীড়াজগৎ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে ফোন আসছে স্বপ্নার কাছে। স্বপ্নার পক্ষে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন।

তবে রাজনৈতিক দলগুলির দড়ি টানাটানির মধ্যে স্বপ্না যেন নিজের মন্ত্রিত্বের দাবি থেকে সরে না আসেন সেই কথাও অনেকে বলেছেন।

দুই শিবির থেকেই প্রস্তাব আসায় স্বপ্না কিছুটা ফাঁপরে পড়েছেন। তিনি রেলে কর্মরত। তৃণমূলের প্রার্থী হলে পরিস্থিতির চাপে তাঁকে রেলের চাকরি হারাতে হতে পারে, এমনটাও আশঙ্কা করছেন স্বপ্না। এই অবস্থায় তিনি দরদাম করে কোন নৌকায় পা রাখেন, তা দেখার অপেক্ষায় জলপাইগুড়ি।

সাজা ঘোষণা

কিশনগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার চোলাই তৈরি ও বিক্রির দায়ে মহম্মদ আফজল (৩০) নামে এক তরুণকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করল কিশনগঞ্জের বিশেষ আবগারি আদালত। স্থানীয় তেঘরিয়া মহল্লার বাসিন্দা আফজল। সরকারি আইনজীবী সুরেনপ্রসাদ সাহা বলেন, '২০১৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ আফজলকে গ্রেপ্তার করে। সেই মামলায় আদালত এই রায় দিয়েছে।' রায়ের পর এদিন আফজলকে কিশনগঞ্জ সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

গোরু উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের মাফিটোলার নেপাল সীমান্ত এলাকায় এসএসবি জওয়ানরা বুধবার রাতে চারটি গোরু উদ্ধার করেছেন। যদিও অন্ধকারের সুযোগে পাচারকারীরা নেপালে পালিয়ে যায়। গোরুগুলি নেপাল থেকে কিশনগঞ্জের টেরাগছ এলাকায় পাচার করা হচ্ছিল বলে খবর। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে পশু চিকিৎসক ও এসএসবি জওয়ানরা সীমান্তের ফুলবাড়ি গ্রামে পশু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে।

ফের ত্রাস কেজিএফ

প্রথম পাতার পর

এদিকে, সেবক রোডে রেডিমেড দোকান বসানোর কারবার প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সক্রিয় হয় ভক্তিনগর থানা। পুলিশের তরফে কোথায় কোথায় এধরনের দোকান বসানো হয়েছে, সেটা সরেজমিনে দেখা হয়। দোকানে বসা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তথ্য বের করার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা। যদিও এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, ওই দুষ্কৃতীদের তরফেও বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছে বলে খবর। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) বলেছেন, 'ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।'

বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই গ্যাং সদস্যদের দুই মাথা আশিঘর এলাকার। সম্পর্কে তাঁরা দাদা-ভাই। চক্রে রয়েছে এনজেপি সহ সেবক রোড, শালুগাড়া এলাকার কয়েকজন। রিকভারি এজেন্টের ট্যাগ লাগিয়ে কীভাবে চলছে চক্র? সম্প্রতি এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছিলেন আদর্শনগর এলাকার বাসিন্দা বিক্রমাদিত্য মণ্ডল। তিনি বলছিলেন, 'চেকপোস্ট দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই চারজন আমার বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা জানায়, আমার ইএমআই বাকি রয়েছে। আমি অনেকদিন টাকা মেটাইনি। আরও দুজন নিজেদের অফিসার পরিচয় দিয়ে সামনে চলে আসে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলি, আমার কোনও ইএমআই বাকি নেই। বিষয়টা অন্যরকম হচ্ছে বুঝতে পেরে, ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের এক কর্তাকে ফোন করার সঙ্গেই ওরা সরে যায়।' একই অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দা ধীরেন দাস। তিনি বলেন, 'ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই চারজন বাইকের সামনে চলে আসে। তারা জানায় আমার বাইকের ইএমআই বাকি রয়েছে। এরপরই তারা বলে, বাইক নিয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ওই সময় পুলিশের একটি ভ্যান যেতে দেখেই ওরা সরে যায়। সত্যি কথা বলতে ঝামেলার মধ্যে কে আর পড়তে চায়, তাই আর পুলিশের কাছে যাইনি।'

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

প্রথম পাতার পর

অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরের স্টেশন ভালুকায় নামতে হবে। সেদিন এমনই যাত্রীদের দেখলাম দিশেহারা।

দু'দিন পরে বারসই স্টেশনে কাটিহার-রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার থামল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। অনেক যাত্রীকেই দেখা গেল বিভ্রান্ত। কী করে মূল শহরের দিকে যাবেন। একটাই ওভারব্রিজ, সেটা একেবারে পেছনে। মাঝে একটা ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কবে হবে শেষ ঠিক নেই।

প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারতের স্লিপার ক্লাস উদ্বোধন করতে মালদা এসেছিলেন বলে ওই ডিভিশনের অধিকাংশ স্টেশন সেদিন আলোয় আলোয় সাজানো। মঞ্চও বিশাল। যেন প্রধানমন্ত্রী ওই স্টেশনেই আসছেন, এমন হাবভাব। মালদা স্টেশনে তো প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালগুলোতে কী সুন্দর সুন্দর ছবি! অথচ অনেক ছোট স্টেশনেই মোদির ওয়ান স্টপ শপগুলো ভেঙেচুরে পড়ে আছে।

প্রশ্ন উঠবে, বন্দে ভারত দিয়ে ঢাক বাজানোর মাঝে রেলের অন্য প্রকল্পগুলো কী দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে! কীরকম দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে এককালের দুর্দান্ত ট্রেনগুলোর। শতাব্দী, রাজধানী, দুরন্ত, জনশতাব্দী-- সবাই আজ অনেক পিছনে। তাদের দিকে তাকানোর আর লোক নেই। ওই ট্রেনগুলোর কামরার দুরবস্থা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

বুধবার হাওড়া স্টেশনে কী ধুন্ধুমার হাওড়া-এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার মুখে আরপিএফ গিয়ে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিল। সবাই নামতে বাধ্য হলেন মালপত্র নিয়ে। দু'ঘণ্টা পরে ছাড়ল শতাব্দী। কী ব্যাপার, না একটা কোচে সমস্যা থাকায় সেটাকে ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে হয়। ভাবুন কাণ্ড! ওদিকে অমৃত এক্সপ্রেস, অমৃত প্রকল্প হচ্ছে, আর এদিকে বিষ!

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ৪৮ ট্রেন বাতিল করেছে রেল। কুয়াশার জন্য। ওদিকে বন্দে ভারত বাড়ছে। সেখানে কুয়াশার সমস্যা নেই। কুয়াশায় ট্রেন চালানোর জন্য বিশেষ যন্ত্র কেনায় তো খরচ করা যেত। তখন শুনি রেলের টাকা নেই। অমৃত ভারত প্রকল্পের এত টাকা কোথায় যায়?

উত্তরবঙ্গের অনেক ছোট ছোট স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প ঘোষণা করে মানুষকে অনেক আশাবাদী করে তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কাজ এমন ঢিলেঢালা হচ্ছে যে যন্ত্রণাই বাড়ছে শুধু। কতদিন ধরে স্টেশনে ভাঙচুর হবে, কেউ জানে না। অনেক স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সামান্য অংশ প্লাস্টারিং হয়েছে, বাকি সব ভাঙাচোরা। হাঁটা মুশকিল। বড় বড় ওভারব্রিজ হয়েছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ। লিফট হয়নি। এনজেপি স্টেশনেই যেখানে কাজকর্ম শামুকের গতিতে চলছে, তখন অন্য ছোট স্টেশনের বেহাল দশা তো বুঝতেই পারছেন।

বন্দে ভারত বন্দে ভারত করতে করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলমন্ত্রক ওপরের আলোটুকু দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারে পড়ে থাকছে বিশাল অংশ। যা আসলে বন্দে অব্যবস্থা এক্সপ্রেস।

ভেবে দেখুন এককালে উত্তরবঙ্গের সেরা দুটি ট্রেন দার্জিলিং মেল এবং কামরূপ এক্সপ্রেসের কী দুরবস্থা! গোটা দেশে তাকালে এমন বহু ট্রেন দেখা যাবে, যা অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন আর নেই। নিজের দলের সাংসদ, বিধায়কদের অনুরোধ রাখতে অনেক স্টেশনে স্টপ হচ্ছে, যে স্টেশনে টিকিট কাটার যাত্রীই হয় না। ভোট হয়ে গেলে স্টপ বাতিল অনিবার্য। এই করতে করতে সেই ট্রেনগুলোর মহিমাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নতুন ট্রেন আসবে বলে পুরোনো ট্রেনগুলোর মহিমা নষ্ট করার অধিকার কি কেন্দ্রের রয়েছে? ছ'বছর আগের মার্চে বয়স্ক নাগরিকদের টিকিটের ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ম ফেরানো হয়নি আর। বয়স্ক মানুষেরা কেন বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস নিয়ে উদ্দীপ্ত হবেন? তাঁদের তো কপাল মন্দই করে রেখেছে ভারতীয় রেল।

পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ করেছিল, অন্তত স্লিপার এবং এসি থ্রি-টিয়ার ক্লাসের জন্য সিনিয়ার নাগরিকদের টিকিটে ছাড় দেওয়া হোক। সেটা মানেনি রেল। কোভিড প্যান্ডেমিক ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে অনেক স্বপ্ন। রেলের সিনিয়ারদের স্বপ্নও ছারখার।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে খারাপ দিকের মধ্যে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়, পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত অভাব, নিরাপত্তার অভাব, খাবারের খারাপ মান। এইগুলো কিন্তু একেবারেই দূর হয়নি। আজও রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে প্রচুর যাত্রী ঢুকে পড়েন রিজার্ভেশন ছাড়াই। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ বহু যুগ ধরে এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ দেখা যায় কলকাতা-মুম্বই-দিল্লি-চেন্নাইয়ের মতো বড় স্টেশনের অনেক ট্রেনেই। নিত্যযাত্রীদের দাপট কমাতে পারেনি কেন্দ্র। বাড়তি কোনও চেষ্টাই দেখা যায়নি রেলমন্ত্রকের।

শুধু বন্দে ভারত বন্দে ভারত না করে এসবের দিকে নজর দিলে কাজে লাগত। দরকার ছিল পুরোনো ট্রেনগুলোকে নতুন লুক দেওয়া। সেটাও হয়নি। হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটার কথাই ধরা হোক উদাহরণ হিসেবে। গাড়িটার কামরাগুলোর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। কারও মাথাব্যথা নেই। সাংসদদেরও নয়। নইলে নতুন ট্রেনের দাবির পাশাপাশি এই দাবিগুলো তুলতেন তাঁরা।

দূরপাল্লার ট্রেনে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট একটা মাথাব্যথার কারণ। এত নোংরা চারদিক। ঠিক একই অবস্থা এসি কোচগুলোর বেডরোলের, স্টেশনের টয়লেটগুলোর। বন্দে ভারতের খাবার নিয়ে প্রচুর ধন্য ধন্য করলেন রেলের ভাড়া করা ব্লগার ও ভ্লগাররা। বাস্তব হল, বহুদিন ধরে একই রকম খাবার মেলে বন্দে ভারতে। কোনও বৈচিত্র্য নেই। এবং বন্দে ভারতের কর্মীদের এত কম টাকা বেতন দিয়ে রাখে আইআরসিটিসি, তাঁদের লজ্জার মাথা খেয়ে প্রত্যেক দিন টিপস তুলতে হয়। রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুম। সারাদিন যাতায়াতেই চলে যায়। এত পরিশ্রমের ফলে অনেককেই দেখা যায় মাঝপথে কোনওমতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁদের তো বটেই, বন্দে ভারতে টিকিট পরীক্ষকদেরও বসার জায়গা থাকে না। সিট ফাঁকা থাকলে ঠিক আছে, নইলে অনেক সময় দুই কামরার মাঝে প্যাকেটের ওপরে তাঁদের বসে থাকতে হয়। এই তো বন্দে ভারত!

ভারতীয় রেলের অধিকাংশ ট্রেনে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উপচে পড়ে ভিড়ে। অধিকাংশ স্টেশনেই লিফট বা এসকালেটার না থাকায় বয়স্করা পড়েন বিপদে। অনেক জায়গাতেই চলে সমাজবিরোধীদের দাপট। তৎকাল টিকিট চালু হওয়ার পর এজেন্টের দাপট এখনও কমেনি। কী করে তারা সাধারণ যাত্রীদের আগে টিকিট পেয়ে যায় এটা একটা প্রশ্ন। প্রিমিয়াম তৎকালে ব্যবসার জন্য প্রচুর টিকিট ফাঁকা পড়ে থাকে, অথচ যাত্রীরা টিকিট পান না। ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে লোয়ার বার্থ দিতে পারে, এমনি গেলে বয়স্করাও নাও পেতে পারেন।

রেলে যেমন অফিসারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আজও চলে, সময় এখনও কুখ্যাতই রয়ে গিয়েছে। এত বন্দে ভারত নিয়ে ঢাক পেটায় সরকার, তার সময় কমানোর দিকে কোনও নজর নেই। এনজেপি-হাওড়া বন্দে ভারতের যাত্রাপথ আরও অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট কমানো যায়। কারও সে ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। ১১০ থেকে নেমে মাঝে মাঝে ২৮ কিলোমিটার স্পিডে চলে বন্দে ভারত। এতটাই বাড়তি সময় দেওয়া। শতাব্দীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ওই যে বন্দে ভারত, বন্দে ভারত করে ওই সাদা-কমলা বিদ্যুৎকে ভোটে কাজে লাগানোর খেলা চলবে!

২ শ্রমিকের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর ও করণদিঘি, ২২ জানুয়ারি : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের এক শ্রমিকের ভিনরাজ্যে রহস্যমৃত্যু ঘটল। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর রেললাইনের ধারের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই শ্রমিককে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে অথই জলে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে স্ত্রীর। ঘটনার পর প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধিরা কেউই পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহও ফিরেছে এদিন।

মৃতের নাম আলমগির আলম (২৯)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ বাজারে। চেন্নাইতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন আলমগির। নয়দিন আগে আরেকটি কাজের জন্য হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ট্রেনে ওঠার আগে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না। আশপাশে থাকা তাঁর সহকর্মীরা স্থানীয় থানাতেও জানান। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর চেন্নাইয়ের যে স্টেশন থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার জন্য তাঁর ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তার পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের ধারে জঙ্গল থেকে আলমগিরের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনওয়ারুল হক। তিনি কাজের খোঁজে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারে স্ত্রী সহ ৬ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে।

ঝড় তুলেছেন সানি দেওল

বর্ডার ২ এবারে ঝড় নিয়ে আসছে। প্রজাতন্ত্র দিবস ছয়লাপ হয়ে যাবে। ধুরন্ধর ঝড় এখনও সমানে চলছে। তার মধ্যে বর্ডার ২ সব ধুয়ে দিতে আসছে। অ্যাডভান্স টিকিট বুকিং-এর যে হিড়িক শুরু হয়েছে, এর আগে আর কোনও ছবিই তা দেখতে পায়নি। এর মধ্যেই প্রায় ৬০-৬৫ হাজার টিকিট বিক্রি শেষ। দশ কোটি টাকার বেশি বক্স অফিসে মজুত। ন্যাশনাল চেনগুলো তো দাপিয়ে ব্যবসা করছেই, কিন্তু স্থানীয় মাল্টিপ্লেক্সেও এই সিনেমার অগ্রিম বাজার দুর্দান্ত।

এর মধ্যে রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাতে বর্ডার ২ একেবারে দৌড়চ্ছে। গুজরাটে অবশ্য এখনও বলার মতো তেমন কিছু ফলাফল হয়নি। তবে গদর ২-র থেকে এই ছবির বাজার যে ভালো, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সানি দেওল, দিলজিত দোসাঞ্জ, অহন শেট্টির এই ছবি তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে না। শাহিদ কাপুরের একটা ছবি অবশ্য আসছে, তবে তা এই ছবিকে নাড়াতে পারবে বলে আশা নেই। এর আগে সানি দেওলের গদর ২ যেখানে ৫০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করেছিল, সেখানে বর্ডার ২-র ব্যবসা আরও বেশি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

একনজরে সেরা

কল্পনায় মাতৃত্ব

অনেক মহিলা অন্তঃস্বত্ত্বা না হয়েও মনে করেন তিনি সন্তানধারণ করেছেন—এই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ছবি করেছেন সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী, নাম ন মাস ন দিন এবং অন্তহীন। ছবিটি মুক্তি পাবে আমেরিকায়, কারণ পরিবেশক সেখানকার। বাংলা ছবির জগতে এই ঘটনা এই প্রথম। ভারতে কবে ছবিটির মুক্তি, পরিচালক ঠিক করেননি।

পর্দায় কালরাত্রি

মনোজ সেনের উপন্যাস কালরাত্রি নিয়ে ছবি করেছেন অভিরূপ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের এক গ্রাম, সেখানে দুই বন্ধু একজন যুক্তিবাদী, অন্যজনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল, সেখানকার অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হলে কী হয়, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, গৌরব চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, মীর প্রমুখ।

রুটিনমাফিক অমিতাভ

৬ দশকের কেরিয়ার, এখনও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং রুটিনে নড়চড় হয় না অমিতভ বচ্চনের। বক্তব্য তাঁর সহ অভিনেতা রাজ বুন্দেলার। তাঁর কথায়, তিনি শুটিং শেষ হলে বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ির লোকদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। শুনেছি, রাত আটটার পর ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের জন্য তঁর বাড়ির দরজাও বন্ধ থাকত।

টিভিতে মিমি

জনপ্রিয় লাখ টাকায় লক্ষ্মীলাভ ধারাবাহিকের প্রতি মাসে ফিনালে হয়। জানুয়ারির ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন মিমি চক্রবর্তী। মহিলাকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠান নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে দেখি, আমার মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। খুব ভালো লাগছে এই শো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে দেখে। শো-এর সচালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

নামল বিদ্যা

চলতি সপ্তাহে টিআরপি রেটিংয়ের প্রথমে এল পরশুরাম আজকের নায়ক। দ্বিতীয় প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। তৃতীয় পরিণীতা, চারে রাঙামতি তীরন্দাজ, পাঁচে তাকে ধরি ধরি মনে করি ও ও মোর দরদিয়া, ছয় চিরসখা, সাত আমাদের দাদামণি, আট জোয়ার ভাঁটা, নয়ে লক্ষ্মী ঝাঁপি, দশে বেশ করেছি প্রেম করেছি এবং চিরদিনই তুমি যে আমার।

ডুবতে বসেছেন প্রভাস

প্রভাসের ম্যাজিক তাহলে শেষ? বাহুবলি ধমাকা আর চলছে না। তাঁর রাধেশ্যাম চূড়ান্ত ব্যর্থ। আর এবার রাজাসাব। প্রভাসের আর কোনও ছবির বোধহয় এমন ভরাডুবি হয়নি।

মাত্র ২১-২২ কোটিতে খেলা গুটিয়ে গেল। অথচ ছবি তৈরি করতে বিরাট খরচা হয়েছে। তার ওপর প্রভাস আর সঞ্জয় দত্ত স্ক্রিনে। কিন্তু এই হরর কমেডির যে এই হাল হবে, কে জানত।

দর্শকরা শুরু থেকেই এই ছবির অত্যন্ত খারাপ রিভিউ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আর মাথাচাড়া দিতে পারেনি। আসলে যে ছবিগুলোতে প্রভাস ম্যাজিক দেখিয়েছেন, সেই ছবিতে অ্যাকশান ছিলই। সেইসঙ্গে গল্পের মধ্যে ধর্মীয় কাহিনিও ছিল। এই দুইয়ের প্রভাবেই ছবি বাম্পার হিট। তাহলে কি অন্য কোনও গল্পের সঙ্গে মানানসই নন প্রভাস? সে কথা অবশ্য সময় বলবে। আপাতত রাজাসাব-এর ভরাডুবি সামলানোটা কঠিন।

সরস্বতীর বর পেয়েছেন যাঁরা

সরস্বতী বিদ্যেবতী। বিদ্যাবুদ্ধিতে কম যান না তারকারাও। বলিউডের তেমনই কয়েকজনের সার্টিফিকেটে সরস্বতী পুজোর দিনে চোখ রাখল তারাদের কথা।

'বিগ বি'র বিজ্ঞান ও কলা নৈপুণ্য

এককথায় তিনি 'অসাধারণ'। জীবন্ত কিংবদন্তি। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়েও তিনি বেশ এগিয়ে। দিল্লির কিররি মাল কলেজ থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে দুই-দুটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

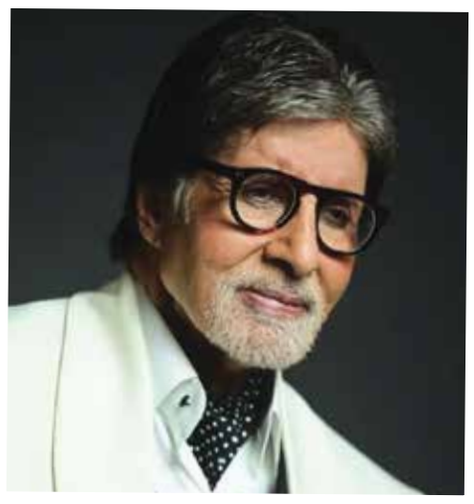

মাইক্রো কম্পিউটার ডিপ্লোমার কারিনা

প্রভাবশালী কাপুর পরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়া-লেখায় প্রথম সারিতে। অঙ্ক বাদে সব বিষয়েই ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। স্কুল পেরিয়ে দু-বছর বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে এক বছর আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ। সেইসঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রো কম্পিউটারের ওপর কোর্সও করেছেন পাতৌদির নবাব পরিবারের গৃহবধূ।

ঐশ্বর্য মেধা ও স্থাপত্য

প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। তবে শুধুমাত্র রূপেই তিনি এগিয়ে নেই, পাশোনাতেও তিনি তুখোড়। বোর্ড পরীক্ষায় নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঝোঁক ছিল জুলজি বিষয়ে। কিন্তু মুম্বাইয়ের রাহেজা কলেজ অব আর্টসে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরার পর পড়া-লেখার পর্বটা আর শেষ করতে পারেননি।

শাবানা চার বিষয়ে ডক্টরেট?

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিরল সাফল্যের অধিকারী তিনি। শাবানা আজমি। তাঁর মুকুটে রয়েছে তিন-তিনটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির পালক। সবশেষে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ডক্টরেট ডিগ্রির রঙিন পালক। চতুর্থবারের মতো সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত এ অভিনেত্রী। যুক্তরাজ্য, দিল্লি ও কলকাতার পর এবার কানাডা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন শাবানা আজমি। ১৯৭৩ সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন শাবানা আজমি। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের লিডস, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় তাঁকে।

এগিয়ে বিদ্যা

ভারতের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রির অধিকারী তিনি। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করেছেন বিদ্যা বালান।

অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সোনম

সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। অনিল কাপুরের কন্যা সিঙ্গাপুরের ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরে থিয়েটার অ্যান্ড আর্টস বিষয়েও দু-বছর উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডনে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সোনম কাপুর।

ফ্যাশন ডিজাইনার সোনাক্ষী

শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা সোনাক্ষী সিনহা। উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ে। মুম্বাইয়ের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বিদ্যালাভ করেছেন জনপ্রিয় এই তারকা অভিনেত্রী।

ভূগোলবিদ সোহা

সোহা আলি খান। নয়াদিল্লির দ্য ব্রিটিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তারপর যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলিওল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ভূগোল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

অর্থনীতির ছাত্র জন আব্রাহাম

বোম্বের স্কটিশচার্চ স্কুলে পড়াশোনা। তারপর জন আব্রাহাম ভর্তি হন জয় হিন্দ কলেজে। অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন জন।

ইলেকট্রনিক্সে মাধবনের ডিগ্রি

অভিনেতা ও টিভি সঞ্চালনার পাশাপাশি আর মাধবানের ঝুলিতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিকস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তিনি 'মহারাষ্ট্র বেস্ট ক্যাডেট' খেতাবও পেয়েছেন।

বাংলার আরও এক শিল্পীকে হেনস্তা

লগ্নজিতার পরে স্নিগ্ধজিত। সারেগামাপা-খ্যাত এই শিল্পী গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলাতেই গান গাইতে গিয়েছিলেন শিল্পী। আর সেখানেই হেনস্থার শিকার হন তিনি।

কী ঘটেছে স্নিগ্ধজিতের সঙ্গে? ঘটনার পরেও নিজের ক্ষোভ গোপন করতে পারছেন না শিল্পী। স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, মঞ্চের ঠিক নীচেই অপদস্থ করা হয় তাঁকে।

গান গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন স্নিগ্ধজিত। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাতে আসছিলেন তিনি। কয়েকজনের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। একটু এগিয়েছেন যেই, অমনি আচমকা কেউ জোরে ধাক্কা মারেন স্নিগ্ধজিতকে। বলেন, মঞ্চে ফিরে যেতে।

স্নিগ্ধজিত মঞ্চে ফিরে আসেন ঠিকই। কিন্তু ওপরে এসে বলেন যে, যিনি ধাক্কা মেরেছেন, তিনি স্নিগ্ধজিতের চেয়েও সিনিয়র। কথাটা ভালোভাবে বললেই তো সমস্যা মিটে যেত।

এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, এই রাজ্যে শিল্পীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়েও অপদস্থ হতে হচ্ছে। কেউ আবার বলছেন যে, স্নিগ্ধজিতকে হয়তো নিরাপত্তার খাতিরে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা তদন্ত না করলে বোঝা যাবে না।

১১৩ বছরের ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ তৈরিতে বনশালি

সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে দৌড়োচ্ছেন তিনি, তার মধ্যে ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচর মন্ত্রক সঞ্জয় লীলা বনশালিকে ভারতের ১১৩ বছরের সিনেমার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও সন্ধিক্ষণের মন্তাজ-ট্যাবলো বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এটি দেখানো হবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, প্রথমে তিনি এই সম্মান ফিরিয়েই দিচ্ছিলেন যাতে তাঁর ছবি থেকে মনঃসংযোগ সরে না যায়। তিনি সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে চান। তাঁর টিম তাঁকে পরিষ্কার জনিয়ে দেয় এই চ্যালেঞ্জ তাঁর নেওয়া উচিত। ভারতীয় সিনেমার মর্যাদাকে তুলে ধরার এই সুযোগ হারানো বোকামি হবে। ফলে গত দু মাস নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি ট্যাবলো তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই বলা হচ্ছে, ভারতীয় সিনেমার অতি প্রিয় মুহূর্তগুলো যেভাবে ট্যাবলোতে তিনি তুলে ধরেছেন, তা অসাধারণ। বনশালির নিজস্ব স্টাইলেই এটির নির্মাণ অবিস্মরণীয় হয়েছে।

৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের বর্ডার ২, শো পাচ্ছে কত?

প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহের ছুটির সুযোগ নিতে সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো সব শো বর্ডার ২-কে দিয়েছে। মাল্টিপ্লেক্সও পিছিয়ে নেই। চার থেকে সাতটি স্ক্রিনসমৃদ্ধ হলগুলো ১৪ থেকে ২০টি করে শো দিয়েছে ছবিকে। ছবির সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। এর ফলে অধিকাংশ হলে দুটো শো-এর মধ্যে ব্যবধান হবে ৪ ঘণ্টা। এমনকী ৩টি স্ক্রিন আছে এমন হল, সব শো দিচ্ছে বর্ডার ২-কে, অন্য ছবিকে শো দিচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, হলগুলো তাদের প্রতিদিনের শিডিয়্যুল ঢেলে সাজাচ্ছে এই ছবির জন্য। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা তো অভিনয়ে আছেনই, শোনা গিয়েছে সুনীল শেট্টি, কুলভূষণ খারবান্দা, অক্ষয় খান্নাও ছবিতে থাকবেন। নির্মাতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ছবির মুক্তি ২৩ জানুয়ারি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৯ মাঘ ১৪৩২

সম্পাদকীয়

বঙ্গের পদ্মকথা

পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে টাটাদের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাটের সানন্দে। শিল্পপতি রতন টাটা বাংলা ছাড়ার আগে মহাকরণে দাঁড়িয়ে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ‘বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।’

সিঙ্গুরে সেই টাটাদের কারখানার পরিত্যক্ত মাঠে গত ১৮ জানুয়ারি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ছিল উত্তরবঙ্গের মালদায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোদির আরও একটি সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে হুগলির সিঙ্গুরকে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় শিল্পায়ন, কলকারখানা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর বার্তার প্রত্যাশা ছিল সিঙ্গুরবাসীর।

জনসমাগম ভালোই হয়েছিল। কিন্তু মোদির ভাষণজুড়ে থাকল অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাতে সিঙ্গুর তথা হুগলি তথা রাজ্যের মানুষ চূড়ান্ত হতাশ। রাজ্য বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, এত প্রচার করে প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তাঁর মূল্যবান সময় দিচ্ছেন, অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না কেন!

কিছুদিন আগে ঘন কুয়াশার কারণে নদিয়ার হাকিমপুরে তাঁর কপ্টার নামতে না পারায় দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে মোদির নীরবতা মতুয়াদের হতাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে খোদ প্রধানমন্ত্রীর এই রহস্যময় নীরবতার কারণ নিয়ে তাই জল্পনার শেষ নেই।

মতুয়াগড়ের সভায় মতুয়াদের সমস্যার সমাধান দূরের কথা, নামগন্ধই করলেন না তিনি। আবার কুড়ি বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে সিঙ্গুর, মোদিজি সেখানে গিয়ে ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন, বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ মুখেই আনলেন না। রাস্তাঘাটে হামেশা মোদি-মমতা সেটিং তত্ত্বের কথা শোনা যায়। বিভিন্ন সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূল সমস্যা থেকে দূরে থাকা তাই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এখন।

ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে বলে অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে একদিকে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাবে বলে আগাম ঘোষণায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উল্লাস, অন্যদিকে এসআইআর হয়রানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় তৃণমূলের বড় জয় বহুচর্চিত দুটি বিষয়।

সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দুটি দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে। এক) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে স্বীকৃত নথি হিসেবে মানতে হবে নির্বাচন কমিশনকে, দুই) তথ্যগত অসংগতির জন্য যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বাস্তবে এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি বিজেপিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আইপ্যাক নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চরম অস্বস্তিতে।

রাজ্য বিজেপি অবশ্য তার ফায়দা তোলার তেমন কোনও চেষ্টা করছে না। দলে গোষ্ঠীকোন্দলও কম নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতায় এসে প্রাক্তন ও সবচেয়ে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করার পর মনে করা হচ্ছিল, বঙ্গ বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর নেই। কিন্তু ভুল ভাবা হয়েছিল। কারণ, সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ ও বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আমন্ত্রণ পেলেও দিলীপ ব্রাত্যই ছিলেন।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। দু’দিন আগে কেরল দখলে প্রধানমন্ত্রীকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ততটা আশাবাদী মনে হয়নি।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

‘তিমির অবগুণ্ঠনে’ এক বিকল্প পথের সন্ধানী

আজ জন্মদিনে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা, আদর্শগত দৃঢ়তা ও বিতর্কিত বাস্তববাদী রাজনীতির এক বস্তুনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়ন।

শুভময় সরকার

প্রতিটি ঋতু অজান্তেই চিহ্নিত হয়ে যায় কিছু স্মৃতি এবং অভ্যাসে, যেমন বৈশাখ মানেই নববর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথ, তেমনই জানুয়ারি এলেই কোথাও এক স্বদেশভাবনা আমাদের স্মৃতি এবং আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেই কোনকাল থেকে। এই আবহমান স্মৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে নিয়ে চলেছি আমরা। জানুয়ারি পড়লেই ক্যালেন্ডারে শেষ সপ্তাহের দিকে চোখ চলে যায় অজান্তেই। ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি, বিশেষত জানুয়ারির ২৩ তারিখটি আমাদের বঙ্গজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হ্যাঁ, কারণ ‘নেতাজি’র জন্মদিন। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে অনেক কাছের হয়ে আছেন আমাদের কাছে ‘নেতাজি’ হিসেবেই। বহুকাল আগের সেইসব ছুটির দিনের দুপুরগুলো মনে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর মা পড়ে শোনাচ্ছেন শৈলেশ দে-র সেই বিখ্যাত বই ‘আমি সুভাষ বলছি’র প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশ। মায়ের আবেগমাখা কণ্ঠের উচ্চারণে সেই কৈশোরকালেই আমার মনের গভীরে মূর্ত হয়ে উঠছেন এক নায়ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি-সঙ্গী ভগৎ সিংয়ের সেই আওয়াজ ‘বঙ্গাল কা শের আ গয়া’, মায়ের সেদিনের সেই পাঠ আজও যেন আমার কানে ভাসে। হ্যাঁ, তিনি এভাবেই সুভাষচন্দ্র বসু থেকে ‘নেতাজি’ হয়ে উঠলেন আমার এবং আমার মতো লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে। ২৩ জানুয়ারির ভোর মানেই স্মৃতি এবং ইতিহাসের এক অদ্ভুত অনুভূতি আর আবেগ। হয়তো বা এই আবেগ একজন রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্রকে অতিমানব কিংবা ‘সুপার-হিরো’ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটা কতটা সেই মানুষটিকে সঠিকভাবে চেনার বা বিশ্লেষণ করার পক্ষে ঠিক, সেটা ভিন্ন আলোচনার পরিসর কিন্তু এটাই বাস্তব।

রাষ্ট্রভাবনার রূপকার

তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী, বহুমাত্রিক ও বিতর্ক উদ্দীপক চরিত্র যাঁর জীবনের রহস্যময় পরিসমাপ্তি তাঁকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে হয়তো বা। নেতাজি কি কেবলমাত্র এক বিপ্লবী নেতা..! তাঁকে শুধুই বিপ্লবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে তাঁর বহুমাত্রিকতাকে উপেক্ষা করা হবে। নেতাজি একজন গভীর চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সংগঠক, কূটনীতিক এবং নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাবনার এক রূপকার। জাতীয়তাবাদ (যাকে ‘স্বদেশভাবনা’ বলাটাই শ্রেয়), সামরিক সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতি সব পরিসরেই তাঁর স্বচ্ছ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। তাঁর নিজস্ব ভাবনা এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ভাবনা থেকে সরে আসতে চাননি। জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র প্রথম যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি গান্ধিজি। সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে আদৌ কি পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব? ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে কেনই বা তিনি পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন...! সেদিন গান্ধিজি কিন্তু সুভাষের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বরং কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

স্পষ্ট বিশ্বাস

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম সুভাষচন্দ্রের ভাবনার স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে। আসলে আদর্শগতভাবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা – কোনও আপস, ধাপে ধাপে অগ্রগতি এসবকে তিনি সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল খুব স্পষ্ট – ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙতে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার শক্তির জায়গাতেই আঘাত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগঠনে সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক কিন্তু স্পষ্ট – রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সাম্য এবং শোষণহীন এক ব্যবস্থার দিকে এগোনো। তবে তাঁর এই ভাবনা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং ভারতীয় বাস্তবতায় অভিযোজিত। একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গান্ধির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত এবং কৌশলগত, ব্যক্তিগত স্তরে অসম্মানের কোনও জায়গাই ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন উত্তর-পূর্ব দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে প্রবেশ করলেন, তার আগে দেশমাতৃকা এবং জাতির জনকের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

সুতরাং গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ নিয়ে বহুল আলোচিত গল্পগাথার অনেকটাই ভিত্তিহীন। আসলে নেতাজি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবলমাত্র নৈতিক আহ্বানে নত করা যাবে না, সশস্ত্র প্রতিরোধ জরুরি এবং এর জন্য যা যা করার সব করতে হবে। ঠিক এই আদর্শগত জায়গাতেই গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও সুভাষচন্দ্রের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, বিশেষত হিটলার এবং তোজোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সাহায্যপ্রার্থনা আজও বিতর্কের বিষয় কিন্তু এটাও পাশাপাশি সত্যি, তিনি তাঁর কূটনৈতিক ভাবনায় যুক্তিসংগতভাবেই এগিয়েছিলেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক— যেখানে আদর্শ, কৌশল ও বাস্তবতার সংঘাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ক্ষমতার ধারণা ও আন্তর্জাতিক সমীকরণের ব্যবহার এক বিকল্প রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত দেয়। আজকের আদর্শহীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে নেতাজি তাই কেবল অতীতের কোনও চরিত্র নন, বরং এক অমীমাংসিত প্রশ্ন— যার উত্তর এখনও সময় নিজেই খুঁজে চলেছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন তাঁর সবচেয়ে দৃঢ় এবং সাহসী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে তাঁর নেতৃত্বের তিনটি দিক স্পষ্ট – সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রেরণা এবং কূটনীতি। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া এবং জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার আহ্বান নিছকই স্লোগান ছিল না সেদিন, তার বাইরেও ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র এবং জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে জোট যতই বিতর্কিত হোক, ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক শক্তিসমীকরণের ব্যবহার ছিল বাস্তববাদী রাজনীতি।

আরও বেশি প্রাসঙ্গিক

সময় যতই এগোচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতির আদর্শহীনতা এবং ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কিলতায় আমরা যতই আবর্তিত হচ্ছি, যতই অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করছে, তত যেন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত লড়াইয়ের কথা। এ প্রসঙ্গেই সামান্য সংযোজন জরুরি, আদর্শগত চূড়ান্ত বিরোধ কিন্তু হয়েছিল জওহরলালের সঙ্গেও তবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজির অনুগামীদের সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দেওয়ার নীতিগত বিরোধিতা কিন্তু নেহরু করেছিলেন। Sarvepalli Gopal তাঁর গ্রন্থের (Jawaharlal Nehru, vol.1) এক জায়গায় লিখেছেন – “He disapproved of the manner in which Bose was being hounded out after winning an election….” !

আজও এক ট্র্যাজিক নায়ক

এই নতুন সহস্রাব্দের ২৩ জানুয়ারিতে বসে আমরা আবেগহীনভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হয়তো-বা বিশ্লেষণ করতে পারব না কারণ আজও যে তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে ভীষণভাবেই বর্তমান। সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত হয়ে নেতাজিকে বিচার করার জন্য আমাদের আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর জীবনকে, রাজনৈতিক ভাবনাকে আমাদের দেখার সময় আসেনি কারণ আজও আমাদের কাছে তিনি এক Tragic Hero, ‘সদা জাগ্রত এক জিজ্ঞাসা’...!

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮২৩

শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক প্যারীচরণ সরকারের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

স্পেনের চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালির মৃত্যু আজকের দিনে।

আলোচিত

ফর্ম-৭ গ্রহণ না হলে এবং ফর্ম-৬ আপলোড না হলে ভোট হওয়ার কোনও অর্থ নেই। নো এসআইআর, নো ভোট। ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অথচ আগুন জ্বলছে শুধু বাংলায়। ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না বুঝে তৃণমূল এসআইআর বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

নয়াদিল্লিতে রাস্তার ম্যানহোলে নেমে সাফাইয়ের কাজ করছেন এক প্রৌঢ়। প্রবল শীতেও তাঁর গায়ে হাফহাতা টি-শার্ট। উশকোখুশকো চুল, রুক্ষ চেহারা। দেখে চৌধুরী হানজালা আলি নামে এক তরুণ তাঁর পরনের হুডি খুলে ওই সাফাইকর্মীকে পরিয়ে দেন ও আলিঙ্গন করেন।

ভাইরাল/২

বিয়ের পর বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ছেলে। গেটের সামনে চলছে বরণ। বরের মা ছেলেকে মিষ্টিমুখ করানোর সময় অসাবধানতাবশত চামচ থেকে রসগোল্লাটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়িয়ে মিষ্টিটি লুফে নেন।

জনমন
জনমত

উপাসনা নাকি প্রদর্শনের উৎসব?

একালের সরস্বতীপুজো আর শুধু বিদ্যার আরাধনায় সীমাবদ্ধ নেই, সে যেন সময়ের আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দ্বিধাগ্রস্ত উৎসব। একদিকে বীণা হাতে শুভ্রবসনা সরস্বতী, অন্যদিকে রঙিন আলো, ক্যামেরার ঝলকানি আর মুহূর্ত বন্দি করার অদম্য তাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানেই আজকের সরস্বতীপুজো তার অর্থ খুঁজে ফেরে।

আগে বসন্তপঞ্চমীর সকালে বইখাতা বুকে জড়িয়ে বসে থাকত এক আশ্চর্য নীরবতা। কলমে ছিল লাজুকতা, পাতায় ছিল স্বপ্ন। আজ সেই জায়গায় ঢুকে পড়েছে রিল, স্টোরি আর ‘পারফেক্ট ফ্রেম’-এর খোঁজ। সরস্বতীর সামনে মাথা নত করার আগেই মোবাইল তুলে নেওয়া হয়- বিদ্যার প্রার্থনা যেন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বদলে যাচ্ছে।

একালের সরস্বতীপুজো আসলে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আমরা একদিকে সাফল্যের প্রদর্শনে ব্যস্ত, অন্যদিকে গভীরে কোথাও জানি, বিদ্যা মানে শুধু ফলাফল নয়, বিদ্যা মানে সংযম, প্রশ্ন করতে শেখা, অন্যায়কে না বলা। সরস্বতীর বীণার তার যেন আজও কাঁপে সেই প্রশ্নে, আমরা কি সত্যিই শিখছি, না কেবল তথ্য সংগ্রহ করছি?

এই পুজো তাই আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, এক ধরনের আত্মসমীক্ষা। মণ্ডপের আলো নিভে গেলে, ফুল শুকিয়ে গেলে, ছবির লাইক কমে গেলে তখন কী থাকে? থাকে কি সেই শেখার দায়বদ্ধতা, সেই মানবিক বোধ? যদি থাকে, তবেই সরস্বতী আমাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠেন।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

২৩ জানুয়ারি হোক দেশপ্রেম দিবস

যখনই নেতাজির জন্মদিনটি আসে তখনই এক শ্রেণির পেশাদার রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা মনেপ্রাণে নেতাজির নীতি, আদর্শ, ত্যাগ, সংগ্রাম ও কর্মকাণ্ডকে সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে রূপ দিতে আজও সক্ষম হননি, তাঁরাই শুধু এই দিনটিকে পালনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। যেই ২৩ জানুয়ারি পার হয়ে যায় সবাই তখন চুপচাপ। যে নেতাজি আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয় অন্তর সর্বকাল জুড়ে রয়েছেন, সেই মহান দেশপ্রেমিক ও চিরসংগ্রামী ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে কি ভারতবাসী কখনও ভুলতে পারে, নাকি ভোলা যায়?

নেতাজির মতো মহান ও তেজস্বী নেতার বিকল্প আজও যে জন্মাননি, সেকথা ইতিহাসই বলে। অথচ এহেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শবাদী, ত্যাগী মহান নেতাকে সামনে রেখে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী পেশাদার রাজনীতিক কথায় কথায় নিজেদের নেতাজিপ্রেমী বলে জাহির করেন, শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকেন।

তাই দেশবাসীর দাবি অনুযায়ী নেতাজির জন্মদিনটিকে জাতীয় দেশপ্রেম দিবস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করুক এবং সেইসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান দেশপ্রেমিক নেতাজিকে ‘ভারতরত্ন’ খেতাবে ভূষিত করা হোক। নচেৎ দেশবাসী মনে করবে নেতাজিকে প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে আন্তরিক নয় কেন্দ্রীয় সরকার।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নাগর নদীর তীরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য

উত্তর দিনাজপুরের বাহিন জমিদারবাড়ি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে।

চন্দ্রসিংহ মণ্ডল

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার বাহিন গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন বাহিন জমিদারবাড়ি আজও অতীতের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। বাহিন, চূড়ামন ও ভূপালপুর- এই তিন জমিদার বংশ ছিল জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঐতিহাসিক শক্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাহিন জমিদাররা চূড়ামন জমিদার বংশের শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। চূড়ামন এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ঘনশ্যাম কুণ্ডু নবাব আলিবর্দি খাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে রায়চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরিরাই বাহিন এলাকায় জমিদারি বিস্তার করেন এবং বাহিন গ্রামে পৃথক এস্টেট গড়ে তোলেন। দুই পরিবারই রায়চৌধুরী পদবি ব্যবহার করতেন এবং তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোয় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

বাহিন জমিদারবাড়ি রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পাড়ে বিহারের কাটিহার জেলার খিজনডারি গ্রাম অবস্থিত। ফলে মোগল ও ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চল জলপথ-নির্ভর বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। নাগর নদী হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে কুলিক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহানন্দায় মেশে এবং বাহিন এস্টেটের বাণিজ্য এই নদীপথেই পরিচালিত হয়।

জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নাগর নদীর তীরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদে পোড়া ইট, লোহার দণ্ড, চুন-সুরকি এবং ব্যাসল্ট পাথরে খোদিত দেবদেবীর নকশা ব্যবহৃত হয়। স্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিক শৈলীর প্রভাব দেখা যায় এবং খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, সূক্ষ্ম জালি ও মিনারসদৃশ মোটিফ নির্মিত হয়। একসময় দোতলা প্রাসাদের বারান্দা থেকে নাগর নদী ও বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যেত। নদীর দিকে ধাপে নামা স্নানঘাটে জমিদার পরিবারের নারীরা জলক্রীড়া করতেন।

প্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে মন্দির, কাছারি, কুঠি ও পুকুর বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে উঁচু ঢিপি এলাকায় বাহিন বাসস্ট্যান্ড ও বাজার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শৈশবে তিনি প্রাসাদের সম্পূর্ণ কাঠামো দেখেছেন। জনশ্রুতি ও সীমিত নথির উপর ভিত্তি করেই আজ ইতিহাস পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

বাহিন এস্টেটের অধীনে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাটবাজার ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালিত হত। মো-গল আমলে মনসবদারি প্রথায় জমিদাররা সেনা সরবরাহ করতেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালের এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টে এই প্রথার অবসান ঘটে।

শিক্ষা বিস্তারে উদয়নচন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল সিং বিহার বিধানসভার সদস্য হন এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পান। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী নাগর নদী থেকে প্রাপ্ত দুর্গামূর্তি স্থাপন করে পুজোর সূচনা করেন। পরবর্তীকালে ডাকাতির আতঙ্কে ১৯৬৫ সালে পরিবার প্রাসাদ ত্যাগ করে এবং ভারত সেবাশ্রমকে দায়িত্ব দেয়। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য কমিশন প্রাসাদকে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করে। আজ এই ঐতিহাসিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত পর্যটনশিল্প গড়ে উঠলে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। থেমে থেমে চলার ভঙ্গি ৩। চক্রবাক পাখি ৫। আশকরা ৬। নারীর কেশবিন্যাস ৮। ফাজিল লোক ১০। মাহাত্ম্য, গৌরব ১২। উন্নত, উচ্চ ১৪। টুপিবিশেষ ১৫। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১৬। ভৃত্য, পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। জলরাশির ভরপুর ভাব ২। চাঁদ, শিব ৪। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ ৭। প্রণালী, পদ্ধতি, ধরন, প্রথা ৯। ভূমিপুত্র, মঙ্গলগ্রহ, আকাশ ১০। অতি ধার্মিক বা মহৎব্যক্তি, যে ব্যক্তি মূলধন জোগায়, বৈষ্ণব পদকর্তা ১১। যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস ১৩। উধাও, অদৃশ্য

সমাধান ■ ৪৩৫১

পাশাপাশি : ১। বড়াই ৩। দানাপানি ৪। মহান ৫। ধন্যবাদ ৭। লহু ১০। রবি ১২। হাতযশ ১৪। ধরনা ১৫। শস্যাগার ১৬। তর্জন।

উপর-নীচ : ১। বৎসল ২। ইমন ৩। দানধর্ম ৬। বাজার ৮। হুজ্জত ৯। শশধর ১১। বিবিজান ১৩। বনাত।

বিন্দুবিসর্গ

আন্দোলন ছাড়িনি, দাবি অনিকেতের

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডাঃ অনিকেত মাহাতো। তবে তিনি আরজি কর কাণ্ড নিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাননি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে এসে নিজের সেই অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি। দাবি করলেন, সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন নীতিগত বিরোধের জায়গা থেকে। শিলিগুড়িতে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন অনিকেত। 'বর্তমান অবস্থায় অভয়ার ন্যায় বিচারের আন্দোলনের অভিমুখ কোন দিকে' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে অনিকেত কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট থেকে তিনি বেরিয়ে এলেও আন্দোলন থমকে যায়নি। সংগঠন সংগঠনের মতো কাজ করছে। তিনিও নিজের মতো করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে আন্দোলনকে আরও মজবুত করার কাজে মন দিয়েছেন।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'যতদিন পর্যন্ত আমরা রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসতে না

সংগঠনে নীতির বিরোধ

আলোচনা সভায় অনিকেত মাহাতো। শিলিগুড়িতে।

পারছি, যতদিন না প্রত্যেকটি ঘটনার সঠিক বিচার হয়ে দোষীরা সাজা পাচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে।'

অনিকেতের কথায়, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টে কমিটি তৈরির পদ্ধতি নিয়ে নীতিগতভাবে আমি বিরোধিতা করেছিলাম। কেননা আমি মনে করি যে, পছন্দমতো যাকে তাকে কলেজের ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর) বানিয়ে দেওয়ার যে প্রথা চালু রয়েছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের আন্দোলন। সেই জায়গায় আমরাই যদি সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়ম না মেনে কমিটি তৈরি করি তাহলে ভুল বার্তা যাবে। আমার কথা গুরুত্ব না পাওয়ায় সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে নারী নির্যাতন নিয়ে প্রতিবাদের লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অনিকেত। সেই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে প্রচুর নাগরিক সংগঠন তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিগুলির প্রতি অনিকেতের বার্তা, যে কোনও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উত্তরবঙ্গের নারীদের ওপর হওয়া

সাম্প্রতিক অপরাধের প্রসঙ্গ টেনে তিনি যোগ করেন, 'আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাগরিক সংগঠনগুলিকে একত্র হয়ে আন্দোলনের কথা বলছি।' সমস্ত নাগরিক সংগঠনকে নিয়ে একটি মঞ্চ তৈরির প্রস্তাবও এদিনের আলোচনায় একাধিকবার উঠে এসেছে। সেই পদক্ষেপ কি এখনই করা হবে? এদিনের আলোচনা সভার আয়োজকদের পক্ষে ডাঃ শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'মঞ্চ তৈরির নামে এখনই কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

প্রস্তুতি।। হলদিবাড়ি হাইস্কুলে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

উচ্ছেদ অভিযানে বাধা এসজেডিএ-কে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : স্কুলের জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী নয় প্রশাসন। অথচ গরিব মানুষ রাস্তার পাশে দোকান করে নিজেদের রুজিরুটির ব্যবস্থা করলে তাঁদের উচ্ছেদের তোড়জোড় চলছে। এমন অভিযোগে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়াল চাঁদমণির প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) একটি দল পুলিশ এবং আর্থমুভার নিয়ে ওই দোকানগুলি ভাঙতে গেলে চাঁদমণি চা বাগানের প্রাক্তন শ্রমিক পরিবারগুলি প্রতিবাদে একজোট হয়ে এগিয়ে আসে। তাদের বক্তব্য, এই জমিটি চাঁদমণি চা বাগানের। এখন এসজেডিএ জমির মালিকানা দাবি করছে। পাশেই বহু বছরের পুরানো একটি স্কুল রয়েছে। সেই স্কুলের জমি প্রোমোটিং সংস্থা দখল করে ফেলেছে। সবকিছু দেখেও প্রশাসন হাত গুটিয়ে রয়েছে। অথচ গরিব মানুষের পেটে লাথি মারার জন্য দোকান উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। বাসিন্দারা আগামীতেও বাধা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেছেন, 'এসজেডিএ'র জমিতে গত কয়েকদিনে ওই এলাকায় কয়েকটি দোকান গজিয়ে ওঠার অভিযোগ পেয়েই আমাদের আধিকারিকরা উচ্ছেদের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার ব্যবসায়ীরা কয়েকদিন সময় চেয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে তাঁরা ওই দোকানগুলি সরিয়ে নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' চাঁদমণির স্কুলের জমির বিষয়টি জেলা প্রশাসন দেখছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

মাটিগাড়ার উপনগরীর উলটোদিকে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রস্তাবিত এই মন্দিরের ঢিল ছোড়া দূরত্বে বহু বছর ধরে প্রাতঃকালীন চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুল চলছে। এখানেই ২০১১ সাল থেকে একটি জুনিয়ার হাইস্কুলও চালু হয়েছে। স্কুলের প্রায় ১.১০ একর জমি রয়েছে। অথচ সেই জমি এক প্রোমোটিং সংস্থা দখল করে টিন দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। স্কুলটি সেখান থেকে সরিয়ে ভিতরে নেওয়ার জন্য ওই প্রোমোটিং সংস্থাই তিনতলা স্কুল ভবন তৈরি করে দিয়েছিল।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রোমোটিং সংস্থা নবনির্মিত স্কুল ভবনটি ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়। এরপরই শিক্ষা দপ্তর এবং এসজেডিএ'র কাছে ওই স্কুলের জমি দখলমুক্ত করার দাবি উঠেছে। কিন্তু তারপর এক বছর কেটে গিয়েছে, কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

ওল্ড মাটিগাড়া রোড থেকে উপনগরীতে যাওয়ার রাস্তায় ওই স্কুলের পাশে দীর্ঘদিন ধরে দু'-তিনটি দোকান তৈরি হয়েছে। একদা চাঁদমণি চা বাগানের কর্মহীন শ্রমিকরাই এই দোকানগুলি করে সংসার চালাচ্ছেন। মহাকাল মন্দির হলে ব্যবসা ভালো হবে এই আশায় রয়েছে ওই শ্রমিক পরিবারগুলি। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তারা। এদিন এসজেডিএ'র আধিকারিকরা এলাকায় গেলে শ্রমিক পরিবারগুলি একজোট হয়ে দোকান ভাঙতে বাধা দেয়। রিনা বাখলা বলেন, 'চাঁদমণি চা বাগান বন্ধ হওয়ার পর থেকে আমরা কর্মহীন। দীর্ঘদিন শহর, গ্রামে দিনমজুরের কাজ করে

উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা চাঁদমণি বাগান এলাকায়।

জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ

সংসার চালিয়েছি। গত দু'বছর ধরে বাগানের জমিতে চায়ের দোকান করেছি। দোকানে চুরি হচ্ছিল দেখে কয়েক মাস আগে ইটের গাঁথনি দিয়ে দোকানঘর করেছি। এখন এসজেডিএ বলছে এটা ওদের জমি। এদিন আমরা বলেছি, এসজেডিএ জমির নথি দেখাক। দোকানের পিছনেই আমাদের বাড়ি। এরপর তো বাড়ি থেকেও আমাদের উচ্ছেদ করে দেবে।' বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী অধিকারী, আরতি ঝা সহ অন্যদের বক্তব্য, পাড়ার বিদ্যালয়ের জমি দখল করে প্রোমোটারি হচ্ছে। এসজেডিএ সেই জমি দখলমুক্ত করছে না। অথচ গরিব মানুষ ছোট্ট দোকান দিয়ে দু'পয়সা রোজগার করলে উচ্ছেদ করতে চলে এসেছে। জীবন দিয়ে বাগানের এই জমি আগলে রাখবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

কর্মীর অভাবে খোলেইনি বাংলা সহায়তাকেন্দ্র

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : পেরিয়ে গিয়েছে তিন বছরেরও বেশি সময়। কিন্তু বিডিও অফিস থেকে কোনও কর্মী দেওয়া হয়নি। ফলে সব সরঞ্জাম থাকলেও চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা বাংলা সহায়তাকেন্দ্র বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম ফিলআপ করতে এসে সাধারণ মানুষকে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে কোনও সাইবার ক্যাফে থেকে টাকা দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করছেন।

সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান জনক সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলা সহায়তাকেন্দ্রে যাতে কর্মী দেওয়া হয় সেজন্য আমি বিডিও অফিসে একাধিকবার বলেছি।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত

তবে এখনও কোনও কর্মী দেওয়া হয়নি।' তিনি ফের বিডিও অফিসে গিয়ে দ্রুত কর্মী দিয়ে কেন্দ্রটি খোলার বিষয়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। এবিষয়ে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলাকেও ফোনে পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁদের বক্তব্য মেলেনি।

বর্তমান সময় বাংলা সহায়তাকেন্দ্র বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম যাতে নির্ভুলভাবে ফিলআপ করা হয়, সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় এই কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে। কিন্তু চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষেরা এর কোনও সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন না। স্থানীয় ধনীরাম বর্মন বললেন, 'কয়েকদিন আগেই মেয়ের রূপশ্রীর ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। বাংলা সহায়তাকেন্দ্র খোলা না থাকায় স্থানীয় একটি সাইবার ক্যাফেতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়ার পর জানতে পারি ফর্ম ফিলআপে ভুল হয়েছে। পরে আবার নতুন করে ফর্ম জমা দিতে হবে।'

আরেক বাসিন্দা মাধুরী বর্মনের কথায়, 'আমরা অত পড়াশোনা জানি না। কীভাবে কোন ফর্ম ফিলআপ করব তা বুঝতেও পারি না। আত্মীয়দের কাছে শুনি, তাঁরা নিজেদের এলাকার বাংলা সহায়তাকেন্দ্রে গিয়ে ফর্ম ফিলআপ করান। আমাদের এলাকায় সেই সুযোগ নেই।'

অনশনে বসে গৌতমকে তোপ শংকরের

দিলীপের সুরে আয় নিয়ে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি পুরনিগম, এসজেডিএ থেকে মহকুমা পরিষদ- প্রতিটি সংস্থাই নাকি তাঁর প্রস্তাবিত কাজ আটকে রেখেছে। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে অনশনে বসলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। শংকর ঘোষের ঘোষণা অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টা এই কর্মসূচি চলবে।

এদিন সুর আরও চড়িয়ে সুভাষপল্লির নেতাজি মোড়ে দলের নেতা-কর্মীদের পাশে নিয়ে গৌতম দেব ও পুরনিগমের কাউন্সিলাদের আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। শংকরের অভিযোগ, পুর বোর্ডে ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যের পালটা সতর্কবাণী শুনিয়েছেন মেয়র। তিনিও অনেক কিছু বলতে পারেন বলে দাবি গৌতমের। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তথ্যপ্রমাণ চেয়েছেন। সবমিলিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে সরগরম হয়ে উঠেছে শহর শিলিগুড়ির রাজনীতি।

এদিন সকালে শিলিগুড়ির বিজেপি কাউন্সিলার, দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির নেতাদের নিয়ে নেতাজি মোড়ে অনশনে বসেন বিধায়ক। সেখানে বলেন, 'শিলিগুড়িতে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে দিচ্ছেন না গৌতম দেব। মেয়রের অঙ্গুলিহেলনে টেন্ডার হওয়ার পরও একাধিক কাজ আটকে রেখেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। তাই আমি একদিনের প্রতীকী অনশন করছি।'

মঞ্চে বসেই তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ তোলেন, কারও ক্ষেত্রে আয়ের উৎস নেই এবং কারও বা যেটা রয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশি সম্পত্তির বাহার চোখে পড়ে। বেআইনিভাবে শাসকদলের কাউন্সিলারদের পকেট ভরছে। বিধায়কের প্রশ্ন, 'যিনি নির্বাচনের আগে দানধ্যানে নেমেছেন, কী কাজ করেন তিনি। কত টাকা আইটি ফাইল দেন। পিকনিক করে বেড়াচ্ছেন, একে খাওয়ান-ওকে খাওয়ান। শহরজুড়ে যে বেআইনি কার্যকলাপ হচ্ছে, তার পেছনে কে আছে?'

এরপর তৃণমূলের মেয়র পারিষদের উদাহরণ টেনে বলেন, 'দিলীপ বর্মন সাহেবের কথায়, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। মেয়র আর ডেপুটি মেয়র। আমি বলিনি দিলীপ বর্মন হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে।'

একদিকে যখন শংকর একের পর এক অভিযোগ তুলছেন, তখন পালটা জবাব দিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সাংবাদিক সম্মেলন ডাকে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি (সমতল) জয়ব্রত মুখুটি সেখানে বলেন, 'আর কোনও সাংসদ কিংবা বিধায়কের কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে না। একা ওঁরই অসুবিধা। আসলে এতদিন কোনও কাজ করেননি শংকর। তাই নির্বাচনের আগে নিজের গাফিলতি ঢাকতে নাটক করছেন। মানুষ ভোটবাক্সে এর জবাব দেবে।' কাজ করতে না দেওয়া প্রসঙ্গে এর আগে মেয়রও একই তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন।

এদিন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের ভূমিকা নিয়েও সরব হন বিধায়ক। জেলা শাসক নাকি তাঁর ফোন ধরেন না এবং এসএমএসের জবাব দেন না। শংকরের কথায়, 'আর্থিক দুর্নীতিপরায়ণ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর আয়ের উৎস না থাকলেও সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা ঠিকমতো দিতে ব্যর্থ এই বোর্ড। আমি কাজ করতে গেলে বাধা দিচ্ছে। এসবের প্রতিবাদে আমার অনশন।'

গৌতমের পালটা জবাব, 'কোনও অভিযোগ করতে হলে আগে তার প্রমাণ দিতে হবে। আমি আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত, সেটা প্রমাণ করুক। হাতে চে গেভারার ট্যাটু নিয়ে এখন বিজেপি করে। আমিও অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু চাই না। ওর কথার জবাব আমাদের জুনিয়ার ছেলেরা দিয়েছে।'

এদিন রাতে দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, দলীয় নেতা নান্টু পাল সহ একাধিক যুব নেতা তাঁর অনশন মঞ্চে এসে বসেন।

অনশনে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। নেতাজি মোড়ে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর-এর শুনানির নামে হয়রানি, বাংলাভাষীদের বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্তা সহ বেশ কিছু ইস্যুতে ফুলবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল ও পথসভা করা হল। পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম নিয়েও সরব হয় কংগ্রেস। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার, জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য, ফুলবাড়ির ব্লক সভাপতি তুষ্ট সরকার প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠা দিবস

চোপড়া, ২২ জানুয়ারি : চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরাঙ্গছ এলাকায় বৃহস্পতিবার রামলালা প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। বন্দে ভারত সংঘের উদ্যোগে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি রাতে বাউল উৎসবের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।

বন্ধ নালায় নজর নেই

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শহর শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাইকেল মধুসূদন কলোনিতে পথের রুগ্নদশা। ভাঙাচোরা পথ পার করেই নিত্যদিন যাতায়াত করতে বাধ্য হন এলাকাবাসী। এখানেই শেষ নয়। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সংলগ্ন শান্তিপাড়া এলাকায় নিকাশির অবস্থা তথৈবচ। দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয় না এই সব নালা। এর ফলে এলাকাবাসীর আশঙ্কা, বর্ষা বা অন্য যে কোনও মরশুমে একটু ভারী বৃষ্টিতেই জলের তলায় চলে যাবে গোটা এলাকা।

জনবহুল এলাকা অম্বিকানগর লাগোয়া মাইকেল মধুসূদন কলোনি এবং শান্তিপাড়া। মাইকেল মধুসূদন কলোনির বাসিন্দা বাপ্পা দে বলেন, 'গত প্রায় পাঁচ বছর এলাকার রাস্তা বেহাল। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে। মাঝেমধ্যেই বাইক, সাইকেল নিয়ে ভাঙা রাস্তায় আছাড় খেয়ে পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা।' শান্তিপাড়ার বাসিন্দা আরতি দাসের কথা, 'এলাকার নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না। জমা জলে বাসা বাধছে মশা, মাছি। এছাড়া ড্রেনের পচা আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকায়।'

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহার বক্তব্য, 'মাইকেল মধুসূদন কলোনির রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। অন্য বিষয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে পরীক্ষামূলক স্টপেজ শুরু হওয়ার তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।** সংশোধিত তারিখ সহ ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের** পরীক্ষামূলক স্টপেজের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং এবং নাম	স্টেশন	সময়সূচী		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঁ.	ছা.	
১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	০৩.০২	০৩.০৪	২৪.০১.২০২৬
১৩১৬৪ সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	২৩.৩৩	২৩.৩৫	২৪.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর
শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট
ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পলাতক রয়েছেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর (এনসিবি) তাদের প্রত্যেকের জন্য ১০,০০০/- টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করছে, যারা এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে তথ্য প্রদানের দ্বারা সহায়তা করবেন।

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/ ২০১৭ (ঝন্টু সরকার, প্রাণ বন্ধু সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/ ২০১৭ (রাম সরকার, শ্রীনিবাস সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০১৯ (মাপেশ্বর বর্মন, প্রয়াত শিবচরণ বর্মনের পুত্র, গ্রাম- বারাভিটা, পোস্ট- দুমুখা, থানা- কোতোয়ালি, কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ৩৩/ ২০২২ (গোবিন্দ মণ্ডল, প্রয়াত মনোরঞ্জন মণ্ডলের পুত্র, ব্রহ্মোত্তর কাসালডাঙ্গা, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৫/ ২০২৩ (আত্রাফুল আলম, আমজাদ মিএার পুত্র, চামতা, পোস্ট- চামতা, থানা- শীতাই, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/ ২০২৪ উকিল চন্দ্র বর্মন, প্রয়াত সামারু বর্মনের পুত্র, গ্রাম- দক্ষিণ কোনাছত্র, পোস্ট- ব্রহ্মোত্তর ছত্র, থানা- সিতাই, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৬৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৮/ ২০২৪ (হারাধন সরকার, লক্ষ্মণ সরকারের পুত্র, দিঘলটারি, পোস্ট- দিঘলটারি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (গোপাল বিশ্বাস, আশানন্দ বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (অনন্ত বিশ্বাস, অমর বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাঘপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

দ্রষ্টব্য ঃ তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্যদাতা শিলিগুড়ি এনসিবি-এর নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সাথে ০৩৫৩-২৯৯৯৬২৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল : ৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

(জোনাল ডিরেক্টর)

CBC 19126/11/0135/2526

মন বুঝতে বাড়ি বাড়ি সিপিএম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ৩৪ বছরের শাসনকালের শেষ দিকে বিচ্ছিন্ন জনসংযোগই তাদের পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে প্রকট হয়েছিল। হারানো জমি ফিরে পেতে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা শিবির এখন সেই জনসংযোগকেই পাখির চোখ করেছে। খেটে খাওয়া মানুষ যখন বাড়ি ফেরে সেই সময়টাকেই তারা কার্যসিদ্ধির জন্য বেছে নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের রাজত্বে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন? বিজেপি সরকারের এসআইআর-এ কী লাভ হল? বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে এসব প্রশ্ন করে জনমত যাচাই চলছে। পাশাপাশি, তারা ক্ষমতায় এলে কার কী লাভ হবে সেটাও জানানো হচ্ছে। তবে সমস্তই 'নিঃশব্দে'।

সিপিএম নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকারের বক্তব্য, 'আমরা আছি। আমাদের প্রচারও আছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমগুলি আমাদের তুলে ধরছে না। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে এভাবেই প্রচার চালানো হচ্ছে।' কোনও ভোটের আগে এভাবে প্রচার চালানো হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিন বিকেলের পর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় এভাবে প্রচার চলছে।

একটা সময় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার চারটি ব্লকে সিপিএমের শক্তিশালী সংগঠন ছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত মাটিগাড়া-নকশাবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া আসন সিপিএম ও কংগ্রেস জোটের দখলে ছিল। তবে সেই শক্তি এখন দুর্বল। তবে ফের ক্ষমতায় ফিরতে চেষ্টায় খামতি নেই। আর তাই বড় মিটিং, মিছিলের চাইতে অনাড়ম্বরভাবে প্রচারকেই পাখির চোখ করা হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন বাম নেতা-কর্মী মিলে ঘাড়ে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে প্রতিদিন এক একটি এলাকাকে টার্গেট করে এভাবে অভিনব প্রচার চালাচ্ছেন। তাপস বললেন, 'ভোটের আগে ভোটাররা কী ভাবছেন তা বোঝার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি, তৃণমূলের দুর্নীতি ও বিজেপির জনবিরোধী কাজকর্ম তাঁদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।' হারানো জমি ফিরে পেতে তাপস বদ্ধপরিকর, 'তৃণমূলের রাজত্বে সবাই বীতশ্রদ্ধ, আতঙ্কিত। রাজ্যে ভয়ংকর অবস্থা। সেটাই সবাই আমাদের জানাচ্ছেন। আমরা আশাবাদী।'

লাল ঝান্ডা কাঁধে বাড়ি বাড়ি সিপিএম নেতা-কর্মীরা।

বিরোধীরা অবশ্য লাল শিবিরের এই কর্মসূচিকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বললেন, 'ওদের ৩৪ বছরের অত্যাচারের জবাবই মানুষ বারে বারে দিচ্ছে। ফলে ওরা বাড়ি বাড়ি গেলেও আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। সিপিএম এবারও শূন্যেই থেকে যাবে।' একই সুরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মন বলেন, 'সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন কিছুই করেনি। তাই আমাদের নিয়ে ওদের কোনও দাবিকেই মানুষ বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয় না।' দুই প্রধান প্রতিপক্ষ অবজ্ঞা করলেও হারানো জমি উদ্ধারে বামেদের এই ছোট ছোট বৈঠকি প্রচার মহকুমার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সরস্বতী মহাভাগে

॥ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে ॥

৮৬

সরস্বতীপুজো কেবল দেবী আরাধনা নয়, বরং তা প্রেম, জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রকৃতির এক যৌথ উদযাপন। ঋগ্বেদীয় নদী থেকে জ্ঞানের দেবী হয়ে ওঠার বিবর্তনের পাশাপাশি এই পুজো আমাদের জীবনে বসন্তের মাধুর্য ও কামদেব-রতির প্রেমচেতনাকে গেঁথে দেয়। তবে আধুনিক আড়ম্বরের চাকচিক্যে আসল শিক্ষা ও সংযমের জায়গাটি আজ বড়ই সংকটে। সংস্কৃতি, মেধা ও ঐতিহ্যের সেই সন্ধিক্ষণকে বুঝতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই বিশেষ নিবেদন।

এক জ্ঞানের প্রবাহের নাম

রিমি দে

শীতকুয়াশা কিছুটা হালকা হয় একটু একটু করে। মাঠে মাঠে সর্ষে ফুলের হলদে ঢেউ। উত্তুরে বাতাসের প্রকোপ সামান্য কমের দিকে। গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি। বাতাসে এক অদ্ভুত নতুন ঘ্রাণ। ঠিক তেমন আবহাওয়ায় তিনি আসেন, কণ্ঠে বসন্তের সুর নিয়ে। শীতকালের শেষ সামাজিক উৎসব। সরস্বতীপুজো। দেবী সরস্বতী - যিনি বাক, সুর ও সৃষ্টির দেবী, তাঁর আবির্ভাব মানেই প্রকৃতির নীরবতা শীতলতা ভেঙে রং ও ছন্দের এক আশ্চর্য শুরু।

বসন্ত ও সরস্বতীর আগমন

'সরস্বতী এলে বসন্ত আসে'- বাংলার ঘরে ঘরে এমন একটি কথা আছে। হলদে শাড়ি ও পাঞ্জাবি, পলাশ, শিমুল, কাঁচা হলুদ মাখা শরীর, কচিপাতার সবুজ এবং না ফোটা প্রেমের প্রথম সংকোচ- সবটা মিলিয়েই সরস্বতী ও মানব মন প্রস্তুত হয় বসন্তের মধুময় কুহুর জন্য। সেইজন্যই হয়তো বা সরস্বতীপুজোর দিনটি বাংলার 'ভ্যালেন্টাইন দিবস' হিসেবে পালন করে আজকের জেন জেড এবং আলফারা!

যদিও শীত এখনও পুরোমাত্রায় এই বঙ্গে। প্রকোপ তবুও কিছুটা কম। বাতাসে ফুটে ওঠা রোদ ঝলমলে হাসি। কুঁকড়ে থাকা হিমঋতুকে বিদায় দিয়ে বসন্তের ডাক নিয়ে দেবী সরস্বতী আসেন প্রাণপ্রাচুর্যের বার্তা চারদিকে ছড়িয়েই। সত্যিই তিনি এক বর্ণময় সৃজনের, প্রেমের, জ্ঞানের দেবী। বাকপতি বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। ইন্দ্রও বাকপতি। বৃহস্পতি পত্নী (জ্ঞানের গুরু বৃহস্পতি এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতী সেই অর্থে)। (পরবর্তীকালে ব্রহ্মা পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্যোতিস্বরূপা সরস্বতীও জ্ঞানময়ী। এই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কোথাও দেবী এককভাবে আসীন আবার কোথাও ব্রহ্মার পরিবারভুক্ত দেবতারূপে, কোথাও বা বিষ্ণুর পরিবারের দেবতারূপে।

নদী থেকে দেবী

সরস্বতীর জন্ম= ব্রহ্মার চিন্তা ও বাকশক্তির প্রকাশ।

ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্ক=মানসকন্যা ও সহধর্মিণী দুই-ই।

দার্শনিক অর্থে সৃষ্টি ও জ্ঞানের অভিন্নতা।

আসলে সরস্বতীর পরিচয় বহুরৈখিক। শাস্ত্রে শ্বেতপদ্মাসনা সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ঋগবেদে নীল ও শ্বেতপদ্মের কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। 'আদিতমা মাতৃমূর্তি' প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তিরিশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ তার অপটু হাতে চুনাপাথরে খোদাই করেছিল আসন্ন প্রসবা নারীমূর্তি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে উর্বরতার ধারণাটি চেতনে বা অবচেতনে অবস্থিত। আলো এবং জল নতুন প্রাণ সৃষ্টির এই হল প্রধান দুটি শর্ত। কিন্তু এই আলো ও জলের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলা যায় স্বয়ং সরস্বতীই আলো এবং জল। ঋগবেদে সরস্বতী দ্বিরূপা। জ্যোতিরূপা ও নদীরূপা। জ্যোতিরূপে সরস্বতী অগ্নি এবং নদী রূপে জল। ম্যাক ডোনেল পৃথিবীর স্থানীয় দেবতাদের আলোচনাতে rivers-এর মধ্যে সরস্বতীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রথমত আর্যদের বসবাস। প্লক্ষ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিপুল কলেবরের সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের অন্নসম্পদদায়িনী। সরস্বতীর কাছে এভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যেই আর্যদের প্রার্থনা উর্বরতার ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। সরস্বতী প্রথমে মাতা ও নদী। পরবর্তীকালে দেবী। ঠিক যেমন মাতৃস্তন্যে শিশুর পুষ্টি, সরস্বতীর নদীজলে পুষ্ট খাদ্যসম্পদে তীরবাসীদের জীবনের বিকাশ। সম্ভবত এই কারণেই মাতা ও নদী সমতুল। আবার মাতৃদুগ্ধ ও জলধারার একটি একটি সাধারণ প্রতিশব্দ পয়ঃ। সরস্বতী তীরভূমি ছিল অতিউর্বর, প্রচুর শস্য উৎপাদক এবং পশুচারণযোগ্য। কিন্তু দু'কূলপ্লাবী বন্যায় সেই উর্বর অঞ্চল ছেড়ে যাতে অনুর্বর অঞ্চলে যেতে না হয়, সেই প্রার্থনাও শোনা যায়। সরস শব্দের অর্থ জ্যোতি। সেই অর্থেই সরস্বতী অগ্নিরূপা তথা জ্যোতিরূপা। মূলত পৌরাণিক কালেই সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা করা হয়ে গেছে। ইনি কিন্তু নারীরূপেই কল্পিতা। সারা বিশ্বের উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা নারীমূর্তিতেই কল্পিত। মানুষের চিরকালীন উর্বরতার কামনা মাটি ও মানবীর কাছে। মানুষ তাই অধিক ফসলের আশায় জলের কামনা করেছে। ঋগবেদে সরস্বতীকে অম্বিতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

জলপ্রবাহ থেকে জ্ঞানপ্রবাহ

ঋগবেদে আছে, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'। আবার নদীতমেও বলা হয়েছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে সরস্বতী হয়ে ওঠেন কৃষিকর্মের সহায়িকা। সরস্বতী নারী, উর্বরতা এবং প্রজননবাদের দেবী বলেই দেশে-বিদেশে তার বহু অনাবৃত বক্ষ ও নগ্ন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপুজো হয়। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী 'দেবী সরস্বতী' প্রবন্ধে লিখেছেন, শীতকাল হল জড়তার কাল। মাঘের পঞ্চমী তিথি থেকেই জড়তা কেটে যেতে থাকে। শীত ঋতুতে প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। তাই সরস্বতীর আবির্ভাবে সকল জড়তার মুক্তি ঘটে। মনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও পরিবর্তিত হয়। দেবী সরস্বতীর বাহন বা বাহনকেন্দ্রিক বিষয়টিও উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেবী সরস্বতীর বাহন বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ও স্বীকৃত বাহন হল হংস। লক্ষ করলে দেখা যায়, হংসের প্রজনন ক্ষমতা অসামান্য। মহাভারতে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদী একসময় দৃশ্যমান ছিল, পরে তার কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই অদৃশ্য হওয়া রূপকার্থে ধরা যেতে পারে। সেটা এইরকম যে, বাহ্য জলপ্রবাহ থেকে অন্তর্গত জ্ঞানপ্রবাহের দিকে যাত্রা। মৎস্য ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ ও বেদপাঠ হত। সরস্বতী প্রথমে নদী, পরে দেবী। প্রথমে জলপ্রবাহ পরে বাকপ্রবাহ। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে। বাহ্য থেকে অন্তরে তার গতি প্রবাহিত। তাই সরস্বতীপুজো শুধু দেবীপুজো নয়, মানুষের ভেতরের জ্ঞানের নদীকে জাগ্রত করে তোলার এক আনুষ্ঠানিক উদযাপন...

আরাধনার রূপান্তর

আশুতোষ বিশ্বাস

'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'— এই শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি চেতনায় বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কায়া আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুভ্রবসনা, শান্ত, সংযত, বাক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তাঁর আরাধনা মানেই বিদ্যার প্রতি অকুণ্ঠ প্রার্থনা, বইখাতা ছুঁয়ে প্রণাম, শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের পথে আত্মনিবেদন। কিন্তু সময়ের নিয়মেই সময় বদলেছে। বদলেছে বৈদিক আরাধনার রূপ, বদলেছে জ্ঞান আর জীবনকে উপলব্ধির গভীরতা। আজকের সরস্বতী আরাধনা কি আদৌ শ্বেতভুজা বিদ্যাদেবীর আরাধনা, নাকি এক ধরনের সামাজিক উৎসব?

অথচ কয়েক বছর আগেই তো দেখেছি, সকালসকাল মা নিমপাতা কাঁচাহলুদ শিলনোড়ায় বেটে তার মধ্যে ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল মিশিয়ে কাঁসার বাটিতে রেখে দিতেন। সকালসকাল সক্কলকে সারা শরীরে মেখে তবেই স্নানে যেতে হত। সরস্বতীপুজোয় নির্জলা উপোস করে থাকতে হত। টিউবওয়েলের চাপা কলের গরম গরম ধোঁয়া ওঠা জলে স্নান সেরে নতুন পাঞ্জাবি পরে বিদ্যাদেবীর শাগরেদ হয়ে নিজের নিজের স্কুল অথবা পাড়ার পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ার ঘটা। সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়ে তারপর ঘরে আসা, সারাদিনের জন্য আমাদের ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল স্বাধীনতা। দিদিরা, মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে সেদিনের জন্য পুজোমণ্ডপে দেবীর আরাধনায়— সেই সুযোগে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো।

এখনও মনে আছে শ্রীপঞ্চমীর দিন বেশ ঠান্ডা লাগত। শীত যাই যাই করেও যেত না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শীত-বিক্রমের শেষ কামড়। গরম জল ছাড়া স্নান করার কথা ভাবাই যেত না। সরস্বতীপুজো ছিল মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। স্কুল-কলেজের উঠোন, স্কুল, প্রাইভেট টিউশন স্যারের বাড়িতে ঘরের এককোণে দেবীর আসন পাতা হত। পুজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও মন ছিল বিদ্যার কাছেই। হাতেখড়ি, বইবাঁধা, কালি-দোয়াত ছোঁয়া— এসব আচার নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রতীকী অঙ্গীকার। পুজোর পরিবেশে ছিল সংযম, ছিল শুদ্ধতা, ছিল এক ধরনের নৈঃশব্দ্য। মনে হত বিদ্যাদেবী নিঃশব্দেই আমাদের ঐকান্তিক আচারনিষ্ঠ আন্তরিকতায় মগজে 'জ্ঞানরাশি' ঢুকিয়ে দেবেন— তারই নিঃশব্দ যাপন প্রতীক্ষা।

আজ দিকে দিকে শিক্ষাঙ্গন অথবা বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলিতে সরস্বতীপুজোর ছবি একেবারেই আলাদা। পাড়ায় পাড়ায় চমকপ্রদ মণ্ডপ, উচ্চগ্রামে ডিজে, চটুল গানের দাপট, রঙিন আলো— সব মিলিয়ে দেবীর উপস্থিতি আড়ম্বরের ধাক্কায় যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে। সরস্বতীপুজো এখন বহু ক্ষেত্রে 'ইভেন্ট'-এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যা এখন অনেকের কাছেই শুধুই চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার। মূল্যবোধ, মানবিকতা, মননের চর্চা ক্রমশ কোণঠাসা। সেই প্রেক্ষিতে সরস্বতীপুজোও যেন বাহ্যিক উৎসবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। সরস্বতীপুজো যদি শুধুই শব্দবাজি আর উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যার দেবীর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদ্যার দেবী যেন কেবল মণ্ডপে নয়, আমাদের মননেও অধিষ্ঠিত হন— এই কামনাই হোক বসন্তপঞ্চমীর প্রকৃত প্রার্থনা।

লাইক কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা

মলয় চক্রবর্তী

বাঙালির সরস্বতীপুজো ছিল মেধা, মনন ও শৃঙ্খলার এক নিভৃত উদযাপন। কিন্তু আজ সেই চেনা সংস্কৃতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ভক্তি আর বই-খাতার স্তূপের জায়গা দখল করেছে মোবাইল ক্যামেরার অপ্রাসঙ্গিক দাপট, সাজগোজের নামে কুরুচিকর ফ্যাশন শো আর শহর থেকে গ্রাম- সর্বত্রই অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাণঘাতী 'রেকলেস ড্রাইভিং'। উৎসবের জৌলুস ও দৃশ্যমানতা বাড়লেও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে বিনয় ও সংযম। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক- আমরা কি সত্যি বিদ্যার দেবীকে আরাধনা করছি, নাকি স্রেফ আত্মপ্রদর্শনী আর উন্মাদনার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছি? সরস্বতীপুজো আজ বিদ্যার আরাধনা নয়, বরং কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রদর্শনীর এক বার্ষিক 'কার্নিভাল'। স্কুলের প্রাঙ্গণে বই-খাতা সাজিয়ে দেওয়া সেই বিনম্র শ্রদ্ধা এখন ফিকে; তার জায়গা নিয়েছে দামি পোশাক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইক' কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা। দেবীর উপস্থিতি এখানে স্রেফ গৌণ এক নেপথ্য কারুকার্য। সমাজের পচনশীল অগ্রাধিকার আজ শৈশবকে সময়ের আগেই সাবালক করে দিয়েছে, যেখানে শিক্ষার শৃঙ্খলার চেয়ে সস্তা হুজুগ আর উগ্র দেখনদারিই বড় সত্য।

যুক্তি দেওয়া হয়- প্রজন্ম বদলেছে, তাই প্রকাশের ভাষাও ভিন্ন। কিন্তু সেই 'ভাষা' যখন ডিজে বক্সের কানফাটানো আওয়াজ আর বেপরোয়া বাইক রেসিং-এ পর্যবসিত হয়, তখন তাকে আধুনিকতা বলা দায়। শ্রদ্ধার জায়গা নিয়েছে সস্তা 'শো-অফ, আর সংযমের জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে প্রকাশ্য অসংযম। বাগদেবীর আরাধনার নামে এই যে ঝুঁকির মহড়া আর রুচিহীন মাতামাতি- একে অন্তত 'উৎসবের আনন্দ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মূলত, আমরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আসলে এক চরম বিশৃঙ্খলাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

সরস্বতীপুজো উৎসবের দিন, আনন্দের দিন- এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আনন্দের নামে যখন শালীনতা আর দায়িত্ববোধের সীমারেখা মুছে যায়, তখন তাকে 'সাংস্কৃতিক বিবর্তন' বলে আড়াল করা অসম্ভব। প্রজন্ম বদলালে উদযাপনের ধরন বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু বিদ্যার দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বজায় রাখাই তো এই সময়ের আসল শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। পুজো যদি কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ফ্রেম আর উচ্চকিত উন্মাদনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে আমরা বিদ্যার সারমর্মই হারিয়ে ফেলেছি। সরস্বতীপুজো কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ হয়ে না থেকে বরং শুভবুদ্ধি ও মননশীলতার উৎসবে পরিণত হোক- তবেই এই আরাধনা সার্থক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনের চিরন্তন উৎসব

পঙ্কজকুমার ঝা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসন্তপঞ্চমী কেবল ঋতু পরিবর্তনের সংকেত নয়, বরং এটি জীবনে প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনশীল শক্তির আগমনের উৎসব। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন হলুদ আভায় নিজেকে সাজিয়ে তোলে, তখনই বসন্তপঞ্চমীর আবির্ভাব ঘটে। এই দিনটি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার পাশাপাশি প্রেমের দেবতা কামদেব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী রতির স্মরণের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

মুদ্গল পুরাণ অনুসারে, কামদেবের বাস যৌবন, সুন্দর পুষ্প, সংগীত ও মধুরসের মধ্যে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋতুদের মধ্যে 'বসন্ত' বলে অভিহিত করেছেন। বসন্তকালে প্রকৃতির প্রতিটি কণা নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে। পুরাতন পাতা ঝরে যায় এবং বনভূমি নতুন অলংকারে সজ্জিত হয়। পলাশের লাল রং আর কোকিলের কুহুতান পরিবেশকে মোহময় করে তোলে। প্রাচীনকালে এই দিনটি 'মদন উৎসব' হিসেবে উদযাপিত হত। বিশ্বাস করা হয়, কামদেব তাঁর পুষ্পবাণে সৃষ্টির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন।

পৌরাণিক চেতনায় কামদেব ও রতি হলেন দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক। কামদেব 'অনঙ্গ' বা দেহহীন হলেও তাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী। শিবের তেজে কামদেবের ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনীটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রেম যখন কেবল ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার বিনাশ ঘটে। কিন্তু ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে সেই প্রেমই আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। রতির বিরহ ও সাধনা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রেম শাশ্বত। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কিংবা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'— সংস্কৃত সাহিত্যের পরতে পরতে বসন্ত ও প্রেমের এই অমোঘ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে মদন উৎসবের বাহ্যিক ঘটা কিছুটা কমলেও তার মূল চেতনা আজও

অমলিন। বসন্তপঞ্চমীতে হলুদ বসন পরিধান এবং সরস্বতীপুজো আসলে ইতিবাচকতা ও সৃজনশীলতারই আহ্বান। এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, করুণা ও প্রেম ছাড়া জ্ঞান অর্জন অপূর্ণ থেকে যায়। চরক সংহিতাতেও এই দিনে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় এই দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামে পরিচিত। এখানে সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি শিল্প ও সংগীতের প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও বসন্ত এসেছে আত্মজাগরণের গান হয়ে। গ্রামীণ বাংলার সর্ষেখেত আর আম্রকুঞ্জের মুকুল আজও প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক নিবিড় সংলাপ তৈরি করে। এভাবেই বসন্তপঞ্চমী কামদেব-রতির প্রেমচেতনা ও সরস্বতীর বিদ্যাবোধকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

নাচ, গানের স্কুলে রাত জেগে প্রস্তুতি

শুভদীপ ব্যানার্জি

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : রাত পোহালেই পলাশপ্রিয়ার আরাধনায় মাতবে শহর শিলিগুড়ি। তার আগে রাত জেগে প্রস্তুতি সারল স্কুল পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা। যদিও স্কুল বলতে প্রথম মনে পড়ে পড়াশোনার স্কুলের কথা। তবে সরস্বতী তো শুধু বাগদেবী নন! তাই প্রথাগত সংজ্ঞার বাইরে নাচ-গান-আঁকার কেন্দ্রগুলিও হয়ে ওঠে অন্য ধরনের 'স্কুল'। আর পাঁচটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো এই কুশীলবরাও সারলেন বাণীবন্দনার তোড়জোড়।

শিবমন্দিরের শৈলীশ্রী নৃত্যাঙ্গনে গৌড়ীয় এবং কত্থক শেখেন প্রায় ২৫০ শিক্ষার্থী। বৃহস্পতিবার বিকেলে কর্ণধার সুস্মিতা ঘোষ বললেন, 'আমাদের দেবী প্রতিমা এখন ট্রেনে সওয়ার। আসছে টুঙ্গিদিঘি থেকে। ছাত্রছাত্রীরা আনতে গিয়েছে। আরেক দল এখানে আলপনা, মণ্ডপসজ্জার কাজ করছে। প্রতিবছর সংস্থার সবাই আনন্দে মাতি। পুজো শেষে খিচুড়ি, লাবড়া, মিষ্টি, পায়েস সহযোগে ভোগ খাই। শিক্ষার্থীরা তো থাকেনই। থাকেন নাচের দুই শিক্ষক দিব্যা পাল এবং নিকিতা নিয়োগী।'

মন দিয়ে মণ্ডপ সাজাচ্ছিলেন শিক্ষার্থী দিশা রায়। এপিসি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ওই তরুণী বললেন, 'প্রতিবছর এখানকার পুজো প্রস্তুতিতে যোগ দিই। এখন আলপনা আর অরিগ্যামি নিয়ে ব্যস্ত। কাল সকালে শাড়ি পরে অঞ্জলি দেওয়ার প্রহর গুনছি।'

সুভাষপল্লির ছবিটাও বিন্দুমাত্র আলাদা নয়। মাসচারেক হল পথ চলা শুরু হয়েছে সঞ্চিতা'জ নৃত্যকুঞ্জের। কর্ণধার সঞ্চিতা সিংহের বয়ানে, 'এবছরই প্রথম আরাধনা। আশা করছি, পরের বছর বড় করে আয়োজন করব।' নিজের শিক্ষার্থী জীবনের স্মৃতিচারণ করে বললেন, 'ভীষণ মিস করি দিনগুলো। সেই শাড়ি পরে অঞ্জলি, আড্ডা...!' লেকটাউন সংলগ্ন নৃত্য মন্দিরমের সঞ্চিতা চক্রবর্তীর অকপট স্বীকারোক্তি, 'আমাদের কাছে সরস্বতীপুজোর আনন্দ দুর্গাপুজোর চেয়েও বেশি ছিল। এখন অমলিন আনন্দ ভুলেই গিয়েছে শিক্ষার্থীরা।'

গানের স্কুলগুলোও পিছিয়ে নেই। রাতেই প্রস্তুতি সেরেছে গায়ক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের সুরের ঝর্ণা অ্যাকাডেমি। প্রধাননগরের মধুমিতা দে সরকার গত ২৫ বছর ধরে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখান, চর্চা করেন। তিনি জানালেন, সকাল ৭টায় পুজো। স্মৃতিচারণায় তাঁর সংযোজন, '৫ বছর বয়সে নাড়া বাঁধি গুরুর কাছে। সরস্বতীপুজোর সকালে কতবার ঘুম ভাঙেনি। মা-বাবা ঠেলে তুলে দিতেন। সেই শিক্ষা এখনও চলছে।'

শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনী, হাকিমপাড়ার আনন্দধারা সংগীত অ্যাকাডেমির কর্ণধার অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'ছোটবেলায় অনুষ্ঠান থাকত। একক অনুষ্ঠানও করছি অনেক। এবছর কলেজের অনুষ্ঠানে গাইব।'

সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে কলেজপাড়ার রাস্তায় আলপনা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

বিদ্যার দেবী বর দাও

শুক্রবারও সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার তাড়া। তবে, স্কুল কিংবা টিউশনের জন্য নয়, কাঁচা হলুদ মেখে স্নান সেরে ধোয়া জামাকাপড় পরে বসতে হবে পুজোর আসরে। ঢুলুঢুলু চোখে অঞ্জলি। ঠাকুরমশাইয়ের কঠিন উচ্চারণের সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা। আড়চোখে কুলের দিকে নজর গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া, কারণ মা বলেছে পুজোর আগে ও জিনিস খেলে পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া নিশ্চিত। ঘুম ভাঙানোর এই জোরাজুরিতে অবশ্য রাগ নেই। বছরে একবারই আসে, বাণীবন্দনায় মেতে ওঠে ওরা। এবছর বাগদেবীর কাছে কী বর চাইবে ছোটরা? শুনলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

টিটি প্লেয়ার

সরস্বতী ঠাকুরকে বলব, আমি যেন নম্বর ওয়ান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হতে পারি। আমি যেন পড়াশোনা শিখে অনেক বড় হতে পারি। আমার বেস্টফ্রেন্ডদের কাছে কখনও যেন অন্য কেউ বেশি প্রিয় না হয়ে ওঠে। আমরা সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে চাই।

- **শ্রীমান্তিকা পাল**, তৃতীয় শ্রেণি, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল

দাবাই সেরা

দাবা খেলায় সেরা হতে চাই, তুমি দেখ ঠাকুর প্লিজ। আমার বাবা-মা, স্যর-ম্যাডামদের খুব খুব ভালো রেখ। পড়াশোনা যেন বেশি করে মনে রাখতে পারি। এটুকুই চাই, বেশি কিছু না।

- **পৃথিকা সাহা**, পঞ্চম শ্রেণি, নির্মলা কনভেন্ট

অঙ্কের মাথা

জানো ঠাকুর, আমি অঙ্কে খুব কাঁচা। কষতে বসলেই গুলিয়ে যায় সব। তাই অঙ্কে যেন ভালো হতে পারি, সেই বর চাইব। আর চাইব, আমার স্কুলের স্যরদের রাগ যাতে কিছুটা কমে যায়। তাহলে, ভুল করলে কম বকাবকি করবে।

- **স্বর্ণব পাল**, ষষ্ঠ শ্রেণি, শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ

বিধান রোড থেকে প্রতিমা নিয়ে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

খেলনা চাই

স্কুলের পুজোয় অঞ্জলি দেব। ঠাকুরের কাছে প্রচুর খেলনা চাইব। আমার ঘর যাতে ভরতিইইই হয়ে যায়, ওতগুলো খেলনা চাই আমার।

- **সানায়া আগরওয়াল**, কেজি, নির্মলা কনভেন্ট

ইতিহাসে খটকা

ইতিহাস বুঝতে অসুবিধা হয়। ঠাকুরের কাছে বর চাইব, যেন পরীক্ষার হলে বসে সাল, তারিখগুলো নিয়ে গণ্ডগোল না পাকিয়ে ফেলি। সব যেন সহজে আমার মাথায় ঢুকে যায়। এবার রেজাল্ট যেন খুব ভালো করে দেয়। মা সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করতে সেজন্যই তো উপোস করে সমস্ত নিয়ম মেনে অঞ্জলি দেব।

- **বিবেক দত্ত**, অষ্টম শ্রেণি, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

সাইকেল শেখাও

অনেক কিছুই চাই আমরা। এই ধর, ফাইনাল পরীক্ষায় যেন ভালো ফল করতে পারি। বাড়ির সবার সঙ্গে আরও বেশি করে ঘুরে বেড়াতে পারি। পরীক্ষার পর যেন দিদাবাড়িতে ছুটি কাটাতে পারি। মা যেন আমাকে পিৎজা খাওয়ায়। সাইকেল চালানোটাও তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিও ঠাকুর!

- **ভিভান মাইতি**, পঞ্চম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফস স্কুল

সবজি, ফলের দামে হাত পুড়ছে ক্রেতার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ক্ষুদিরামপল্লির সবজি বাজারে বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফলের বাজার করতে গিয়েছিলেন সুবীরেশ দাস। ডালায় আপেল, কমলালেবু, কুল, সাকালু দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করলেন, 'আপেলের দাম কত?' প্রশ্নের উত্তরে চমকে উঠলেন সুবীরেশ। '১৫০ টাকা কেজি' শুনে সুবীরেশের পালটা প্রশ্ন, 'এক সপ্তাহ আগেই তো ১২০ টাকা ছিল। এক সপ্তাহে তিরিশ টাকা বেড়ে গেল?' ব্যবসায়ীর সংক্ষেপে উত্তর, 'সরস্বতীপুজোর চাহিদা।'

শুধু আপেল নয়। কমলালেবু, সাকালু, কুল থেকে পেয়ারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কেজিপ্রতি পঞ্চাশ টাকার উপর উঠল প্রতিটি ফলের দাম। এদিন ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারে আপেলের দাম ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা কেজিপ্রতি থাকলেও সুভাষপল্লি বাজারে কেজি প্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। হায়দরপাড়ায় কেজিপ্রতি কমলালেবুর দাম চড়ল ২০০ টাকায়। একই দাম নজরে পড়ল ঘোগোমালিতেও। প্রতিটি বাজারে সাকালুর দাম কেজিপ্রতি ছিল ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকার মধ্যে।

এ তো গেল ফলের হিসেব। সবজির দামেও এদিন ছিল দাপট। এক সপ্তাহ আগের দামের তুলনায় চড়াই উতরাই ঘটল সবজির দামে। এদিন গত এক সপ্তাহের তুলনায় আলুর দামে সেরকম তারতম্য না থাকলেও পটলের দাম কুড়ি টাকা থেকে আশি টাকা পর্যন্ত কেজিপ্রতি বাড়ল। ভেন্ডির দাম বাড়ল কেজিপ্রতি গড়ে দশ থেকে তিরিশ টাকা। সুযোগ বুঝে দাম বাড়ানোর বিষয়টি কার্যত স্বীকার করছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। তাঁর বক্তব্য, 'মূল্যবৃদ্ধির সেরকম কোনও কারণ নেই। চাহিদা বাড়ার কারণেই হয়তো দাম বেড়েছে।'

এদিন বেলা গড়াতেই বাজারে গিয়েছিলেন মানসী দে। সুভাষপল্লি সবজি বাজারে এসে পটলের দাম শুনেই কার্যত মাথায় হাত পড়ে যায় তাঁর। সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার সরকার জানান, পটল ২৮০ টাকা কেজি। সমস্ত সবজিই কি তাহলে আকাশছোঁয়া? বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজারের ব্যবসায়ী বিকাশ সাহা ফিরিস্তি বের করে দাবি করলেন, 'গত সপ্তাহেই তো আলু কেজিপ্রতি আঠারো টাকা ছিল। আজকে কেজিপ্রতি ১৫ থেকে ১৮ টাকা।' তবে শুধু আলু দেখলেই যে হবে না। এদিন বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম ছিল কেজিপ্রতি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। ঝংকার মোড় বাজারে এদিন পেঁয়াজের দাম ছিল গড়ে চল্লিশ টাকা। টমেটোর দাম ছিল কেজিপ্রতি ষাট টাকা। বেগুন ছিল ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজি। দামের এই পাহাড়ের মধ্যেই অনেকের বাজেট ফেল করে।

হায়দরপাড়ায় বাজার করতে এসে এদিন দুশো টাকার মধ্যে পাঁচ ধরনের ফল কিনতে গিয়ে সুমিতা দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম, মা সরস্বতীকে এবারে একটু বেশি করে ফলপ্রসাদ দেব। যা পরিস্থিতি, মনমতো কিছুই কেনা গেল না।' বাজার থেকে ফেরার পথে একই সুর পার্বতী দাসের, 'এবারে দাম সত্যি আকাশছোঁয়া। ঠিকমতো পুজোর কেনাকাটাই করা গেল না।'

নেতাজি গিয়েছেন, নেতা এসেছেন

নেতাজিকে আইকনিক স্লোগানের আড়ালে রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। জন্মদিন এলেই ঘটা করে বের করা হয়। তখন নেতাজিপুজোয় চোরজোচ্চোরদেরও ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। সেসব কাটিয়ে স্বয়ং নেতাজিও কি পারতেন সাধারণের বৃত্তে গিয়ে জেন জেড বা জেন আলফার চৈতন্যে রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা আদায়ের ডাক পৌঁছে দিতে? প্রশ্ন তুললেন নাট্যকার, আবৃত্তিকার, অধ্যাপক **ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল**।

'যৌবন সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি- বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ আমরা অবিরামগতি। আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা-সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।'

বাৎসরান্তে একদিন সঞ্চয়িতা বা গীতবিতান খুলে রবীন্দ্রপ্রীতি প্রকাশে নিজস্ব জাত্যভিমান প্রদর্শনকারী বাঙালি কি তাদের আরেক শ্লাঘা-উদ্রেককারী বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' থেকে নেওয়া অনুচ্ছেদ দুটি চিনতে পারে? অথচ সুভাষ তাঁর স্বদেশ, সময়, প্রজন্মকে কী নিবিড়ভাবে চিনতেন তার উল্লিখিত অতিখণ্ডিত এক অংশ মন দিয়ে ফিরে পড়লে বোঝা যায়, আজকেও তাঁর উপলব্ধির সার্থকতা।

জেন জেড, জেন আলফা না হয় সুভাষের থেকে শতবর্ষ পেরোনো প্রজন্ম। তার আগের প্রজন্মকেই প্রশ্ন করা যায় যদি ওই মহামানব সম্পর্কে, তবে ক্লাস নাইনে বাংলা রচনা বইয়ের বাইরে জেনারেল নলেজ খুব বেশি দূর যাবে কি? যে প্রজন্ম বিয়ের অনুষ্ঠানে নববধূর হাতে উপহারস্বরূপ শৈলেশ দে'র লেখা 'আমি সুভাষ বলছি' তুলে দিতেন, তাঁরা 'নেতাজি' বলতে যে স্পন্দন অনুভব করতেন, সেটার অনুরণন তাঁদের অনুসারী প্রজন্মে কতটা রেখে গিয়েছেন?

দেওয়াল লিখনে 'নেতাজি ফিরবেন নেতার বেশেই', সিনেমায় আর গল্পে 'গুমনামি বাবা' কিংবা 'শৌলমারির সাধুই কি নেতাজি?', রাজনীতিতে 'কারা নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলেছিল, আমরা ভুলে যাব?', সামাজিকতায় পাড়ায় পাড়ায় নেতাজি স্পোর্টিং থেকে নেতাজি কেবিন আর অতি অবশ্যই নানা সাইজের নানা চেহারার মূর্তি প্রতিষ্ঠা! আর একটু জিজ্ঞাসু বাঙালি কদাচিৎ কলকাতায় এলগিন রোডের নেতাজি ভবন ও মিউজিয়াম ঘুরে সুগতবাবুকে পেয়ে গেলে সেলফিধন্য হয়ে আত্মতুষ্টি প্রচার করে। এই তো বাঙালির নেতাজি চর্চা।

নেতাজির পরবর্তী জীবনের রহস্য নিয়ে যত তদন্ত, যত আলাপ-বিলাপ-প্রলাপ, এসবের চাইতে তাঁর সক্রিয়তা পর্বের বীরত্বের সামান্য ভাগ যদি অন্তত তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলও

খোলা জানালা

জেন জেড না হয় সুভাষের থেকে শতবর্ষ পেরোনো প্রজন্ম। কিন্তু যে প্রজন্ম বিবাহ অনুষ্ঠানে নববধূর হাতে উপহারস্বরূপ শৈলেশ দে প্রণীত 'আমি সুভাষ বলছি' তুলে দিতেন, তাঁরা 'নেতাজি' বলতে যে স্পন্দন অনুভব করতেন, সেটার অনুরণন তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মে কতটা রেখে গিয়েছেন?

দেখাতে পারত, তাহলে বাংলার এই বিপন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে একটা আশার ছবি জেগে উঠত। কিন্তু বাঙালি হিসেবে নেতাজিকে রক্ষার প্রশ্নে আমাদের গলার শিরা ফুলিয়ে আত্মসমর্পণ কেবল দুটি বিবাদে তর্ক করতে-এক, দেশের টাকায় নেতাজির ছবিও থাকতে হবে, একা গান্ধি কেন? দুই, নেহরুর জন্য নেতাজির ওই দশা হল, অতএব আমরা নেহরুজ্যাকেট (জহর কোট) কিছুতেই পরব না!

নেতাজির আইকনিক স্লোগান, ছবি, ভাষণ ও মূর্তির সুসজ্জিত বৈভবের আড়ালে সেই মহামানবকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থে। জন্মদিন এলেই ঘটা করে নেতাজিপুজোয় চোরজোচ্চোরদের ঠেলাঠেলি চলছে। এতকিছু কাটিয়ে উঠে স্বয়ং নেতাজিও কি পারতেন সাধারণের বৃত্তে গিয়ে জেন জেড বা জেন আলফার চৈতন্যে রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা আদায়ের ডাক পৌঁছে দিতে?

নেতাজি সত্যিই গিয়েছেন, তাই আমাদের জন্য এত এত নেতা এসেছেন!

সরস্বতীপুজো এলে ফুটপাথে বদলে যায় পেশা

ফুটপাথনামা

চৈতন্য পালের পরিচয় তিনি ফল বিক্রেতা। তবে পুজো এলে তিনি হাসপাতাল মোড়ে মূর্তি বেচেন। গৌতম হালদার চাকরি করলেও তিনিও অফিস ছুটি নিয়ে মূর্তি বেচেন। আর মাছ বিক্রেতা পিন্টু মাহাতো পুজো এলে হয়ে যান দশকর্মার ব্যাপারী।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : পুজো এলেই তাঁদের পেশা বদলে যায়। বছরের অন্য সময় কেউ দোকানে কাজ করেন, কেউ চাকরি করেন, কেউ ফল বিক্রি করেন, কেউ মাছ বিক্রি করেন। তবে পুজোর আগে সব কাজ থেকে ক'টাদিন অব্যাহতি নিয়ে মূর্তি বিক্রি, দশকর্মার সামগ্রী বিক্রি করতে ফুটপাথজুড়ে দেখা যায় নতুন নতুন মুখ। সেটা দু-তিনদিনের জন্য।

প্রায় পনেরো বছর ধরে মূর্তি কিনে এনে পুজোর আগে হাসপাতাল মোড়ের সামনে দোকান দিয়ে বসেন চৈতন্য পাল। অন্য সময়ে ফল বিক্রি করেন তিনি। এখন এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, আর সেই অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। বাড়িতে ছেলে রয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক দেবে। তিনি বলছিলেন, 'একটু বাড়তি লাভের আশাতেই বিভিন্ন পুজোর আগে মূর্তি বিক্রি করে থাকি। লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতীপুজোর আগে এখানেই প্রতিমা নিয়ে বসি।'

শ্বশুরবাড়ির তৈরি সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে বছর পাঁচেক ধরে পুজোর আগে দোকান দিচ্ছেন গৌতম হালদার। সেই বাড়িতে কোনও ছেলে না থাকায় জামাই হয়ে তিনিই কাঁধে তুলে নিয়েছেন গুরুদায়িত্ব। পেশায় তিনি চাকরিজীবী, তবে পুজোর আগে ছুটি নিয়ে নেন তিন-চারদিনের। সেই ক'দিন আস্তানা ফুটপাথ। খাওয়া-দাওয়া সব এখানেই। রাত বারোটার দিকে রওনা দেন বাড়ির উদ্দেশে। চয়নপাড়ার পালপাড়াতেই তার শ্বশুরবাড়ি। সেখান থেকেই আনা হয় মূর্তি।

ফুটপাথের ধারে থাকা এই দোকানের মূর্তিগুলোর দাম বদলে যায় চোখের নিমেষে। এক ক্রেতাকে ৬০০ বলেই অন্য ক্রেতাকে তা অনায়াশেই ৮০০ বলে দিলেন বিক্রেতা। পরে দেখা গেল, সেই মূর্তিই বিক্রি করে দিলেন ৪৫০ টাকায়। শেয়ার বাজারের মতো মূর্তির দামে এই ওঠাপড়ায় চক্ষু চড়কগাছ হয় অনেকেরই। এই নিয়েই বিধান রোডের এক ব্যবসায়ী নীতিন পাল হাসতে হাসতে বললেন, 'ক্রেতা বুঝে এগুলো করা হয়ে থাকে। কোনও ক্রেতাকে মূর্তির দাম ২০০০ টাকা বলা হলে সে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে আর আমি যদি আগেই ৫০০ টাকা বলি তাহলে সে আরও দাম কমিয়ে দেবে। এগুলো ব্যবসায়িক ফন্দি। ব্যবসা করতে গেলে এসব একটু-আধটু করতে হয়।'

সারাবছর মিস্ত্রির কাজ করেন, বাঁশের নানা কাজ জানেন সুদীপ দাস। তাই সরস্বতীপুজোর আগে বাঁশের মণ্ডপ তৈরি করে বিক্রি করেন রাস্তার ধারে। একসময় বেড়ার দোকান ছিল, তবে এখন আর সেসব কেউ কেনেন না। তাই পুজোর আগে বাঁশের এই মণ্ডপগুলো তৈরি করেই বিক্রি করেন তিনি। এবছর প্রায় ৩০টা মণ্ডপ তৈরি করেছেন। অনেকগুলোই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকালেও বসবেন তারপর আবার ফিরে যাবেন নিজের অন্য কাজে।

পেশায় তিনি মাছ বিক্রেতা। তবে দু'দিনের জন্য ফুল, দশকর্মার সামগ্রী বিক্রেতা হয়ে যান মাটিগাড়ার পিন্টু মাহাতো। পলাশ, পান, দোয়াত, কাঁচা হলুদ, দশকর্মার সামগ্রী সহ নানা জিনিস নিয়ে নানা পসরা সাজিয়ে বসেছেন মহাবীরস্থানে। বলছিলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকেই দোকান দিয়েছি। পুজোর দিন মাছের অত চাহিদা থাকবে না যতটা পুজোর ফুলের আর দশকর্মার চাহিদা থাকে। সেকারণেই পুজোর দিন আর তার আগের দিনটা মাছ বিক্রি ছেড়ে এদিকেই মন দিই।'

যে কোনও পুজোর আগে এই ফুটপাথ হয়ে ওঠে তাঁদের আস্তানা। অনেক আশা নিয়ে, বাড়তি উপার্জনের তাগিদে নানা জায়গা থেকে ছুটে আসেন তাঁরা। কিছু লাভের কড়ি নিয়ে ফিরে যান বাড়িতে।

কোনও ক্রেতাকে মূর্তির দাম ২০০০ টাকা বলা হলে তিনি ৫০০ টাকা থেকে শুরু করেন। আর আমি যদি আগেই ৫০০ টাকা বলি তাহলে তিনি আরও দাম কমিয়ে দেবেন।

-নীতিন পাল

বিধানরোডে পছন্দসই প্রতিমা কিনতে ভিড়। বৃহস্পতিবার সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

জুয়া বন্ধের দাবি

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিতে শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হলেন কাউন্সিলার। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের লক্ষ্মী পালের কথায়, 'মাতৃসদনের উলটো দিকে হাসপাতালের জন্য একটি জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে। সেখানে দিনরাত কিছু বহিরাগত এবং কিছু স্থানীয় মিলে জুয়ার আসর বসাচ্ছে। প্রতিদিন সেই জুয়ার ঠেকে গণ্ডগোল হচ্ছে।' এদিকে, পাঁচিলের বাইরেই একটি টেবিল পেতে রুমাল বিক্রির বাহানায় লটারি খেলা হচ্ছে। এলাকার রিকশা, টোটোচালক থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়ারাও সেই জুয়ায় আসক্ত হচ্ছে। অবিলম্বে এই জুয়া বন্ধ করতে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে হবে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

ড্রোনে নজর

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড় পর্যন্ত যানজট সমস্যার সমাধানে ড্রোন উড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। এদিন দুইবার ড্রোন উড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'আমরা বেশ কিছু ফুটেজ নিয়েছি। কারণ অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

যারা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে

- নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
- পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন
- রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠ
- শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
- জ্যোৎস্নাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
- বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)
- নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটি
- ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি পাবলিক স্কুল
- মোডেলা কেয়ারটেকার সেন্টার ও স্কুল
- হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চবিদ্যালয় (উঃ মাঃ)
- মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুল

Need Hearing Aid?

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

সমারোহে... কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্টের

পুজো, নমাজ দুই-ই হবে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বসন্ত পঞ্চমী ও শুক্রবারের জুম্মার নমাজ একই দিনে পড়ায় মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরে উপাসনা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তার অবসান ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ভোজশালা চত্বরে হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ আচার পালন করতে পারবেন।

আদালত নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি এলাকায় জুম্মার নমাজ অনুষ্ঠিত হবে। নমাজের পর জনসমাগম দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একই চত্বরে পৃথক একটি স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রথাগত সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা রাখা হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রবেশের পথও থাকবে আলাদা।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ জানিয়েছে, যাঁরা নমাজ পড়বেন, তাঁদের তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি তিন বিচারপতির বেঞ্চ দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ৮,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিসি ক্যামেরা, সমাজমাধ্যমের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

- একই দিনে পৃথক স্থানে পুজো ও নমাজ সম্পন্ন হবে
- দুপুর ১টা-৩টে পর্যন্ত নমাজের জন্য সময় বরাদ্দ
- মূল বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে
- এএসআই-এর গোপনীয় সমীক্ষা রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ

গত ২৩ বছর ধরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর নিয়ম অনুযায়ী, হিন্দুরা মঙ্গলবার এবং মুসলিমরা শুক্রবার এখানে উপাসনা করেন। ২০১৬ সালেও এই দুই তিথি একই দিনে পড়ায় ধারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মূল বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে এবং ডিভিশন বেঞ্চকে দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানি শুরু করতে বলেছে। একই সঙ্গে এএসআই-এর সিলমোহর দেওয়া সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ্য আদালতে খোলার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২৪ সালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ওই স্থানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে বলে খবর।

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ জওয়ান। বৃহস্পতিবার জঙ্গি দমন অভিযানে যাওয়ার পথে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনার গাড়িটি ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনায় আরও ১০ জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, বুলেটপ্রুফ ‘ক্যাসপির’ গাড়িটি ভাদেরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় খান্নি টপের কাছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চড়াই-উতরাই পেরোতে গিয়ে পিছলে যায়। সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, ‘অভিযানে যাওয়ার সময় দুর্গম পথ ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেনার গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। এতে বেশ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।’

জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘ডোডায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের সাহসী জওয়ানদের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।’

ফের হামলা অস্ট্রেলিয়ায়

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি : সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ স্মৃতি ফিকে হওয়ার আগেই ফের রক্তাক্ত হল অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলসের লেক কার্গেলিগো এলাকায় এক বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু-জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আততায়ীকে ধরতে শহরে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে ৪০ নাগাদ লেক কার্গেলিগো এলাকার ওয়াকার স্ট্রিটে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

খালাস সজ্জন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : শিখ বিরোধী হিংসার অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারকে মুক্তি দিল দিল্লির একটি আদালত। এই রায়ে হতাশ জানকপুরী, বিকাশপুরীর স্বজনহারা পরিবারগুলি। বিশেষ বিচারক দিগ্বিজয় সিং জানান, সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।

‘বইতীর্থ’-এর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বইতীর্থ’ নির্মাণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি। একইসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসআইআরের শুনানিতে তলবের বিরুদ্ধে হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি কোনওদিন এসআইআরে ছিল না। একমাত্র এই রাজ্যে হচ্ছে। এসআইআরের কারণে বাংলায় ইতিমধ্যেই ১১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করুন।’

তিনি আরও জানান, এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী হয়রানির ঘটনা নিয়ে তিনি ২৬টি কবিতা লিখেছেন। ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে এই সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে। এবারের বইমেলায় নতুন ৯টি বই প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর।

মাওবাদী নেতা সহ নিহত ১৫

রাঁচি, ২২ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার সারান্ডা অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হানায় মৃত্যু হল অন্যতম শীর্ষ মাওবাদী নেতা পতিরাম মাঝি ওরফে ‘অনল দা’র। বৃহস্পতিবার ভোরে ছোটনাগরা থানার কুম্বাদিহ গ্রামের কাছে ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অনল দা সহ মোট ১৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহত পতিরামের মাথার ওপর ১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার। এছাড়া ৫০ লক্ষ টাকার ইনামধারী আরও এক মাওবাদী এই অভিযানে মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও ১৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে আরও এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা থিপ্পিরি তিরুপতির খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে রেখে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মহিলা মেয়র

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি : বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়র পদে বসতে চলেছেন একজন মহিলা (সাধারণ)। বিএমসি সহ ২৯টি পুরসভার মেয়র পদটি কাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তা বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরে এক লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মুম্বইয়ের পাশাপাশি পুনে, ধুলে, নাগপুর পুরসভাও মহিলা মেয়র পেতে চলেছে। যদিও লটারি প্রক্রিয়া নিয়েই আপত্তি তুলেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র কিশোরী পেড়নেকার। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে লটারি করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় রিগিং করারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মেয়র প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে তেজস্বী অভিষেক ঘোসালকার এবং যোগীতা সুনীল কোলি।

রাতারাতি বদল মেধাতালিকায়, জটের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের। বুধবারই একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে তারা। অথচ রাতারাতি সেই তালিকা বদলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুনঃপ্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছে, অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বহু পরীক্ষার্থীর নম্বর যোগ করা হয়েছে। শুধু অভিজ্ঞতার নম্বর নয়, তাদের প্রকাশিত তালিকায় এখনও বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। নম্বরে গরমিল, যোগ্যদের তালিকায় স্থান না পাওয়া, নতুনরা বঞ্চিত হয়েছেন, এই ধরনের নানা অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীরাও। ফলে নতুন এই তালিকা নিয়ে অভিযোগের জল গড়াতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, প্রথমেই কেন সঠিক তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না? তবে এসএসসি সূত্রে খবর, পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে সমানভাবে সকল চাকরিপ্রার্থী তালিকায় সুযোগ পেয়েছেন। আগেই প্রায় ১৩০০ জন ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা নথি যাচাইয়ের ডাক পাননি। তখন থেকেই তাঁরা বঞ্চিত তালিকায় চলে গিয়েছেন। এবার যাঁরা মেধাতালিকা ও ওয়েটিং লিস্টে সুযোগ পেলেন না, তাঁদের সুরাহার জন্য শীঘ্রই আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন ‘যোগ্য’রা। তবে শূন্যপদের ওপর ভিত্তি করে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা আদৌ কাউন্সেলিংয়ের ডাক পাবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, ‘কাউন্সেলিং শেষ হলে তবে হিসেব করা যাবে কতজন যোগ্য সুযোগ পেলেন না। মোট হিসেব পেলে তবেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারব।’ বিষয়টি নজরে এসেছে আইনজীবীদেরও। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কথায়, ‘অনেক ক্ষেত্রে যোগে ভুল করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার নম্বর সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। এমনিতেই নতুন রুল নিয়ে মামলা চলছে। এই বিষয়গুলিও আদালতের সামনে আনা হবে।’ আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরীর কথায়, ‘সবচেয়ে বড় কথা, যোগ্যরা বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন। ২৭ জানুয়ারি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফের আদালতে উঠবে। তখন এই বিষয়গুলিও জানানো হবে।’ আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর কথায়, ‘নতুন মেধাতালিকায় নানা ত্রুটি রয়েছে। কেউ বঞ্চিত হয়েছে এই অভিযোগ করলেই মামলা হবে।’

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি

হিরণ-দিলীপকে নিয়ে সরস চর্চা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : কথায় বলে ‘কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ’। দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্নাথ ধামে যাওয়া আর বিয়ে, এই দুই জোড়া ফাঁড়ায় দলীয় বৃত্ত থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সময় অনেকেই মনে করেছিল ’২৬-এর বিধানসভায় বিজেপির খড়্গপুর আসন হিরণের জন্য নিষ্কণ্টক হয়ে গেল। কিন্তু গত কয়েকদিনের পরিস্থিতির নিরিখে সেই হিরণই এখন মাঠের বাইরে।

পরিষদীয় বা মেঠো রাজনীতির কোনওটাতেই সেভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না খড়্গপুরের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একবার শিবির বদলের অভিযোগ উঠেছিল। এরই মধ্যে আচমকা সমাজমাধ্যমে নিজের বিয়ের ছবি পোস্টে চর্চায় হিরণ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন বারবার।

বুধবার খড়্গপুরের আনন্দপুর থানায় হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের এফআইআর দায়ের করার পর গোল বাঁধে। হিরণের নববিবাহিত স্ত্রী রীতিকা গিরির দাবি, গত পাঁচ বছর ধরেই তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন। তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে অনিন্দিতা জানেন। অনিন্দিতাকে আইনমাফিক বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশও পাঠানো হয়েছে। যদিও রীতিকার এই দাবি অস্বীকার করেই

তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন অনিন্দিতা। সূত্রের খবর, অনিন্দিতার পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল। ভোটের মুখে খড়্গপুর আসনে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে সতর্ক দল। বরাবরই খড়্গপুরের বর্তমান ও প্রাক্তনীর মধ্যে সম্পর্ক অম্লমধুর। হিরণের ঘটনায় সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও দিলীপ ঘনিষ্ঠ শিবিরের মতে খড়্গপুরের আসন এখন ‘দাদা’র জন্য নিষ্কণ্টক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সেটাই এখন দেখার।

জি রাম জি

শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় : রাহুল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অধুনা বাতিল তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের সঙ্গে সদ্য তৈরি হওয়া ভিবি জি রাম জি আইনের তুলনা টানলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস আয়োজিত জাতীয় মনরেগা শ্রমিকদের কনভেনশনে কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর তোপ, ‘মোদি সরকার এর আগে কৃষকদের বিরুদ্ধে যে কালো আইনগুলি এনেছিল, সেগুলি কৃষকরা আটকে দিয়েছিলেন। যে অন্যায় কৃষকদের বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেটা এবার শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও হচ্ছে।’ তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘ভিবি জি রাম জি একটি জুমলা। গরিবদের অধিকারের ওপর হামলা।’ জি রাম জি বিল নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই সমালোচনাকে হিন্দুবিরোধী বলে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও। মনরেগার সঙ্গে জি রাম জি-র তুলনা টেনে রাহুল বলেন, ‘মনরেগা গরিবদের হাতে অধিকার দিয়েছে। যাঁদের কাজের প্রয়োজন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ চাইতে পারেন সেই ধারণা থেকেই ওই আইন তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মনরেগাকে চালানো হত। মনরেগা মানুষের আওয়াজ ছিল, অধিকার ছিল। একেই খতম করতে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’ মনরেগার পুনরুজ্জীবনে এবং জি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী প্রচার-আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস।

এবার রাজ্যপাল গেহলট বিতর্কে

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর পর এবার সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধ বিতর্কের জল গড়াল কর্ণাটকেও। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস বিধায়করা। তাঁরা রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএ জমানার মনরেগা বাদ দিয়েছে বলে প্রথমে ওই ভাষণ পাঠই করতে চাননি রাজ্যপাল। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিও সেই রাজ্যের বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করার অভিযোগ তুলে ভাষণ পাঠ না করেই সভাকক্ষ ছেড়েছিলেন। থাওয়ারচাঁদ গেহলটের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বোর্ড অফ পিস গঠনের ঘোষণা

দাভোস, ২২ জানুয়ারি : ‘লোকে আমাকে ভয়ংকর স্বৈরাচারী শাসক বলে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বক্তৃতার এত প্রশংসা হয়েছে! তবে সত্যি বলতে, মাঝেমাঝে একজন একনায়কের প্রয়োজন হয়।’ সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) মঞ্চে এভাবেই ফের বিতর্কের ঝড় তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোসেই তাঁর বহুচর্চিত ‘বোর্ড অফ পিস’ বা শান্তি পরিষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন তিনি। যে বোর্ডের স্থায়ী চেয়ারম্যান হবেন ট্রাম্প। পরিষদের সদস্য হিসাবে যে দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের অনেকেই এদিন বোর্ডের সনদে সই করেছে।

অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ট্রাম্পের পাশে বসে বোর্ড অফ পিসে যোগ দেওয়ার সময় দৃশ্যতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে তাঁকে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরির মতো কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। তবে ভারত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি। সূত্রের খবর, সাউথ ব্লক শান্তি পরিষদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব খতিয়ে দেখছে। ট্রাম্পের এই উদ্যোগে শামিল হতে সরাসরি অস্বীকার করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। ব্রিটিশ বিদেশসচিব ইভেট কুপার সাফ জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এই বোর্ডে থাকা নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁর মতে, এই বোর্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

দাভোসে ট্রাম্প

- বোর্ড অফ পিসে শামিল পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরি
- যোগ দিতে রাজি হয়নি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। নীরব ভারত
- হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার হুঁশিয়ারি

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদ নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। তাঁদের যুক্তি, বোর্ড অফ পিস আগামী দিনে রাষ্ট্রসংঘের সমান্তরাল একটি সংগঠনে পরিণত হবে। যার শীর্ষে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ, বোর্ড অফ পিসকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। যা ট্রাম্পের ‘একনায়ক’ ও ‘স্বৈরাচারী শাসক’ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বোর্ড অফ পিসের মঞ্চে অবশ্য ট্রাম্পকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এটি বিশ্বের ইতিহাসের সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড হতে চলেছে। এই শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত ইরানের পারমাণবিক হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমেই।’ গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘হামাস যদি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, যদিও আমি মনে করি সম্ভবত তারা করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ।’

ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয়
২০২৫ সালের জন্য সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার

হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ২০২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণির হ্যান্ডলুম পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত বিন্যাস অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আবেদনপত্রটি পূরণ করার হেতু আহ্বান জানানো হচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণটি উল্লেখ করা হইল :

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	বিভাগ	উপ-বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
০১	সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এসকে এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৩
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
			মোট পুরস্কার	০৬
০২	জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এন এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৮
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০২
			তরুণ তাঁতি (বয়স ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে নয়)	০১
			দিব্যাঙ্গ তাঁতি	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
		ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট		০২
		হ্যান্ডলুম পণ্যের বিপণন		০২
		স্টার্ট আপ উদ্যোগ/ প্রযোজক সংস্থা		০১
			সম্পূর্ণ (বি)	১৯
			সম্পূর্ণ (এ+বি)	২৫

২. যোগ্যতার মানদণ্ড, বয়স, অভিজ্ঞতা, আবেদনপত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য হস্তশিল্প তাঁতের জন্য উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.handlooms.nic.in) থেকে ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো তথ্যের জন্য আবেদনকারীরা নিকটস্থ উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
৩. আবেদনপত্রগুলি অনলাইন এবং অফলাইন উভয়মাধ্যমেই (ডুয়াল মোড) জমা দিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রটি "মাই হ্যান্ডলুম" পোর্টালের (https://myhandlooms.gov.in) মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এছাড়া অফলাইন আবেদনপত্র যেটি সবদিক থেকে সঠিকভাবে পূর্ণ করা, সঙ্গে হাতে-বোনা নমুনা (যেখানে প্রযোজ্য), অনলাইন আবেদনপত্রটির প্রিন্ট আউট, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ২৩শে মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে নিকটস্থ ডব্লিউএসসি-তে জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কমিশনার (হস্তচালিত তাঁতশিল্প)

CBC 41102/11/0008/2526

‘নো এসআইআর নো ভোট’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ফরাক্কা বিডিও অফিসে তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের তাণ্ডবের পর জেলারই আর এক শাসকদলের বিধায়ক আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শুনানিকেন্দ্রে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। শুনানিতে উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ফের জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে এসে এসআইআর পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার দাবি তুলে বলেছেন, নির্বিঘ্নে এসআইআর হতে না দিলে ভোটই হতে দেব না।

বুধবারই রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, কাউকেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন। জ্ঞানেশের সেই আশ্বাসের পরেই বৃহস্পতিবার ফরাক্কার ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় কমিশন। জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়।

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কার্যকর কার্যকর করার নির্দেশ দেয় কমিশন। এরপরেই ফরাক্কার ঘটনা রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাত চরমে পৌঁছোল বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশনের উদ্দেশে প্রকাশ্য সভা থেকে মণিরুল কমিশনের আধিকারিকদের ‘টেনে বার করে মারব’ এই নিদান দেন। কমিশনের মতে যা যথেষ্ট উসকানিমূলক। কমিশনের নির্দেশে ফরাক্কা থানায় এফআইআর দায়ের হলেও মণিরুলের নাম না থাকায় মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নির্দেশ দেয় কমিশন।

শমীকের বার্তা

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমার ধারণা, তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেবে না। কারণ, এখানের সরকার সংবিধান মানে না। আইন মানে না। তাই এর দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের মতো সংবিধানের রক্ষকদের।’

এদিন কমিশনকে নিশানা করে শমীক বলেন, ‘সমাজের প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তির নামে পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য আপলোড করে কমিশনকে হেয় করা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা চাই শুধু বিজেপির নয় সব রাজনৈতিক দলের ফর্ম-৭ জমা নিতে হবে কমিশনকে। না নিলে এসআইআর হওয়ার কোনও অর্থ নেই। তাতে দেরি হলে হবে।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘নির্বিঘ্নে এসআইআর করতে না দিলে রাজ্যে ভোটই হতে দেব না।’ কিন্তু ‘নো এসআইআর নো ভোট’ এটাই বিজেপির দাবি।

এদিন রাজ্যের ৩৩ এসআইআর অবজার্ভারদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তর বৈঠক নিয়ে শমীক বলেন, ‘স্পেশাল না সুপার স্পেশাল, ওসব বুঝি না। আবারও বলছি, জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে না বসে থেকে কলকাতায় আসুন।’

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো **DOUBLE DISCOUNT,** EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

প্রতিটি EMI -তে
10% ছাড়!!
গ্যারান্টিড

Upto 80% DISCOUNT

0 DOWN PAYMENT | 1 EMI OFF | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

পুরনো AC# -তে
₹10,000
EXCHANGE অফার

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY GET 1 FREE

LED TV

LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

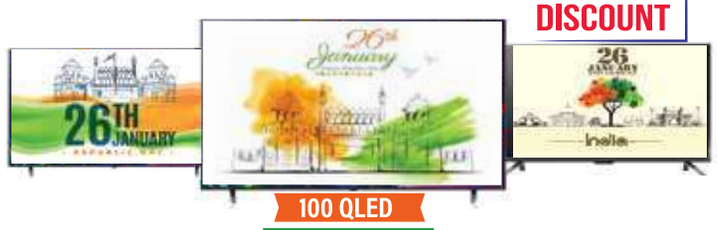

100 QLED
EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE

SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

iPhone

iPhone 17 Pro (256GB)
₹ 1,30,900
EMI ₹ 11,242
Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift
Offer valid from 23rd till 26th January

SAMSUNG

S25 Ultra (256GB)
₹ 1,11,990*
EMI ₹ 9,325

vivo

V 60 (12/256GB)
₹ 40,999*
EMI ₹ 9,325
Cashback ₹ 3,000

oppo

RENO 15 (8/256GB)
₹ 42,399*
EMI ₹ 2,611
Cashback ₹ 4,600

realme

16 PRO (8/256GB)
₹ 31,999*
EMI ₹ 1,899
Cashback ₹ 2,000

mi

NOTE 15 (8/256GB)
₹ 21,999*
EMI ₹ 1,667
Cashback ₹ 3,000

LAPTOP

FREE GAMING WIRED KEYBOARED + MOUSE worth ₹ 1,999

DELL Technologies

Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 44,990*
EMI ₹ 3,749

ASUS

Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 39,900*
EMI ₹ 3,325

hp

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24
₹ 72,900
EMI ₹ 6,083

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC — BUY GET 1 FREE

FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999

COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 | DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF — BUY GET 1 FREE

FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499

COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 | DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV — BUY GET 1 FREE

FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999

COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 | DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN — BUY GET 1 FREE

FREE CHOPPER worth ₹ 695

COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 | DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY — BUY GET 1 FREE

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor

COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 | DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER — BUY GET 1 FREE

RO + UV 2X

FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399

COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 | DISCOUNT 55%

VOLTAS

VOLTAS · beko

CELEBRATE FREEDOM WITH
Smart Upgrades

Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances
Offers valid till 31st January 2026

Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit

Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers

Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months

Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.

Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances

5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements

*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

চোখ থাকবে ঈশানের দিকেও

অভিষেক শোয়ের হাতছানি রায়পুরে

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি : হাতে ঠিক চারটি ম্যাচ।

বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি, সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। নিউজিল্যান্ডের শুভসূচনা কাপ-প্রত্যাশাকে উসকে দিয়েছে। শুক্রবার সুযোগ যে পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী করার। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে বিশ্বকাপ ভাবনার মাঝে দর্শকদের চোখ অভিষেক শর্মাতে।

বুধবার প্রথম টি২০ দ্বৈরথে অভিষেক শোয়ের সামনে হার মেনেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ডেথ ওভারে তাল ঠুকেছিলেন রিঙ্কু সিংও। শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে

জয়ের ছন্দ নিয়ে রায়পুরের উদ্দেশে হর্ষিত রানা, অভিষেক শর্মারা।

দুইজনের ফর্ম বজায় রাখার সঙ্গে দল তাকিয়ে ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনদের দিকেও।

বড় রান হাতছাড়া করলেও প্রথম ম্যাচে সূর্যের ইনিংস আশ্বস্ত করেছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিশ্বাস, গত কিছু ম্যাচে ২০-২২-এই আটকে যাচ্ছিল সূর্য। সেখানে তিরিশের কোঠায় পা রাখা ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। বাকি চার ম্যাচে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করবে সূর্যকে নিয়ে বিশ্বাস অশ্বীনের।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখতে সূর্যের ব্যাটে '৩৬০' ডিগ্রি শটের ফুলঝুরির প্রত্যাবর্তন জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি, শুরুতে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকা। তবে বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে প্রয়োজন টিমগেম।

শহিদ বীরনারায়ণ সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই প্রত্যাশা মেটানোর তাগিদ থাকবে সঞ্জু, ঈশানের। এরমধ্যেই সুখবর তিলক ভার্মার। 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি,' সামাজিক মাধ্যমে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে লিখেছেন তিলক।

দুই শিবিরের জন্যই চলতি সিরিজ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ। সুযোগ ফাঁকফোকর মেরামত করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর। ০-১ পিছিয়ে থাকলেও কিউয়ি শিবিরের দাবি, আগামীকালও পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে। ভারতীয় দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। প্রথম ম্যাচের পুরো দলকে আরও একটা সুযোগ দিতে চাইছেন গৌতম গম্ভীররা। নাগপুর ম্যাচে টসের সময় অধিনায়ক সূর্য বলেও দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। তিলক ও ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটে ডাক পেলেও শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোইদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা বাড়ছে।

অক্ষর প্যাটেলকে নিয়েও যদি, কিন্তু। গতকাল নিজের বোলিংয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতে চোট। সঙ্গে সঙ্গে মাঠও ছাড়েন। ঝুঁকি এড়াতে আগামীকাল দলের সহ অধিনায়ককে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বোলিং কম্বিনেশন কী দাঁড়াবে, সেদিকে চোখ থাকবে অনেকের। নাগপুরে দুরন্ত জয়ের পর রায়পুরে উৎসাহ তুঙ্গে। আবহাওয়াতে ক্রিকেট উৎসবের অনুকূল পরিস্থিতি। পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবে বাইশ গজ নিয়ে সেই নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল। পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য দাবি করেছেন, টি২০সুলভ উইকেট থাকছে। হিসেব মেলে কিনা, সেটাই দেখার।

ব্যাট-বলের টক্করে প্রথম ম্যাচে আধিপত্য দেখালেও ভারতের চিন্তা ফিল্ডিং। গত কয়েক সিরিজে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। নতুন বছরে প্রথমবার মাঠে নেমেও ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের যে ছবিটা বদলায়নি। সূর্য যদিও ফিল্ডারদের আড়াল করছেন। যুক্তি, প্রচুর শিশির পড়েছে রাতের দিকে। ফ্লাডলাইটের আলো নিয়েও কিছুটা সমস্যা ছিল।

রিঙ্কু সিংয়ের গলায় যদিও উলটো সুর। ক্যাচ মিসের জন্য কোনও অজুহাত দিতে নারাজ। সাফ কথা, শিশির বা আলো নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। তাই ক্যাচ মিস মানতে পারছেন না। খারাপ লাগছে। ক্যাচ মিস নয়, প্রাক্তনরা মুগ্ধ রিঙ্কুর ফিনিশারের ভূমিকায়। দাবি, নিয়মিত প্রথম একাদশে রাখারও।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে জিম সেশনে তিলক ভার্মা। ছবি পোস্ট করে লিখলেন, 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি'।

কোচ সৌরভে মজে পোলক

জোহানেসবার্গ, ২২ জানুয়ারি : কোচের ভূমিকায় অভিষেকেই জয়রথ ছোটাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে (এসএ২০) টগবগিয়ে ছুটছে সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসও। প্রথম চেষ্টাতেই দলকে ফাইনালে তুলে দিয়ে স্বস্তির ঢেঁকুর। অপেক্ষা রবিবারের ফাইনাল যুদ্ধের। লক্ষ্য পরিষ্কার আর একটা জয়ে কাপ হাতে ভিকট্রি ল্যাপ।

ফাইনাল যুদ্ধের আগে সৌরভকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সহকারী শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, দলের মধ্যে খোলা হাওয়া এনেছেন মহারাজ। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। সাফল্যে যেমন একসঙ্গে খুশিতে ভাসেন, তেমন ব্যর্থতায় হতাশ হন।

পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান, বোঝাপড়া- একটা দলকে সফল করে তুলতে যা যা দরকার সৌরভ প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সাজঘরে সেটাই আনার চেষ্টা করছে। বাকি দলও মহারাজের সঙ্গে পায়ে পা মেলাচ্ছে। বাইশ গজে তারই প্রতিফলন। পোলক বলেছেন, 'সাফল্য হোক ব্যর্থতা, নিজেদের মধ্যে আবেগ ভাগ করে নিই। এই রকম একটা দুর্দান্ত দল, দুর্দান্ত কোচিং ইউনিটের সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করছি। আমাদের সবার লক্ষ্য এক— নিজেদের সেরাটা যথাসম্ভব বের করে আনা।'

কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে আর একটা ম্যাচ। রবিবার ফাইনাল যুদ্ধ। পোলকদের বিশ্বাস, মহারাজের হাতে কাপ উঠছে এবার।

'অনড়' বাংলাদেশ কঠিন শাস্তির মুখে

বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা

ঢাকা ও দুবাই, ২২ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু বরফ গলল না। সমাধানসূত্রও মিলল না।

নিট ফল, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার কার্যত সিলমোহর পড়ে গেল। যদিও রাত পর্যন্ত ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে বাংলাদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে 'ছাঁটাই' করার বিষয়টি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ঠিক যেমন জানানো হয়নি, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ড, নাকি অন্য কোনও দেশকে কুড়ির বিশ্বকাপে দেখা যাবে। তবে জানা গিয়েছে, বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা।

গত কয়েকদিনে বারবার বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছিল, ভারতে তারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সমর্থক, সাংবাদিক- সবারই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। আজও সেই কথাই ফের জানিয়েছে বাংলাদেশ। মাঝের সময়ে নতুন দিক বলতে এতদিন আড়ালে রাখা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধিত্বও ছিল। জানা গিয়েছে, বাস্তবে সেই বৈঠকও নিষ্ফলা হয়েছে। কারণ, লিটন দাসরা নিজেদের দেশেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। ফলে তাঁরা বোর্ড বা সরকার বিরোধী কিছু বললে তার ফল মারাত্মক হতেই পারে। সূত্রের খবর, সেই পথে হাঁটেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। বরং তাঁরা আজকের বৈঠকে স্পষ্ট করেছিলেন, তাঁরা ক্রিকেট খেলতে চান শুধু।

ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেই বৈঠকের পরই ফের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়, আইসিসি তাদের দাবি না মানলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

আজ বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রিকেটার, বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে আমরা আজ বৈঠক করেছি। সবাই বিশ্বকাপ খেলতেই চেয়েছি। কারণ, বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছিলাম। কিন্তু ভারতে গিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আইসিসি-কে আমরা সেটা জানিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। তাই নিরাপত্তার আশঙ্কা নিয়ে আমরা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কথা ভাবছিই না।' বাংলাদেশের অনড় মনোভাব, ভারতে হাজির হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে না খেলার 'স্টান্স' না বদলানোর সিদ্ধান্ত আইসিসি-কেও চাপে ফেলেছে। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দেরি নেই। ফলে নতুন কোনও দলকে কীভাবে প্রতিযোগিতায় যুক্ত করা হবে, তা নিয়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের তরফেও আইসিসি-র উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার থেকে তারা 'সুবিচার' পায়নি বলেও আজ সরাসরি অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ। ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুল বলেছেন, 'আইসিসি আমাদের প্রতি সুবিচার করল না। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ দিলে এত সমস্যাই হত না। আমরা এখনও শ্রীলঙ্কার মাটিতেই বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি।' আইপিএল নিলামের আসরে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯.২০ কোটি টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে নেওয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতির কারণে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে আইপিএল থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। আর সেই ঘটনার পরই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হওয়ার অনড় স্টান্স নেয় বাংলাদেশ। যা এখনও বজায় রয়েছে। বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে। বাংলাদেশের তরফে আজ এই কথাও বলা হয়েছে, তারা বিশ্বকাপ না খেললে আইসিসি ২০ কোটি দর্শককে হারাবে। যদিও এমন যুক্তিকে পাত্তা দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

মেদিনীপুরকে ৫ গোল বীরভূমের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল কোপা টাইগার্স বীরভূম। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে তারা ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এফসি মেদিনীপুরকে। এটি চলতি লিগে বীরভূমের প্রথম জয়। হ্যাটট্রিক করেন তুরসুনোভ। তাদের বাকি দুইটি গোল ইমরান ও লালরুয়াতসাঙ্গার। মেদিনীপুরের গোলস্কোরার ওয়াট্টারা। এই জয়ের পরও লিগ টেবিলে সবার শেষে বীরভূম। তারা ১৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ১৩ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে বীরভূমের ঠিক ওপরে মেদিনীপুর।

অলিম্পিকে ক্রিকেটার বোল্ট!

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অলিম্পিক ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ। দীর্ঘদিন বিশ্বের দ্রুততম মানবের শিরোপা ছিল তাঁর মুকুটে। ২০০৮, ২০১২, ২০১৬-টানা তিন অলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট অবসর ভেঙে আবারও ফিরতে চান 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থে'। তবে ক্রিকেটার হিসেবে!

২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটছে। ১৯০০-র পর ১২৮ বছরের প্রতীক্ষা অবসানের অপেক্ষা। ফাস্টবোলার হিসেবে ক্রিকেটের অলিম্পিক প্রত্যাবর্তনে শামিল হতে চান জামাইকার বছর উনচল্লিশের কিংবদন্তি দৌড়বিদ বোল্ট। বলেছেন, 'পেশাদার ক্রীড়াকে বিদায় জানিয়ে এখন আমি অবসরে। দীর্ঘদিন ক্রিকেটও খেলিনি। তবে ওরা যদি চায়, তাহলে আমি প্রস্তুত।'

কোয়ার্টারে অমল-বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর ও সমীর দত্ত ট্রফি অকশন ব্রিজে বৃহস্পতিবার জয় পেয়েছেন দীপাঞ্জন রাহা-শুভ ঘোষ, বাবুল পালচৌধুরী-তপাই চক্রবর্তী, শ্যামল দাস-প্রদীপ রায়, কানাই ধর-দিলীপ হালদার, কমলেশ গুহ-জীবন দাস, অমল বসাক-বিশ্বজিৎ পোদ্দার, প্রদীপ বসু-সৌরভ ভট্টাচার্য ও দেবু সাহা-মরু সূত্রধর। তাঁরা কোয়ার্টারি ফাইনালে উঠেছেন।

অনুষ্টুপের মঞ্চে সুদীপের শতরান

বাংলা-৩৪০/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২২ জানুয়ারি : মঞ্চটা সাজানো ছিল তাঁর জন্য। সতীর্থরা আবেদনও করেছিলেন শতরানের।

অথচ, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুষ্টুপ মজুমদারের মঞ্চে সারাদিন ধরে ব্যাট হাতে সার্ভিসেস শাসন করলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে সুদীপ খেললেন অপরাজিত ১৪০ রানের ইনিংস। প্রথমে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৮১) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে তুললেন ১৫১ রান। পরে মুহূর্তের ভুল বোঝাবুঝিতে বাংলা অধিনায়ক রানআউট হয়ে যাওয়ায় সুদীপ দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন ধরে রাজত্ব করলেন কল্যাণীর মাঠে। মূলত সুদীপের অপরাজিত শতরানে ভর করে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৩৪০/৪। দিনের শেষে সুদীপের সঙ্গে বাইশ গজে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩১)। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে দলের স্কোরটা অন্তত ৫৫০-এ নিয়ে যেতে চায় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় ইনিংসে যেন ব্যাটিং করতে না হয়।

সবুজ পিচ। দিনের শুরুতেই টসে হার। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চার পেসারে প্রথম একাদশ সাজানো বাংলা দল ব্যাটিং করতে নেমেছিল। সুদীপ-অভিমন্যুর জন্য কাজটা সহজ ছিল না একেবারেই। শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যাটিং করে সার্ভিসেসের ঘাড়ে চেপে বসে টিম বাংলা। দুই ওপেনার ১৫১ রান তুলে দেওয়ার পর পালটা চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। অধিনায়ক অভিমন্যু ফেরার পর তিন নম্বরে সুদীপকুমার ঘরামি (৩) রান পাননি। চার নম্বরে বাংলার ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপও বড় রান পাননি তাঁর সেঞ্চুরি ম্যাচের আঙিনায়। যদিও অনুষ্টুপের (২৭) ক্যাচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে সংশয়ও। শাহবাজ আহমেদ (৩৮) দারুণভাবে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করলেও তিনিও বড় রান পেতে ব্যর্থ। একা কুম্ভ হয়ে ওপেনার সুদীপ অবশ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিনের শেষে বাংলার নায়ক সুদীপ বলছিলেন, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ৯৮ রানে আউট হয়েছিলাম। অল্পের জন্য সেদিন শতরান হাতছাড়া হয়েছিল। তাই আজ একটু বেশিই সতর্ক ছিলাম। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাল আরও রান করতে হবে আমাদের।'

প্রথম দিনের খেলার শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও সেই কথাই তাঁর দলকে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলার ব্যাটিং করতে হবে আমাদের। আরও রানের প্রয়োজন।'

রনজিতে ব্যর্থ গিল-জাদেজা

রাজকোট, ২২ জানুয়ারি : রনজি ট্রফিতে শুভমান গিল বৃহস্পতিবার সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২ বল খেলে শূন্য রানে ফিরে যান। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্র ১৭২ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়। ৭ রানে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা। জয় গোহিল (৮২) ছাড়া কেউ রান পাননি। জবাবে ১৩৯ রানে শেষ পাঞ্জাবের ইনিংস। পার্থ ভুট ৫টি ও জাদেজা ২টি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের স্কোর ২৪/৩।

জিতল লিভারপুল ও বার্সা

শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ, ২২ জানুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের ছাড়পত্র পেল বায়ার্ন মিউনিখ। নিজেদের ঘরের মাঠে ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় তুলে নিয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। জোড়া গোল হ্যারি কেনের। ৬৩ মিনিটে কিম মিন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় বায়ার্নকে।

এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন। ম্যাচের পর কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচ সহজ নয়। এদিন আমরা প্রথমার্ধে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে দশজন হওয়ার পরেও ছেলেরা যে ফুটবল খেলেছে, তা প্রশংসনীয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে বার্সেলোনা ৪-২ গোলে হারিয়েছে স্লাভিয়া প্রাহাকে। হ্যান্সি ফ্লিকের দলের হয়ে জোড়া গোল করেন ফের্মিন লোপেজ। অপর দুইটি গোল আসে ড্যানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কির থেকে। স্লাভিয়ার হয়ে একটি গোল ভাসিল কুসেইর। অপর গোলটি লেওয়ানডস্কির আত্মঘাতী। এই ম্যাচ জিতে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নবম স্থানে রয়েছে বার্সা।

পাশাপাশি জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ফ্রান্সের মার্সেইকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। গোল করেছেন ডমিনিক সোবোজলাই ও কোডি গাকপো। অন্যটি জেরোনিমো রুলির আত্মঘাতী। আফকন খেলে আসার পর এই ম্যাচে প্রথমবার লিভারপুলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

এছাড়াও মোরেস কাইসেদোর গোলে ১-০ ফলে পাফোসকে হারিয়েছে চেলসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

গালাতাসারে ১-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

কারাবাগ এফকে ৩-২ আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট

নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৩-০ পিএসভি আইন্দহোভেন

স্লাভিয়া প্রাগ ২-৪ বার্সেলোনা

মার্সেই ০-৩ লিভারপুল

জুভেন্তাস ২-০ বেনফিকা

চেলসি ১-০ পাফোস এফসি

আটালান্টা ২-৩ অ্যাথলেটিক বিলবাও

বায়ার্ন মিউনিখ ২-০ ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসে

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : চার বছর আগের এক ২২ জানুয়ারি, ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছিল প্রবাদপ্রতিম সুভাষ ভৌমিককে। সেই একইদিনে আরও একবার শোকের ছায়া নেমে এল কলকাতা ময়দানে। প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা। ৬১-তে থামল জীবনের দৌড়।

উলগানাথন, বাবু মানি, কার্লটন চ্যাপম্যানদের মতো বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ইলিয়াসও। ১৯৮৯ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ। বছর ঘুরতেই তাঁকে তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ডানদিক থেকে তাঁর ওভারল্যাপ অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগে অন্যতম নির্ভরযোগ্য নাম ছিলেন ইলিয়াস। ১৯৯৩ সালে লাল-হলুদ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠে তাঁর হাতে। পাশার অধিনায়কত্বেই কাপ উইনার্স কাপে ইরাকের আল জাওরাকে ৬-২ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল। নেপালে লাল-হলুদের ওয়াই ওয়াই কাপ

বৃহস্পতিবার ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন ইলিয়াস পাশা।

জয়ও তাঁর নেতৃত্বেই। একাধিকবার জিতেছেন কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ শিল্ড।

পেশাদার ফুটবল ছাড়ার পর ফুড কর্পোরেশনের চাকরিতে যোগ দেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন পর সেই চাকরি ছেড়ে ফিরে যান বেঙ্গালুরুতে। শোনা যায়, অভাবের তাড়নায় অটো চালিয়ে দিনযাপন করেছেন একটা সময়। কয়েকবছর আগে পাশার শরীরে থাবা বসায় ক্যানসার। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হন লাল-হলুদের এই বর্ষীয়ান ফুটবলার।

ইলিয়াস লাল-হলুদ জনতার মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় যে এখনও ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা হলে তাঁর জার্সি পরে মশাল হাতে ঘুরে বেড়ান এক সমর্থক। ২০১২ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইলিয়াসের হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয়। আর্থিকভাবেও সাহায্য করা হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবতাঁবুতে। অর্ধনমিত রাখা হয়েছে লাল-হলুদ পতাকা।

ফাইনালে জিটিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : সুব্রত সংঘের সুব্রত কাপ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল জিটিএসসি। শনিবার খেতাবি লড়াইয়ে তাদের সামনে স্বস্তিকা যুবক সংঘ। বৃহস্পতিবার তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে তারা ৩৪ রানে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। টসে জিতে জিটিএস ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৫ রান করে। ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব ৬৯ ও প্রমোদ চান্ডিলা ৫০ রান করেন। বিশাল রায় ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ১৯.৩ ওভারে ১৬১ রানে অল আউট হয়। চন্দন সিংয়ের অবদান ৬৩ রান। অরুণ চাপরানা ২২ ও সোনু সিং ৩০ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে রবীন্দ্র সংঘ। ছবি : সুশান্ত পাল

চ্যাম্পিয়ন রবীন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের এসএমকেপি চ্যাম্পিয়ন ও রাখালচন্দ্র নন্দী ট্রফি বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে খেতাব জিতল রবীন্দ্র সংঘ। তারা ৩৩৭ পয়েন্ট পেয়েছে। রানার্স দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সংগ্রহ ৩০৫ পয়েন্ট। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

জয়ী গোঁসাইপুর

বাগডোগরা, ২২ জানুয়ারি : গোঁসাইপুর চরক ময়দানে আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত স্টাফ হারিয়েছে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত স্টাফদের। প্রথমে লোয়ার বাগডোগরা ১৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৩ রান করে। জবাবে গোঁসাইপুর ১৪.৫ ওভারে ১৬৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা গোঁসাইপুরের রবি রায়। সেরা খেলোয়াড় অঞ্জন মুন্ডা। সেরা বোলার মানিক বর্মন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 92K 31487 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার জীবনে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আমার মনে কোনও ধারনা না থাকায় মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং আমার জীবনকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে এর জন্য ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুন্ডু - কে 26.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।